ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল: বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি

শাম্মী লায়লা ইসলাম
সাধন কুমার দাস

২৯ মে ২০১৪

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল: বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি

গবেষণা উপদেষ্টা

অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
চেয়ারপারসন, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. সুমাইয়া খায়ের
উপ-নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা পরিকল্পনা, পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

শাম্মী লায়লা ইসলাম, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
সাধন কুমার দাস, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের সিনিয়র ম্যানেজার মো. ওয়াহেদ আলমকে এবং গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে পরামর্শ প্রদান ও প্রতিবেদনের গুণগতমান বৃদ্ধিকরণে সহযোগিতার জন্য টিআইবি'র সহকর্মীদের জানাই অশেষ ধন্যবাদ। এছাড়াও সকল উত্তরদাতার প্রতি রইল বিশেষ কৃতজ্ঞতা।

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

বাড়ি নং ১৪১, সড়ক নং ১২, ব্লক নং ই
বনানী, ঢাকা ১২১৩
ফোন: ৮৮০-২-৮৮২৬০৩৬
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৮৮৪৮১১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org
ফেসবুক: www.facebook.com/TIBangladesh

সূচিপত্র

মুখবন্ধ.. ৫
১. ভূমিকা:.. ৬
১.১ বাংলাদেশের উন্নয়ন সাফল্য.. ৬
১.২ বাংলাদেশে সুশাসনের সঙ্কট ৭
১.৩ দুর্নীতিবিরোধী রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক উদ্যোগ ৮
১.৪ শুদ্ধাচারের ধারণা ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ৯
১.৫ শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়নের যৌক্তিক ভিত্তি ১০
১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে অর্ন্তভুক্ত প্রতিষ্ঠান... ১০
১.৬.১ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ১০
১৬.২ অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান.. ১১
১.৭ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন প্রক্রিয়া.. ১১
১.৮ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পর্যালোচনার উদ্দেশ্য ১২
১.৯ গবেষণা পদ্ধতি.. ১২
১.১০ গবেষণার পরিধি.. ১২
২. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন কাঠামো ও সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ.................................... ১৩
৩. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ১৪
৪. স্বতন্ত্র পর্যালোচনার প্রধান ফলাফল.. ১৪
৫. প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিশ্লেষণ: রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ১৫
৫.১ নির্বাহী বিভাগ ও জনপ্রশাসন ১৫
৫.২ জাতীয় সংসদ ১৮
৫.৩ বিচার বিভাগ ২১
৫.৪ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ২৩
৫.৫ অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয় ২৪
৫.৬ সরকারি কর্ম কমিশন... ২৬
৫.৭ মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক ২৭
৫.৮ ন্যায়পাল.. ২৯
৫.৯ দুর্নীতি দমন কমিশন.. ৩০
৫.১০ স্থানীয় সরকার... ৩২
৬. প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিশ্লেষণ: অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান.. ৩৪
৬.১ রাজনৈতিক দল.. ৩৪
৬.২ বেসরকারি খাতের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান... ৩৫
৬.৩ এনজিও ও সুশীল সমাজ.. ৩৬
৬.৪ পরিবার... ৩৮
৬.৫ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ৩৮
৬.৬ গণমাধ্যম ৩৯
৭. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রের উল্লেখযোগ্য সবল দিক... ৪১
৮. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রের সার্বিক ঘাটতি ৪১
৯. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ.. ৪৫
১০. উপসংহার ও সুপারিশ... ৪৯
তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী.. ৫১
পরিশিষ্ট ক: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়নে আইজিএস আয়োজিত পরামর্শ সভা ৫৩
পরিশিষ্ট খ: টিআইবি প্রণীত খসড়া প্রতিবেদনের ওপর জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট কর্তৃক প্রেরিত লিখিত ফিডব্যাক..................... ৫৫

সারণির তালিকা

সারণি ১: পরামর্শ সভার ধরন ও অংশগ্রহণকারী..১১
সারণি ২: স্বতন্ত্র পর্যালোচনায় প্রাপ্ত কৌশলপত্রে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মপরিকল্পনা অর্জনের চিত্র...........................১৫
সারণি ৩: নির্বাহী বিভাগ ও জনপ্রশাসনের চ্যালেঞ্জ..১৫
সারণি ৪: নির্বাহী বিভাগ ও জনপ্রশাসনের জন্য সুপারিশ..১৬
সারণি ৫: নির্বাহী বিভাগ ও জনপ্রশাসনের কর্মপরিকল্পনার ওপর পর্যবেক্ষণ.. ১৭
সারণি ৬: জাতীয় সংসদের চ্যালেঞ্জ...১৮
সারণি ৭: জাতীয় সংসদের জন্য সুপারিশ..১৯
সারণি ৮: জাতীয় সংসদের কর্মপরিকল্পনার ওপর পর্যবেক্ষণ...১৯
সারণি ৯: বিচার বিভাগের চ্যালেঞ্জ...২১
সারণি ১০: বিচার বিভাগের জন্য সুপারিশ...২১
সারণি ১১: বিচার বিভাগের কর্মপরিকল্পনার ওপর পর্যবেক্ষণ..২২
সারণি ১২: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের চ্যালেঞ্জ..২৩
সারণি ১৩: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের জন্য সুপারিশ..২৩
সারণি ১৪: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের কর্মপরিকল্পনার ওপর পর্যবেক্ষণ...২৪
সারণি ১৫: অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়ের চ্যালেঞ্জ...২৫
সারণি ১৬: অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়ের জন্য সুপারিশ...২৫
সারণি ১৭: অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়ের কর্মপরিকল্পনার ওপর পর্যবেক্ষণ...২৫
সারণি ১৮: সরকারি কর্ম কমিশনের চ্যালেঞ্জ...২৬
সারণি ১৯: সরকারি কর্ম কমিশনের জন্য সুপারিশ..২৬
সারণি ২০: সরকারি কর্ম কমিশনের কর্মপরিকল্পনা ওপর পর্যবেক্ষণ...২৭
সারণি ২১: মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের চ্যালেঞ্জ...২৮
সারণি ২২: মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের জন্য সুপারিশ...২৮
সারণি ২৩: মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কর্মপরিকল্পনার ওপর পর্যবেক্ষণ...২৮
সারণি ২৪: দুর্নীতি দমন কমিশনের চ্যালেঞ্জ..৩০
সারণি ২৫: দুর্নীতি দমন কমিশনের জন্য সুপারিশ...৩০
সারণি ২৬: দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মপরিকল্পনার ওপর পর্যবেক্ষণ...৩১
সারণি ২৭: স্থানীয় সরকারের চ্যালেঞ্জ...৩২
সারণি ২৮: স্থানীয় সরকারের জন্য সুপারিশ..৩৩
সারণি ২৯: স্থানীয় সরকারের কর্মপরিকল্পনার ওপর পর্যবেক্ষণ... ৩৩
সারণি ৩০: এনজিও ও সুশীল সমাজের কর্মপরিকল্পনার ওপর পর্যবেক্ষণ..৩৭
সারণি ৩১: গণমাধ্যমের চ্যালেঞ্জ..৩৯
সারণি ৩২: গণমাধ্যমের জন্য সুপারিশ...৪০
সারণি ৩৩: গণমাধ্যমের কর্মপরিকল্পনার ওপর পর্যবেক্ষণ..৪০

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) বাংলাদেশের সরকার, রাজনীতি ও বেসরকারি খাতসহ সমাজের সর্বস্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জ্ঞানভিত্তিক ও অংশগ্রহণমূলক সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে পরিবর্তনের দাবি উত্থাপন ও অনুঘটকের ভূমিকা পালন করছে। এর অংশ হিসেবে টিআইবি সার্বিকভাবে জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার ওপর বা এর গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভগুলোর কার্যকরতার লক্ষ্যে বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে এবং গবেষণালব্ধ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সরকার ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে নীতিগত প্রচারণার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক, আইনী ও প্রায়োগিক সামর্থ্য বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। টিআইবির সকল গবেষণা, প্রচারণা বা মাঠপর্যায়ে নাগরিক সম্পৃক্তকরণের মুখ্য উদ্দেশ্য সমাজ ও রাষ্ট্রে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা করা যা সরকারের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের মূল চেতনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। অক্টোবর ২০১২ এ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এর খসড়া প্রণয়ন প্রক্রিয়ায়ও টিআইবি সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিল।

দুর্নীতি রোধে এবং শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় ও অনুকূল আইন-কানুন, বিধিমালা, পরিকল্পনা এবং রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী অঙ্গীকার থাকলেও দেশে দুর্নীতির প্রকোপ কমাতে প্রত্যাশিত সাফল্য অর্জনে ঘাটতির প্রেক্ষিতে সরকার এই কৌশলপত্রটি প্রণয়ন করে। এখানে **১০**টি রাষ্ট্রীয় ও ৬টি অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশ চিহ্নিত করে মেয়াদভিত্তিক (স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী) কর্মপরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে স্বল্পমেয়াদী কার্যক্রম বাস্তবায়নের মেয়াদ শেষ হয়েছে। 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়' শীর্ষক এই কৌশলপত্র অভীষ্ট লক্ষ্যে কতটুকু সম্ভাবনা বা সফলতা তৈরিতে অবদান রাখছে তা পর্যালোচনার মাধ্যমে সরকারকে সহায়তার উদ্দেশ্যে **'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল: বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি'** শিরোনামে টিআইবি এই গবেষণা প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করেছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন সরকার কর্তৃক দুর্নীতি রোধে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা পথে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। এর কার্যকর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার ও সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের আরো উদ্যোগী হয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমন্বিতভাবে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, এই দীর্ঘ দেড় বছরে এখনও অনেক প্রতিষ্ঠানে অঙ্গীকার অনুযায়ী নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয় নি। যেখানে গঠিত হয়েছে সেখানেও কৌশলপত্র অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থবিরতা রয়েছে, অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে কোনো পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া তৈরি করা যায় নি। সর্বোপরি, সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী তথা সার্বিকভাবে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মধ্যে শুদ্ধাচার সম্পর্কিত সচেতনতা তৈরি করা সম্ভব হয় নি। এছাড়া এই প্রতিবেদনে কৌশলপত্রের উল্লেখযোগ্য ঘাটতি চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন, শুদ্ধাচারের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, অংশগ্রহণ, ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি অর্জনে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের জন্য কোনো অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয় নি, জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি, প্রতিষ্ঠানের চলমান ও নিয়মিত কার্যক্রমকেই কৌশলপত্রে আনা হয়েছে। কৌশলপত্রের ঘাটতি এবং এর বাস্তবায়নের বহুবিধ চ্যালেঞ্জ থাকায় স্বল্পমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও সাফল্য খুব কম। তাই এই অবস্থা থেকে উত্তরণে টিআইবি কর্তৃক সুপারিশকৃত বিষয়গুলো অতিদ্রুত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে গতি আসবে বলে আমরা আশা করি।

টিআইবি'র উপ-নির্বাহী পরিচালক ড. সুমাইয়া খায়েরের তত্ত্বাবধানে রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের প্রোগ্রাম ম্যানেজার শাম্মী লায়লা ইসলাম ও সাধন কুমার দাস এই গবেষণাটি সম্পন্ন করেছেন। এই প্রতিবেদনের খসড়ার ওপর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসনিক সংস্কার ও বাস্তবায়ন অনুবিভাগের কর্মকর্তাদের মতামত ও পরামর্শ প্রতিবেদনের উন্নতি বর্ধনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। টিআইবি তাঁদের প্রতি বিশেষ করে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা, অতিরিক্ত সচিব মো. নজরুল ইসলাম এবং অতিরিক্ত সচিব এন. এম. জিয়াউল আলম-এর প্রতি সবিশেষ কৃতজ্ঞ। এছাড়া বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের নৈতিকতা কমিটির ফোকাল পয়েন্টবৃন্দ আমাদের তথ্য সরবরাহ করে সহায়তা করায় তাঁদের জানাই বিশেষ ধন্যবাদ। পরিশেষে গবেষণা প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে আমার সকল সহকর্মীদের অবদান বিশেষভাবে স্মরণ করছি।

এই গবেষণার ব্যাপারে পাঠকের যেকোনো মন্তব্য, সমালোচনা এবং পরামর্শ টিআইবি সাদরে গ্রহণ করবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

ঢাকা, ২৯ মে ২০১৪

১. ভূমিকা

স্বাধীনতা পরবর্তী গত চার দশকে বাংলাদেশ একটি উদীয়মান এবং উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বদরবারে নিজেকে পরিচিত করতে পেরেছে। এর সমর্থনে রয়েছে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সূচকে ইতিবাচক পরিবর্তন যার কারণে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হচ্ছে। অন্যদিকে, দুর্নীতি সংক্রান্ত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সূচকগুলোতে উঠে আসা দুর্নীতির ব্যাপকতার কারণে বাংলাদেশ হচ্ছে সমালোচিত। দুর্নীতি বাংলাদেশের উন্নয়ন ধারাকে অব্যাহতভাবে বাধাগ্রস্ত করছে। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সকল পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান। উন্নয়ন সহযোগী, গবেষক, বিশ্লেষক এবং রাষ্ট্রনায়করা দুর্নীতি রোধে সমস্যা বিশ্লেষণ, নীতি প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে বিভিন্নমুখী প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশেও এই অবস্থার ব্যত্যয় দেখা যায় না - দুর্নীতির স্বরূপ উন্মোচনে যেমন, দেশীয় ও বিদেশী বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ধারাবাহিকভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে তেমনি এই সকল সংস্থা জনগণকে সাথে নিয়ে প্রতিনিয়ত সরকারকে কার্যকর নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে চাপসৃষ্টি করছে। এর ফলে বেশ কিছু অর্জনের মধ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে দীর্ঘদিনে বেড়ে ওঠা দুর্নীতি রোধে এই কৌশল কতটুকু পূর্ণাঙ্গ দলিল, সরকারের দুর্নীতিবিরোধী নীতিগত অবস্থান কি এই দলিলে প্রতিফলিত হয়েছে, এই কৌশল কি ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে দুর্নীতিবিরোধী কোনো প্রণোদনা বা তৎপরতা তৈরি করতে পেরেছে, এর মাধ্যমে আসলে কতটুকু অর্জন হয়েছে, সর্বোপরি শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় এই নীতিগত দলিলটি কিভাবে সরকার ও প্রশাসনের জন্য অগ্রগণ্য, কার্যকরী ও বাস্তবায়নমুখী একটি দলিল হতে পারে তার বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে।

১.১ বাংলাদেশের উন্নয়ন সাফল্য

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে উদ্ভব হওয়ার পর বাংলাদেশ একের পর এক রাজনৈতিক, প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক দুর্যোগে নিপতিত হয়। আর তাইতো স্বাধীনতার পাঁচ বছরের মাথায় অনেকে বাংলাদেশকে উন্নয়নের 'টেস্ট কেস' মনে করতেন, অর্থাৎ এরকম সঙ্কটপূর্ণ দেশে কোনো উন্নয়ন সম্ভব হলে অন্য যেকোনো দেশে উন্নয়ন সম্ভব বলে ধারণা করা হয়। সেসময় বাংলাদেশ একটি দুর্ভিক্ষ, তিনটি সামরিক ষড়যন্ত্র, এবং চারটি প্রলয়াঙ্করী বন্যার শিকার হওয়ায় অনেকে আবার বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থায়িত্ব নিয়ে সংশয় প্রকাশ করতেন। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে 'বাস্কেট কেস'[১] হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এ সকল সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা বাংলাদেশের ইতিহাসের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা উৎপাটন করে সামরিক সরকারের উত্থান, নিয়মিত বন্যা, খরা, ঘুর্ণিঝড়ের মতো ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ছোট আয়তনের একটি দেশে একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী, সামাজিক জীবনে অশিক্ষা-কুসংস্কার-ভেদবুদ্ধির বিস্তার ইত্যাদি কারণে দেশের উন্নয়ন বিভিন্ন সময়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে। কিন্তু কখনই তা থেমে যায় নি। আর তার প্রমাণ পাওয়া যায় বাংলাদেশের অগ্রগতি নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে 'দ্য ইকনমিস্ট' এবং অমর্ত্য সেনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার মধ্যে।

অমর্ত্য সেনের মতে, কয়েক দশক আগের চরম গরিব একটি দেশ যা এখনও খুব গরিব, তলাবিহীন ঝুঁড়ি থেকে বের হয়ে উন্নয়নের ধারায় বিশেষ করে স্বাস্থ্যখাতে কিভাবে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছে তা বোঝা খুব গুরুত্বপূর্ণ। মুস্তাক চৌধুরী ও সহকর্মীদের বিশ্লেষণে দেখা যায়, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক দারিদ্রের মধ্যে থেকেও স্বাস্থ্যখাতে ব্যতিক্রমী অর্জন করেছে, যাকে তিনি 'বাংলাদেশ প্যারাডক্স' বলেছেন। বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ১৯৯০ সালে ছিল ৫৪০ মার্কিন ডলার, যা ২০১৪ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,১৯০ মার্কিন ডলারে। ১৯৯০ হতে ২০১০ সালের মধ্যে মানুষের আয়ুষ্কাল বেড়েছে ১০ বছর, ৫৯ বছর হতে ৬৯ বছর। এছাড়া শিশু মৃত্যুর হার এবং মাতৃ মৃত্যুর হার কমেছে, শিশু টিকাদানের হার এবং নারী শিক্ষা হার বেড়েছে। ২০০৫ সালে ৯০% এর অধিক বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, এই হার বালক ভর্তির হারের তুলনায় কিছুটা বেশি। বাংলাদেশের সাথে ভারত ও পাকিস্তানের তুলনামূলক পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে পাওয়া যায়, ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাংলাদেশের থেকে বেশি হলেও বাংলাদেশ সামাজিক ও জনসংখ্যাগত প্রায় সকল সূচকে ভারত ও পাকিস্তানের তুলনায় এগিয়ে আছে। মাত্র চল্লিশ বছরে এই ধরনের অগ্রগতি ও সাফল্যের পেছনে রয়েছে - বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ইতিহাস, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, জনগণের উদারনৈতিক ও ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব, উন্নয়ন কৌশল এবং বহুমুখী অংশীজনদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও ঐক্য, স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে গড়ে ওঠা আদর্শ ও মূল্যবোধ। এছাড়াও আরো কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে। যেমন, বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থ, নারীদের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে অংশীদার করা (বিশেষ করে তৈরিপোষাক শিল্পে), এনজিওদের সক্রিয় উপস্থিতি, বহিঃস্থ উন্নয়ন সহযোগীদের অবদান, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টায় সৃজনশীলতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া, এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে সহাবস্থান করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন পরিচালনা (সেন ২০১৩; দ্য ইকোনোমিস্ট ২০১২ ও ২০১৪; চৌধুরী ২০১৪)। এই সকল অর্জনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি গতিপ্রাপ্ত হলেও রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় দৃঢ়ভাবে প্রথিত দুর্নীতি এই গতির রাশ টেনে ধরছে প্রতিনিয়ত।

[১] www.economist.com/blogs/feastandfamine/2012/11/bangladesh (accessed on 15 May 2014)

১.২ বাংলাদেশে সুশাসনের সঙ্কট

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে জন্মের পর পরই রাজনৈতিক সঙ্কটে পড়ে। ১৯৭৪ সালে জাতির জনককে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে সামরিক সরকার রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করে। এই অগণতান্ত্রিক সামরিক বা আধা-সামরিক সরকার ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ক্ষমতা দখল করে রেখেছিল, এবং এই অবৈধ ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে অবৈধভাবে ব্যবহার করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে অবাধ, মুক্ত ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে দেশে একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হয়। এই ধারায় আবার ব্যত্যয় ঘটে ২০০৭ সালে। প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের সংঘাতপূর্ণ মুখোমুখি রাজনৈতিক অবস্থানের প্রেক্ষিতে সামরিক বাহিনী-সমর্থিত একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসীন হয়। যদিও এই সরকারের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ছিল তিনমাসের মধ্যে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও মুক্ত নির্বাচন পরিচালনা করা কিন্তু তারা তা না করে প্রায় দুই বছর ক্ষমতায় থাকে। এই সময়ে তারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে কিছু জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করে জনসমর্থন পেলেও তাদের সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক অভিলাষের উন্মোচন তাদেরকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এবং তারা জনসমর্থন হারায়। পরবর্তীতে তারা ২০০৮ সালে একটি নির্বাচন আয়োজন করে যার মধ্য দিয়ে আবারও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রশ্নে প্রধান সরকারি দল ও প্রধান বিরোধী দলের মধ্যে রাজনৈতিক সঙ্কট ঘনীভূত হতে থাকে। এই রাজনৈতিক মুখোমুখি অবস্থানে দেশে হরতাল, অবরোধ, হত্যা, মানুষের জানমালের ক্ষতি ইত্যাদি নিয়মিত হয়ে যায়। সবশেষে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং সরকারি দলের একক মনোভাব নির্ভর দলীয় সরকারের অধীনে ২০১৪ সালের অনুষ্ঠিত নির্বাচনে প্রধান বিরোধী দলগুলোর অংশগ্রহণ ছাড়াই প্রধান সরকারি দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করে। শাসন ব্যবস্থার এই উত্থান-পতনে সরকার এবং এর অঙ্গ-প্রতিষ্ঠানসমূহের (যেমন, প্রশাসন, নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ, আইন বিভাগ, লাভজনক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এবং এনজিও) ধারাবাহিক গণতান্ত্রিক চর্চা ও অভ্যন্তরীণ সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ব্যাহত হয়।

নব্বইয়ের দশকে উন্নয়নের আলোচনায় সুশাসনের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব পায়। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রচুর পরিমাণ আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দেওয়ার পরও উন্নয়ন সূচকে উল্লেখযোগ্য কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন না আসার কারণ অনুসন্ধানে উঠে আসে দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ সুশাসনের সমস্যা। এটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুর্বল করে ফেলেছিল যার ফলে উন্নয়ন সহযোগীদের প্রত্যাশা অনুযায়ী সাফল্য আসছিল না (পারনিনি ২০১১)। এ চিত্র বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অভিন্ন, তবে নব্বই দশকের শেষ দিকের আগে এই বিষয়ে খুব একটা আলোচনা হয় নি। এই সময়ে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতির ওপর কয়েকটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এছাড়া ২০০১ সালে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক প্রকাশিত দুর্নীতির ধারণা সূচকে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে আখ্যায়িত হয়। বাংলাদেশ দুর্নীতির এই দুষ্ট বলয় থেকে এখনও বের হতে পারছে না, যা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গবেষণা ও সূচকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে (দাস ২০১৩)।

- **ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল-এর দুর্নীতির ধারণা সূচক ২০১২:** বাংলাদেশ ১৭৬টি দেশ ও অঞ্চলের মধ্যে ১৪৪ তম অবস্থানে রয়েছে। এর স্কোর ১০০-এর মধ্যে ২৬, যা অধিক দুর্নীতিগ্রস্ত ক্যাটাগরিভুক্ত।
- **ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল-এর গ্লোবাল করাপশন ব্যারোমিটার ২০১১:** ৭২% বাংলাদেশী কোনো না কোনো দুর্নীতির শিকার হয়েছে।
- **বিশ্বব্যাংক-এর ওয়ার্ল্ডওয়াইড গভর্নেন্স ইনডিকেটরস:** দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সূচকের পারসেন্টাইল র‍্যাংকের নিম্নতম কোয়ার্টারে (১৬.১ পয়েন্ট) রয়েছে বাংলাদেশের অবস্থান।
- **বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম-এর গ্লোবাল কমপিটিটিভনেস রিপোর্ট ২০১২-১৩:** বাংলাদেশে ব্যবসা করার পথে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বাধা হলো দুর্নীতি।
- **টিআইবি-এর জাতীয় খানা জরিপ ২০১২:** বাংলাদেশের ৬৩.৭% খানা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি খাত বা প্রতিষ্ঠানের সেবা নিতে গিয়ে কোনো না কোনোভাবে দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এই খাতগুলোর মধ্যে শ্রম অভিবাসন সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত (৭৭%); এর পরেই রয়েছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (৭৫.৮%) এবং ভূমি প্রশাসন (৫৯%)। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হলো বিচারিক সেবা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের খানাগুলো জরিপকৃত সেবা খাতে বছরে প্রায় ২১,৯৫৫.৬ কোটি টাকা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে, যা ২০১১-১২ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের ১৩.৬% এবং জিডিপি'র ২.৪% (আকরাম এবং অনেকে ২০১০)।

বিশ্বব্যাংকের একটি হিসাবে দেখা যায়, বাংলাদেশ যদি সর্বোচ্চ সততা সমৃদ্ধ দেশের ন্যায় দুর্নীতি কমাতে পারতো তবে এর বার্ষিক জনপ্রতি জিডিপিতে আরো ২.১% থেকে ২.৯% বেশি অর্জিত হতো। দুর্নীতির এই ক্ষতিকর প্রভাব উপলব্ধি করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং সরকার নানা কৌশল ও নীতি গ্রহণ করেছে।

১.৩ দুর্নীতিবিরোধী রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক উদ্যোগ

২০০৪ সালে দুর্নীতি দমন ব্যুরোকে অবলুপ্ত করে একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন[২] গঠিত হলেও বাস্তবে এই সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানটিকে রাজনৈতিক সরকার কখনই স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে দেয়নি। তাইতো দুদক প্রতিষ্ঠায় দেশে ও আন্তর্জাতিক মহলে সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণের যে সদিচ্ছা প্রকাশ পেয়েছিল তা অনেকটা প্রশ্নের মুখে পড়ে। দেশে দুর্নীতির বিস্তার রোধে ২০০৭-২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, দুদককে আইনী ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে শক্তিশালী করা এবং জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়া[৩]। এই সনদে দুর্নীতি নির্মূলের জন্য 'ফৌজদারী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে দুর্নীতির প্রতিকার ছাড়াও দুর্নীতির ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণকে' সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দুর্নীতি রোধে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের সাথে সাথে রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইজতেহারেও দুর্নীতিবিরোধী অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়।

২০০৮ সালে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ইশতেহারের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকারের মধ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের প্রকৃত স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে দুর্নীতি দমন কমিশনকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করা, নির্বাচন কমিশন এবং নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কার, জাতীয় সংসদকে কার্যকর করা, দলীয়করণমুক্ত অরাজনৈতিক গণমুখী প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রতিষ্ঠা, এবং তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা ছিল উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও ক্ষমতাধর ও তাদের পরিবারের সম্পদের হিসাব ও আয়ের উৎস প্রতিবছর জনসমক্ষে প্রকাশ, সুনির্দিষ্ট বিষয় ছাড়া সংসদ সদস্যদের ভিন্নমত প্রকাশের অধিকার দেওয়া, এবং স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন গঠন ও ন্যায়পাল নিয়োগের অঙ্গীকার করা হয়। এই ইশতেহারে দেশের সংকটমোচন ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে আওয়ামী লীগের রূপকল্প (রূপকল্প ২০২১) তুলে ধরা হয় যেখানে সুশাসনের জন্য আইনের শাসন ও দলীয়করণ প্রতিরোধ[৪] এবং দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন[৫] করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রধানমন্ত্রী, বেশ কয়েকজন মন্ত্রী, সংসদ সদস্য এবং শীর্ষ পর্যায়ের নেতারা নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লিখিত এই সকল অঙ্গীকার বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।[৬]

অন্যদিকে, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে সরকারের জবাবদিহিতা বৃদ্ধির কথা বলে। ইশতেহারে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে দুর্নীতি দমন কমিশনকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করার অঙ্গীকার করা হয়। সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচিত প্রতিনিধির সম্পদের বিবরণী প্রকাশ করা হবে বলে অঙ্গীকার করা হয়। জাতীয় সংসদকে কার্যকর করতে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিরোধী দলের সাথে আলোচনা, স্থায়ী কমিটিগুলো দ্বিতীয় অধিবেশনের মধ্যে গঠন, এবং বিরোধী দলের সদস্যদের স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ, এর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, এবং সব ধরনের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত রাখা হবে বলে অঙ্গীকার করা হয়।

---

[২] দুর্নীতি দমন ব্যুরোর অভ্যন্তরীণ সুশাসনের সমস্যা চিহ্নিত করে টিআইবি ২০০১ সালে একটি তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করে এবং হংকংয়ের ইন্টারন্যাশনাল কমিশন এগেইন্সট করাপশন (আইসিএসি) এর আদলে একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশনের মডেল তৈরি করে তার সপক্ষে নীতিগত প্রচারণা চালায়। এর নীতিগত সাফল্য হিসেবে ২০০৪ সালে দুর্নীতি দমন কমিশন গঠিত হয়।

[৩] এই সনদে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি এবং পরবর্তীতে এর সফল বাস্তবায়নের জন্য টিআইবি ২০০৪ থেকে বিভিন্ন প্রচারণা ও গবেষণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সনদে অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রথম দাবি উত্থাপিত হয় ৯ ডিসেম্বর ২০০৪ সালে টিআইবি আয়োজিত 'ইউএন কনভেনশন এগেইনস্ট করাপশন: দ্য ইন্টারন্যশনাল ইন্সট্রুমেন্ট ইন ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট' শীর্ষক একটি অ্যাডভোকেসি সেমিনারে। এছাড়া টিআইবি ২০০৪ সালের ৯ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস উদযাপন উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদে স্বাক্ষরের সমর্থনে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান পরিচালনা এবং জাতীয় পর্যায়ে জনমত গঠনের মাধ্যমে সরকারকে সনদে স্বাক্ষর প্রদানের জোর দাবি জানায়। বিস্তারিত জানতে দেখুন, http://www.ti-bangladesh.org/oldweb/Documents/IACDpap-ED-Eng.pdf

[৪] আইনের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশে মানবাধিকার সংরক্ষণ করা হবে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত, রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনকে দলীয়করণ মুক্ত করা হবে। নিয়োগ ও পদোন্নতির ভিত্তি হবে মেধা, দক্ষতা, জ্যেষ্ঠতা, সততা এবং দলীয় পরিচয়ের উর্ধ্বে প্রজাতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে প্রশাসনকে ব্যবহার বন্ধ নিশ্চিত করা হবে।

[৫] স্বাধীন ও শক্তিশালী দুর্নীতিদমন কমিশনসহ দুর্নীতি দমনে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে আরো কার্যকর করে গড়ে তোলা হবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়ার পাশাপাশি সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে। নাগরিক অধিকার সনদ রচনা, তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা এবং সরকারি দলিল দস্তাবেজ কম্পিউটারায়ন এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রায়ন, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে দুর্নীতির পথগুলো সম্ভাব্য সকল উপায়ে বন্ধ করা হবে।

[৬] ২০০৯ সালের আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুর্নীতির বিরুদ্ধে তার সরকারের কঠোর অবস্থানের বিষয়টি পুনরায় তুলে ধরেন (ডেইলি স্টার, ১০ ডিসেম্বর, ২০০৯); দোহায় জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার সময় আইনমন্ত্রী সনদের সদস্য দেশ হিসেবে বাংলাদেশ দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে নাগরিক সমাজসহ সংশ্লিষ্ট সবার অংশগ্রহণ সমর্থন করে বলে উল্লেখ করেন (দৈনিক প্রথম আলো, ১১ নভেম্বর ২০০৯)।

২০০৯ সালে ক্ষমতায় আরোহণ করে আওয়ামী লীগ-নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বহুবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সরকার দুর্নীতি দমনে যে সমস্ত আইন প্রণয়ন করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, 'সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯', 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯', 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯', 'সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯', 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯', 'চার্টার্ড সেক্রেটারিজ আইন, ২০১০', 'জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১', 'মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২', 'মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২', 'প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২', ইত্যাদি। এছাড়াও 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত 'বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১' দুর্নীতি দমনের উদ্যোগকে একটি আন্দোলন হিসেবে অভিহিত করে সরকারি কাজে 'জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা', 'স্বচ্ছ সংগ্রহ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা', 'নৈতিকতা ও মূল্যবোধের উন্নয়ন সাধন', 'কার্যকর ন্যায়পাল' প্রতিষ্ঠা এবং 'আইনশৃঙ্খলা' পদ্ধতির উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় 'দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে' দুর্নীতিকে উন্নয়নের একটি প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং এর প্রতিকারমূলক উদ্যোগের বিষয় বিবেচনা করা হয়েছিল। চলমান ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১১-২০১৫) সুশাসন ও দুর্নীতি দমনকে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। দলিলটিতে 'দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ' শিরোনামের উপ-অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "সরকার দুর্নীতি সুরাহা করার গুরুত্ব স্বীকার করে এবং অধিকতর হারে 'ই-গভর্নেন্স' যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে, 'সিটিজেন চার্টার' প্রণয়ন করে নাগরিকগণের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটিয়ে, সরকারের কর্মকাণ্ডকে অধিকতর স্বচ্ছ ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করে এবং তাদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার প্রদানের পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করে দুর্নীতির সুযোগ হ্রাস করার লক্ষ্যে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।" সরকার স্বীকার করে যে, গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মৌলিক সংস্কার, রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সক্ষমতার উন্নয়ন এবং শক্তিশালী দুর্নীতিবিরোধী কৌশল ছাড়া 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না এবং পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্নিহিত লক্ষ্য অর্জিত হবে না।[৭] আর এই লক্ষ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

১.৪ শুদ্ধাচারের ধারণা ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে শুদ্ধাচার বলতে সাধারণভাবে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ বোঝায়। এর দ্বারা একটি সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদণ্ড, নীতি ও প্রথার প্রতি আনুগত্যও বোঝানো হয়। ব্যক্তিপর্যায়ে এর অর্থ হল কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততা, তথা চরিত্রনিষ্ঠা। প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তি পর্যায়ে শুদ্ধাচার অনুশীলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রীয় আইনকানুন ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মনীতি ও দর্শন এমনভাবে প্রণীত ও অনুসৃত হওয়া প্রয়োজন যাতে এগুলি শুদ্ধাচারী জীবন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়।[৮] প্রায় একই রূপ সংজ্ঞায়ন করা হয় মালয়েশিয়ার জাতীয় শুদ্ধাচার পরিকল্পনায় (ন্যাশনাল ইন্টিগ্রিটি প্ল্যান)। শুদ্ধাচার হলো সর্বোচ্চ উৎকর্ষতার প্রকাশ যা পূর্ণাঙ্গ ও অবিচ্ছেদ্যভাবে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানে দেখা যায়। এই পরিকল্পনায় ব্যক্তি, সরকারি কর্মকর্তা এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য শুদ্ধাচারের পৃথক সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।[৯]

- ব্যক্তিজীবনে শুদ্ধাচার হলো ব্যক্তির কথা ও কাজের মধ্যে সাদৃশ্য। নৈতিক নীতিমালা এবং আইন-কানুন অনুসারে ব্যক্তি দ্রুততা, সঠিকতা ও গুণগতমান বজায় রেখে অর্পিত কাজ সম্পাদন করবে যা কোনোভাবে ব্যক্তিস্বার্থের বিরুদ্ধে যাবে না।
- সরকারি কর্মকর্তাদের শুদ্ধাচার হলো জনস্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও বিশ্বাসের সর্বদা প্রতিপালন। ব্যক্তিস্বার্থ, বা পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনদের স্বার্থে তারা ক্ষমতার অপব্যবহার করবে না। যদি কোথাও স্বার্থগত দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র তৈরি হয়, সেখানে অবশ্যই ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে জনস্বার্থকে অগ্রাধিকার দিবে। সরকারি কর্মকর্তাদের অবশ্যই স্বচ্ছ ও আন্তরিক হতে হবে এবং ঊর্ধ্বতন, অধস্তন ও সেবাগ্রহীতাদের নিকট জবাবদিহি করতে হবে।
- প্রতিষ্ঠানের শুদ্ধাচার হলো নৈতিক আচরণবিধি, সেবাগ্রহীতাদের সনদ এবং কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং সফল অনুশীলনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণতা। প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা নৈতিক আচরণবিধি সর্বতোভাবে গ্রহণ ও প্রতিপালন করবে যতক্ষণ পর্যন্ত না এটা প্রতিষ্ঠানের সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত না হয়।

শুদ্ধাচারের সাথে জড়িয়ে রয়েছে রাষ্ট্র ও সমাজের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, সংবিধান, প্রতিষ্ঠান, আইন-কানুন ও তার প্রকৃত বাস্তবায়ন। শুধুমাত্র একটি পক্ষ তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব কার্যকরভাবে পালন করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্যান্য সকল পক্ষ তাকে সহায়তা করবে। পরিবারে একটি শিশু সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় বেড়ে ওঠার সাথে সাথে সে তার পরিবারের সদস্য এবং সমাজের শিক্ষা, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত শুদ্ধাচারের সাথে পরিচিত হয়। পরবর্তীতে তাদের মধ্যে থেকেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব তৈরি হয়। আবার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বও সমাজে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় নতুন মানদণ্ড তৈরি করে।

[৭] দুর্নীতিবিরোধী আইনী ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, দুর্নীতি রোধে সরকারের নীতিগত ও কৌশলগত অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন, 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল', 'রূপকল্প ২০২১', 'বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১' এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১১-২০১৫)।

[৮] বিস্তারিত জানতে দেখুন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়)

[৯] বিস্তারিত জানতে দেখুন, মালয়েশিয়ার ন্যাশনাল ইন্টিগ্রিটি প্ল্যান, পৃষ্টা ২২।

সুতরাং শুদ্ধাচারের আলোচনায় ব্যক্তিজীবন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উভয়কেই সমানভাবে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এটিকে শুধুমাত্র দুর্নীতি রোধের একটি উপায় হিসেবে বিবেচনা না করে মানুষের মূল্যবোধ, সততা, নৈতিকতা, ব্যক্তি উৎকর্ষতার বৃহৎ ক্যানভাসে বিবেচনা করা যার ধারাবাহিক অনুশীলনে সমাজ ও প্রতিষ্ঠানে শুধুমাত্র দুর্নীতি উৎপাটিত হবে না, বরং সমাজে ও রাষ্ট্রযন্ত্রে একটি ন্যায়পরায়ণতাভিত্তিক ব্যবস্থা তৈরি হবে যেখানে মানুষ ও প্রতিষ্ঠান সততা ও নৈতিকতার চর্চা করবে এবং প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষিত হবে।

শুদ্ধাচারের এই তাত্ত্বিক ধারণাটিকে বোধগম্য ও অর্জনযোগ্য করার প্রয়াস হলো একটি শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করা। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল হলো রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রণীত মেয়াদভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন। এর সাথে জড়িয়ে আছে রাষ্ট্র ও সমাজের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, সংবিধান ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মনীতি ও দর্শন প্রণয়ন ও অনুসরণ। সুতরাং শুধুমাত্র দুর্নীতির উৎপাটন নয়, বরং সমাজে ও রাষ্ট্রযন্ত্রে একটি ন্যায়পরায়ণতাভিত্তিক ব্যবস্থা তৈরি করার প্রত্যাশায় ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণীত হয়। কিন্তু কোন সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অবস্থার প্রেক্ষিতে এরূপ উদ্যোগ নেওয়া হলো তা এখানে তুলে ধরা হলো।

১.৫ শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়নের যৌক্তিক ভিত্তি[১০]

- দুর্নীতি রোধে ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের সংবিধান, আইনকানুন এবং প্রথা-পদ্ধতি তত্ত্বগতভাবে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু বাস্তবে সুষ্ঠু প্রয়োগ এবং সমন্বয়ের অভাবে এগুলির মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাচ্ছে না। এছাড়া সরকারি ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দুর্নীতির সুযোগও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রেক্ষিতে সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম জোরদার করার উদ্দেশ্যে শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে।
- দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন বাস্তবায়নে সরকারের জোরালো অবস্থানের প্রমাণ পাওয়া যায় দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, রূপকল্প ২০২১ এবং বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১-এ। এই সকল গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনাগুলোকে সমন্বিত করতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে।
- সরকারি কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার দ্রুতায়িত করার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে যার গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে প্রতিফলিত হওয়া প্রয়োজন।
- জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ বাস্তবায়নে সদস্যভুক্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের একটি হলো শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন।

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে অর্ন্তভুক্ত প্রতিষ্ঠান

শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য রাষ্ট্র, বেসরকারি ব্যবসা খাত ও সুশীল সমাজের যেরূপ ভূমিকা রয়েছে তেমনি ব্যক্তি জীবনে মানুষের নৈতিকতা শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এই বিচারে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে নিম্নলিখিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করে তার সুশাসন ব্যবস্থায় চ্যালেঞ্জ, তা হতে উত্তরণে বিভিন্ন মেয়াদী সুপারিশ এবং তা বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

১.৬.১ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান

ক) নির্বাহী বিভাগ ও জনপ্রশাসন
খ) জাতীয় সংসদ
গ) বিচার বিভাগ
ঘ) নির্বাচন কমিশন
ঙ) অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়
চ) সরকারি কর্ম-কমিশন
ছ) মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়
জ) ন্যায়পাল
ঝ) দুর্নীতি দমন কমিশন
ঞ) স্থানীয় সরকার

---

[১০] শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়নের যৌক্তিক ভিত্তি হিসেবে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল-এ উল্লিখিত চারটি যুক্তি সংক্ষেপিত আকারে এখানে তুলে ধরা হলো।

১.৬.২ অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান

ক) রাজনৈতিক দল
খ) বেসরকারি খাতের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান
গ) এনজিও ও সুশীল সমাজ
ঘ) পরিবার
ঙ) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
চ) গণমাধ্যম

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের রূপকল্প: সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের অভিলক্ষ্য: রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা

১.৭ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন প্রক্রিয়া

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২ সালের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হলেও এটা প্রণয়নের প্রক্রিয়া শুরু হয় ২০০৭ সালে। সেসময় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গুড গভর্নেন্স প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা প্রদান করতো। এই প্রকল্পের অধীনে সরকারের প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে একটি জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এডিবি একটি নীতি নির্ধারণী চাপ দিয়ে আসছিল যাকে ডলোউইচ ও মার্স মডেল (ডলোউইচ ও মার্স ২০০০) অনুসারে 'কোআরসিভ পলিসি ট্রান্সফার' বলা হয়[১১]। এডিবি কৌশলপত্র প্রণয়নে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে কারিগরি সহায়তার জন্য ইন্সটিটিউট অব গভর্নেন্স স্টাডিজ (আইজিএস)-কে নিযুক্ত করে।

আইজিএস নাগরিক-কেন্দ্রিক জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়নের জন্য মোট ৬১টি পরামর্শ সভার (বিস্তারিত জানতে দেখুন পরিশিষ্ট ক) আয়োজন করে। নিম্নে এসকল সভার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হলো:

সারণি ১: পরামর্শ সভার ধরন ও অংশগ্রহণকারী

আলোচনার ধরন ও স্থান	প্রধান অংশগ্রহণকারী	সংখ্যা
জাতীয় পর্যায়		
ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন (এফজিডি)	গণমাধ্যম, শিক্ষক, অর্থনীতিবিদ, গবেষক, রাজনীতিবিদ, আইনজীবী, আমলা	৫
এপেক্স বডি মিটিং	এপেক্স বডির সদস্য	২
সভা	রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সরকারি কর্মকর্তা	৭
বিভাগীয় পর্যায়		
পরামর্শ সভা	সরকারি কর্মকর্তা ও সুশীল সমাজ	৫
জেলা পর্যায়		
পরামর্শ সভা	সরকারি কর্মকর্তা ও সুশীল সমাজ	১৯
উপজেলা পর্যায়		
পরামর্শ সভা	সরকারি কর্মকর্তা ও সুশীল সমাজ	১০
ইউনিয়ন পর্যায়		
পরামর্শসভা	সরকারি কর্মকর্তা ও সুশীল সমাজ	১৩

প্রায় সকল ধরনের অংশীজনের সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে সভার এবং সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র ও প্রতিবেদন পর্যালোচনা করার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে একটি খসড়া জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করে আইজিএস সংসদ সদস্য এবং সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের নীতিনির্ধারকদের সাথে দফায় দফায় সভা করে এটি চূড়ান্তকরণের চেষ্টা চালায়। এরই ফল হিসেবে ২০০৯ সালের আগস্ট মাসে

[১১] আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ যেমন, ওইসিডি, জি-৭, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এবং জাতিসংঘ ও এর অঙ্গ সংগঠন বিশ্বব্যাপী ধারণা, কর্মসূচি এবং আইনকানুন প্রচারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। এই সকল প্রতিষ্ঠান তাদের নীতি এবং ঋণের শর্ত অনুসারে নীতিনির্ধারকদের সরাসরি প্রভাবিত করে। এছাড়া তারা সম্মেলন ও প্রতিবেদনের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে তাদের তথ্য ও নীতি প্রচার করে। উপরন্তু, আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাদের মতবাদ, ধারণা ও তথ্য প্রচারের ক্ষমতা থাকায় গোলীয় সরকারি নীতিনির্ধারণীতে তাদের প্রভাব বাড়ছে।

সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ একটি ‘ন্যাশনাল ইন্টিগ্রিটি স্ট্র্যাটেজি’[১২] প্রকাশ করে। এরপর ইআরডি-র সাবেক সচিব আমিনুল ইসলাম ভুঁইয়া কনসালটেন্ট হিসেবে নিযুক্ত হন এবং এই কৌশলপত্রটি চূড়ান্ত করতে কারিগরি সহায়তা প্রদান করেন। পরিশেষে জনমত যাচাইয়ের জন্য খসড়া কৌশলপত্রটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত করা হয়েছিল এবং তাতে প্রাপ্ত মতামত সংগ্রহ করা হয় এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের লিখিত মতামতও গ্রহণ করা হয়। এই সুদীর্ঘ প্রক্রিয়া শেষে কৌশলপত্রটি চূড়ান্ত হয়ে প্রকাশিত হয় ২০১২ সালের অক্টোবর মাসে।

১.৮ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পর্যালোচনার উদ্দেশ্য

- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের যৌক্তিক ভিত্তিতে দেখা যায়, বাংলাদেশে দুর্নীতির ব্যাপকতা এবং তার প্রভাব স্পষ্ট করে তুলে বিদ্যমান সকল প্রতিষ্ঠান ও আইনকানুনের দুর্বলতা, সমন্বয়হীনতা এবং দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণকে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল শুধুমাত্র দুর্নীতি রোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে তা নয়, বরং ব্যক্তিজীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানসমূহে একটি সততা ও নৈতিকতা বলয় তৈরি করবে যেখানে দুর্নীতি, অনিয়ম বা অব্যবস্থাপনার সুযোগ থাকবে না। কিন্তু এই বৃহৎ লক্ষ্য অর্জনে প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রটি প্রস্তাবিত উদ্দেশ্য অনুযায়ী কতখানি পরিপূর্ণ এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কতখানি যথার্থ তা পর্যালোচনা করা।
- এই কৌশলপত্রে রয়েছে ১০টি রাষ্ট্রীয় এবং ৬টি অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের রয়েছে নিজস্ব কর্মপরিধি, নিয়মকানুন, ক্ষমতাকাঠামো এবং বাস্তবায়ন পদ্ধতি। এই বৈচিত্রতা বিবেচনায় আনতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মতামত বিবেচনায় আনা হয়েছে কিনা, কৌশলপত্রে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের চ্যালেঞ্জ, সুপারিশ ও কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অংশীজনরা কতটুকু অবহিত এবং কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে তারা কতটুকু প্রস্তুত তা বিশ্লেষণ করা।
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলটি চূড়ান্ত হওয়ার পর প্রায় দেড় বছর অতিবাহিত হয়েছে। এই কৌশলপত্রে রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিকল্পনায় রয়েছে স্বল্পমেয়াদী কার্যক্রম, যা এক বছর মেয়াদে সম্পন্ন করার নির্দেশনা রয়েছে। সুতরাং এই সময়কালে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ কতটুকু অর্জন করেছে এবং কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে তারা কী কী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে তা চিহ্নিত করা।
- এই কৌশলটিকে একটি বিকাশমান দলিল হিসেবে পরিগণিত করা হয়েছে। সুতরাং একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর এর পরিবর্তন, সংযোজন বা সংশোধন করে একটি সুসংগঠিত, যুক্তিগ্রাহ্য, বাস্তবায়নযোগ্য এবং সুসমন্বিত দলিল প্রণয়নের সুযোগ রয়েছে। তাই কৌশলপত্রটি বাস্তবায়নের শুরুতেই এর ঘাটতি চিহ্নিত করে এবং বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ বিশ্লেষণ করে সুপারিশ করা।

১.৯ গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণাটি গুণবাচক তথ্য নির্ভর। পরোক্ষ তথ্যের প্রধান উৎসগুলো হলো, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র, সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা দলিল, প্রধান রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইজতেহার, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের ওপর একটি স্বতন্ত্র পর্যালোচনা, সততা ও নৈতিকতা ব্যবস্থা সম্পর্কিত অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওপর প্রণীত টিআইবি'র গবেষণা প্রতিবেদন পর্যালোচনা। আর প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে মুখ্য তথ্যদাতা। এই কৌশলপত্রটি প্রণয়নের সাথে যুক্ত অংশীজন, এবং কৌশলপত্রে উল্লিখিত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের ফোকাল পয়েন্ট এবং জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন অনুবিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রতিবেদনের খসড়ার ওপর একটি মতবিনিময় সভার মাধ্যমে জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিটের কর্মকর্তাদের ফিডব্যাক নেওয়া হয়। এছাড়া তাঁরা একটি লিখিত ফিডব্যাক দেন (পরিশিষ্ট খ দেখুন)। তাঁদের মতামত, পরামর্শ ও তথ্য সরবরাহ গবেষণা প্রতিবেদনের গুণগত মান বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। এই গবেষণার সময়কাল হলো জানুয়ারি-মে ২০১৪।

১.১০ গবেষণার পরিধি

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মপরিকল্পনায় অগ্রগতি চিহ্নিত করা, কৌশলপত্রের সবল দিক ও ঘাটতি বিশ্লেষণ করা এবং কৌশল বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ উদঘাটন করা।

---

[১২] আইজিএস-এর একজন মুখ্যতথ্যদাতার নিকট থেকে জানা যায়, আইজিএস ‘ন্যাশনাল ইন্টিগ্রিটি স্ট্র্যাটেজি’ এর বঙ্গানুবাদ করে 'জাতীয় সততা ও নৈতিকতা কৌশল'। কিন্তু সরকারিভাবে প্রকাশিত এই দলিলে যেহেতু বঙ্গানুবাদন হিসেবে ‘জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল’ উল্লেখ করা হয়েছে। তাই সকল ক্ষেত্রে এই বঙ্গানুবাদটিকেই ব্যবহার করা হয়েছে।

২. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন কাঠামো ও সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ

মূলত নির্বাহী বিভাগের আওতাধীন জনপ্রশাসনের মাধ্যমেই এই শুদ্ধাচার কৌশলটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। কৌশলটিতে রাষ্ট্রের অন্য দুটি অঙ্গ - বিচার বিভাগ এবং আইনসভা এবং সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের জন্য কর্মসূচি প্রস্তাব করা হয়েছে। শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার উচ্চ গুরুত্ব বিবেচনা করে এসব প্রতিষ্ঠান স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে চিহ্নিত পথরেখা অনুসরণে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে বলে প্রত্যাশা করা হয়। কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন এসব প্রতিষ্ঠানকে কারিগরি সহায়তা দেবে এবং সম্পদ সরবরাহ করবে। সুশীল সমাজ এবং শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও জনপ্রশাসন সহায়তা দিবে এবং তাদের কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করবে।

শুদ্ধাচার কৌশলটি বাস্তবায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদের সদস্য, আইনপ্রণেতা, সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব, এনজিও ও সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম এবং ব্যক্তিখাতের শিল্প ও বাণিজ্যিক-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি 'জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদ' গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির বছরে দু'বার সভা করার কথা বলা থাকলেও ইতোমধ্যে একবার মিটিং (২৮ মার্চ ২০১৩) করেছে যেখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

- প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগে/প্রতিষ্ঠানে নৈতিকতা কমিটি গঠন এবং তাদের কার্যপরিধি নির্ধারণ করা;
- সুশীল সমাজ, বেসরকারি সংস্থা এবং লাভজনক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের শুদ্ধাচার সম্পর্কিত কার্যাবলী পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণের সূচক ও ক্ষেত্র তৈরি করা;
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা;
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের মূল বার্তা জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালানো;
- একটি নির্বাহী কমিটির মাধ্যমে জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পরিবীক্ষণ করা।

এই উপদেষ্টা পরিষদ শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে তিনটি অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম চিহ্নিত করে:
- অ্যাটর্নি সার্ভিস অ্যাক্ট-এর খসড়াকরণ, অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন;
- ন্যায়পাল নিয়োগ এবং তার কার্যালয় প্রতিষ্ঠা;
- সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগের জন্য আইন/বিধিমালা/নির্দেশনা প্রণয়ন।

উক্ত পরিষদের সুপারিশ অনুসারে ইতোমধ্যে অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি নির্বাহী কমিটি গঠিত হয়েছে যারা ইতিমধ্যে একটি সভা করেছে। এছাড়া মন্ত্রিপরিষদের সচিবের তত্ত্বাবধানে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসনিক ও বাস্তবায়ন অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে 'জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট' গঠিত হয়েছে। এই ইউনিট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানসমূহে নৈতিকতা কমিটি গঠনের জন্য চিঠি প্রেরণ করেছে। এর আলোকে অনেকেই নৈতিকতা কমিটি গঠন করেছে এবং কমিটির একজন কর্মকর্তাকে 'ফোকাল পয়েন্ট' হিসেবে মনোনীত করেছে। তবে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে 'শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট' প্রতিষ্ঠার কথা বলা হলেও তা অনেক প্রতিষ্ঠানে এখনও গঠিত হয় নি।

কৌশলপত্র বাস্তবায়নে আরো কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যেমন, জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট কর্তৃক মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্টদের নিয়ে তিন পর্যায়ে আটটি কর্মশালা, মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি মতবিনিময় সভা, তথ্য মন্ত্রণালয় ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় যথাক্রমে গণমাধ্যম ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের নিয়ে দুটি মতবিনিময় সভা, জেলা পর্যায়ে একটি মতবিনিময় সভা এবং বিভাগীয় কমিশনার ও কোনো কোনো জেলা প্রশাসক কর্তৃক স্থানীয় পর্যায়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত। এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নানাবিধ নির্দেশনা, পরামর্শ ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে এবং সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব উপলব্ধি ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

আরো উল্লেখ করা যায়, জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় আইনী সংস্কারের উদ্যোগ, তথ্য অধিকার, ভূমি ব্যবস্থাপনা ও খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধ সংক্রান্ত তিনটি উপ-কমিটি গঠন, কৌশলপত্র বাস্তবায়নে প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ইউনিটের জনবল বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ এবং শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সম্পৃক্তকরণ, শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ও সুশাসন পরিস্থিতি পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে একটি গবেষণা সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, সরকারি দপ্তরের সেবার মানোন্নয়ন এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় সেবাপ্রদান ও অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত একটি

নির্দেশিকা প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং ই-সেবা কার্যক্রম চালুর উদ্যোগ নিয়েছে।

এনজিও ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের বিষয় তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণের জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর উদ্যোগে এনজিও প্রতিনিধিদের সাথে সভার মাধ্যমে এনজিও খাত সম্পর্কিত বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের পথে বেশ কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। ইতিমধ্যে কর্মপরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন করে তা জনসাধারণের মতামতের জন্য ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত করা হয়েছে। তবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি মতবিনিময় সভা ব্যতীত আর কোনো অগ্রগতি হয় নি।

৩. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন 'জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদ'-এর নির্দেশনা অনুযায়ী 'জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট' মন্ত্রিপরিষদ সচিবের তত্ত্বাবধানে শুদ্ধাচার সম্পর্কিত সকল নীতি-নির্ধারণ, কার্যক্রম-বাস্তবায়ন ও তাদের সমন্বয়, অগ্রগতি মূল্যায়ন এবং নতুন নীতি ও কৌশল প্রণয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় 'ফোকাল পয়েন্ট' হিসেবে কাজ করছে।

এ কৌশলপত্রে উল্লেখ রয়েছে যে মন্ত্রণালয় ও প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে গঠিত ইউনিটসমূহ তাদের কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি জাতীয় বাস্তবায়ন ইউনিটে রিপোর্ট করবে এবং জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট তা সমন্বয় করবে। কিন্তু কিছু প্রতিষ্ঠান এখনও তাদের প্রতিবেদন প্রেরণ করে নি। আবার অনেক প্রতিষ্ঠান তাদের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিটে জমা দিলেও সেগুলোর ওপর ভিত্তি করে তারা কোনো সমন্বিত প্রতিবেদন প্রকাশ করে নি।

এনজিওসমূহে এবং শিল্প ও বণিক প্রতিষ্ঠানসমূহে ফোকাল পয়েন্ট গঠনের জন্য গাইডলাইন তৈরি করতে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিলেও এখনও তা চূড়ান্ত হয় নি। শুধুমাত্র এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এনজিও প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে একটি নৈতিকতা কমিটি গঠন এবং কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে, কিন্তু কবে এই প্রক্রিয়া শেষ হবে তার নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা নির্ধারণ করা হয় নি।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের 'শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ইউনিট' সাংবিধানিক সংস্থাসমূহকে শুদ্ধাচার কৌশল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে 'নৈতিকতা কমিটি' ও 'ফোকাল পয়েন্ট' গঠনে উৎসাহ প্রদান ও প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়ার কথা থাকলেও এখনও 'সুপ্রিম কোর্ট', 'অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়' সহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে সক্রিয় কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নি।

'জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট' শুদ্ধাচার সম্পর্কিত সকল প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও সমন্বয় করে তা জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করবে এবং বাস্তবায়ন ইউনিট জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদের সকল নির্দেশনা ও পরামর্শ মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য ইউনিটকে অবগত করবে এবং তাদের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করবে। কিন্তু এখনও যেহেতু শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে/বিভাগে অবহিতকরণ ও আলোচনা সভা আয়োজন করা হচ্ছে এবং নৈতিকতা কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয় নি এমনকি অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের জন্য এখনও কোনোরূপ পদ্ধতি নির্ধারণ বা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নি, সেহেতু সামগ্রিক অর্থে একটি সমন্বিত ব্যবস্থাপনার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয় নি। তবে এই জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের অগ্রগতি মূল্যায়নে এবং অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চিহ্নিতকরণে তথ্য সংগ্রহ, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও পদ্ধতির উন্নয়নে একটি গবেষণা পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

সরকারি, বেসরকারি খাত ও সুশীল সমাজের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধ এবং শুদ্ধাচার পালন ও তাতে সহায়তাদানের জন্য পুরস্কৃত করতে বার্ষিক পুরস্কার প্রবর্তনের কথা বলা হলেও এখনও তা করা হয় নি।

৪. স্বতন্ত্র পর্যালোচনার প্রধান ফলাফল[১৩]

বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের একটি স্বতন্ত্র পর্যালোচনা করায়। ২০১৩ সালের মে মাসে প্রকাশিত এ প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, কৌশলপত্রে উল্লিখিত ১১৫টি

[১৩] Cabinet Division, Government of the People's Republic of Bangladesh (2009). *National Integrity Strategy*.

কার্যক্রমের (স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী) মধ্যে অর্জিত হয়েছে ৩৯টি, চলমান রয়েছে ৪৯টি এবং অর্জিত হয় নি ২৭টি। এর মধ্যে স্বল্পমেয়াদী কার্যক্রমের মেয়াদ শেষ হওয়ার প্রেক্ষিতে দেখা যায়, ৪০টি স্বল্পমেয়াদী কার্যক্রমের মধ্যে অর্জিত হয়েছে ১৩টি, চলমান রয়েছে ১৮টি এবং অর্জিত হয় নি ৮টি।

সারণি ২: স্বতন্ত্র পর্যালোচনায় প্রাপ্ত কৌশলপত্রে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মপরিকল্পনা অর্জনের চিত্র

প্রতিষ্ঠান	কার্যক্রম সংখ্যা	অর্জিত (সংখ্যা)	চলমান (সংখ্যা)	অর্জিত হয় নি (সংখ্যা)
নির্বাহী বিভাগ ও জনপ্রশাসন	৬	২	৪	-
জাতীয় সংসদ	-	-	-	-
বিচার বিভাগ	৩	১	১	১
নির্বাচন কমিশন	৩	৩	-	-
অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়	২	১	১	
সরকারি কর্ম কমিশন	২	-	-	২
মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক	৩	১	২	
ন্যায়পাল	২	-	১	১
দুর্নীতি দমন কমিশন	৭	২	৩	২
স্থানীয় সরকার	২	১	-	১
রাজনৈতিক দল	১		১	-
বেসরকারি খাতের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান	৩	১	২	-
এনজিও ও সুশীল সমাজ	১	১	-	-
পরিবার	-	-	-	-
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান	-	-	-	-
গণমাধ্যম	৪		৩	১
মোট	৪০	১৩	১৮	৮

তবে স্বতন্ত্র পর্যালোচনার সাথে বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি ভিন্ন হওয়ায় এই অর্জন সংক্রান্ত পরিসংখ্যানের সাথে তুলনামূলক কোনো পরিসংখ্যান দেওয়ার সুযোগ নাই। তবে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে স্বতন্ত্র পর্যালোচনার ফলাফল ও পর্যবেক্ষণের অনুরূপ চিত্র সর্বক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয় না।

৫. প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিশ্লেষণ: রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান

৫.১ নির্বাহী বিভাগ ও জনপ্রশাসন

রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা, স্থানীয় শাসনব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগ ও অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয় এবং মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, সংবিধিবদ্ধ ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং এ সকল প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত বিপুল সংখ্যক সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা নিয়ে নির্বাহী বিভাগ গঠিত। নির্বাহী বিভাগের বেসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়ে গঠিত হয় জনপ্রশাসন। সরকারি কর্মকাণ্ডের একটি বৃহৎ অংশ এই বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে এবং শুদ্ধাচার প্রতিপালনের ক্ষেত্রে এই বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। নির্বাহী বিভাগ ও জনপ্রশাসন সংক্রান্ত কৌশলপত্রে বর্ণিত চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশের সাথে টিআইবি কর্তৃক চিহ্নিত আরো কিছু চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশ এবং কৌশলপত্রের কর্মপরিকল্পনার ওপর পর্যালোচনা নিম্নে সারণিতে (৩, ৪, ৫) উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ৩: নির্বাহী বিভাগ ও জনপ্রশাসনের চ্যালেঞ্জ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে বর্ণিত চ্যালেঞ্জ	টিআইবি কর্তৃক চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ আরো কিছু চ্যালেঞ্জ[১৪]
▪ **সিভিল সার্ভিস আইন প্রণয়ন;** ▪ **উন্নততর দায়বদ্ধতাসহ কর্মসম্পাদনে পাবলিক সার্ভিসের অধিকতর স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ;** ▪ **প্রশাসনিক কর্মপ্রক্রিয়ায় অধিকতর দক্ষতা ও কার্যকরতা**	▪ দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব; ▪ জনপ্রশাসনে রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ; ▪ সরকারি কর্মকাণ্ডে কম্পিউটারায়ন ও ই-গভর্নেন্স চালুতে শ্লথগতি;

[১৪] টিআইবি দুর্নীতিবিরোধী প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনার অংশ হিসেবে রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওপর নানা ধরনের গবেষণা কার্যক্রম যেমন, ডায়াগনস্টিক স্টাডি, তথ্যানুসন্ধানী গবেষণা, জাতীয় খানা জরিপ, রিপোর্ট কার্ড জরিপ, পার্লামেন্টওয়াচ পরিচালনা করে। এ সকল গবেষণায় অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও যাচাইকৃত তথ্যসমৃদ্ধ ফলাফল উঠে যায়, যা সকল মহলে আলোচিত ও গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে। এই সকল গবেষণার অভিজ্ঞতা থেকে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের চ্যালেঞ্জের সাথে আরো নতুন কিছু চ্যালেঞ্জ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে - যা ক্ষেত্রবিশেষে বাদ পরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জের ঘাটতি পূরণ করবে।

আনয়ন; ▪ নির্বাহী বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতি, বদলি ও প্রণোদনামূলক পারিতোষিকের সঙ্গে সম্পাদিত কর্ম-মূল্যায়নের সংযোগ সাধন; ▪ অন্যান্য খাতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিযোগিতামূলক বেতন ও সুবিধা-কাঠামো প্রতিষ্ঠা; ▪ বিভিন্ন ক্যাডারের মধ্যে সুযোগের অধিকতর সামঞ্জস্য বিধান করে পাবলিক সার্ভিসের সামগ্রিক সংস্কার সাধন; ▪ সুস্পষ্টভাবে বিধৃত প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাবলি (যেমন আইন প্রয়োগ ও তদন্ত) নিশ্চিত করে অধিকতর নাগরিকবান্ধব আইনশৃঙ্খলা বাহিনী গড়ে তোলা; ▪ জনপ্রশাসনে (বিশেষত পদোন্নতি, বদলি, বৈদেশিক নিয়োগ, ইত্যাদিতে) দৃষ্টিগ্রাহ্য নিরপেক্ষতা অবলম্বনে অধিকতর মেধাবী ও যোগ্য কর্মকর্তাদের নিয়োগের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।	▪ নির্বাহী বিভাগ ও জনপ্রশাসন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতি ও অনিয়মের সাথে সম্পৃক্ততা;

সারণি ৪: নির্বাহী বিভাগ ও জনপ্রশাসনের জন্য সুপারিশ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে উল্লিখিত সুপারিশ	টিআইবি কর্তৃক প্রস্তাবিত গুরুত্বপূর্ণ আরো কিছু সুপারিশ[১৫]
▪ প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়ে জনপ্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদ-বিবরণী নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট জমাদানের ব্যবস্থা করা; ▪ বেআইনি কাজ ও অসদাচরণ সম্পর্কে তথ্য-প্রদানকারী ব্যক্তিদের সুরক্ষার জন্য 'জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান (সুরক্ষা) আইন' বাস্তবায়ন; ▪ পাবলিক সার্ভিসে গ্রিভেন্স রিড্রেস সিস্টেম-এর আওতায় অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন; ▪ একটি আধুনিক বার্ষিক সম্পাদিত কর্ম-মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং প্রণোদনা ও পারিতোষিক ব্যবস্থার প্রবর্তন; ▪ প্রতি বছর নিয়মিতভাবে শূন্য পদে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ নিশ্চিত করা; ▪ পাবলিক সার্ভিসের দক্ষতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়নের জন্য সিভিল সার্ভিস আইন প্রণয়ন; ▪ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের 'কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা' প্রণয়নের মাধ্যমে একটি দক্ষ, দায়বদ্ধ, যোগ্য ও দ্রুত সাড়াদান- সক্ষম নির্বাহী বিভাগ প্রতিষ্ঠা; ▪ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য কর্মকালীন প্রশিক্ষণ পরিচালনা এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ; ▪ জ্যেষ্ঠতা, কৃতি, জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক পদোন্নতি পদ্ধতি প্রবর্তন; ▪ সরকারি সেবায় কার্যকরতা আনয়ন ও গণমানুষের কাছে তা দ্রুত ও সহজলভ্য করার লক্ষ্যে ই-গভর্নেন্স প্রবর্তন ও তার প্রসার; ▪ সরকারি কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা, কর্মচারীদের জন্য যৌক্তিক বেতন কাঠামো নির্ধারণ ও জীবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে এগুলির সমন্বয় সাধন।	▪ নির্বাহী বিভাগকে দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখতে হবে; ▪ নির্বাহী বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভিন্ন দুর্নীতি ও অনিয়মের সাথে সম্পৃক্ততা রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ▪ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বৈধ আয়-বহির্ভূত সম্পদ অনুসন্ধান করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে; ▪ প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য, উপদেষ্টা, সংসদ সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যদের আর্থিক তথ্য প্রতি বছর নিয়মিতভাবে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে; ▪ সরকারি খাতে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ, রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ, এবং সরকারি কর্মকর্তাদের ওএসডি করে রাখার প্রবণতা থেকে বের হয়ে আসতে হবে; ▪ স্থানীয় সরকার ও জনগণের নিকট জনপ্রশাসনকে অধিকতর দায়বদ্ধ করতে হবে; ▪ জনপ্রশাসনের মধ্যে অধিকতর সেবাধর্মী মনোভাব ও আচরণ তৈরিতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে; ▪ জনপ্রশাসনের অধীন সকল বিভাগ/অনুবিভাগের জন্য নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন করতে হবে।

[১৫] টিআইবি প্রণীত প্রতিটি গবেষণা প্রতিবেদনে প্রতিষ্ঠানের সমস্যা বিশ্লেষণ করে তা হতে উত্তরণে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান করা হয় এবং সেই সকল সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে নীতিনির্ধারণী ও মাঠপর্যায়ে প্রচারণা চালানো হয়। তাই জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সুপারিশের সাথে টিআইবি'র সুপারিশকৃত বিষয়গুলো এখানে অন্তভুক্ত করা হয়েছে - যা ক্ষেত্রবিশেষে বাদ পরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশের ঘাটতি পূরণ করবে।

সারণি ৫: নির্বাহী বিভাগ ও জনপ্রশাসনের কর্মপরিকল্পনার ওপর পর্যবেক্ষণ

কর্মপরিকল্পনা	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	পর্যবেক্ষণ
সিভিল সার্ভিস আইন প্রণয়ন	সিভিল সার্ভিস আইন প্রণীত	মধ্যমেয়াদে	▪ সিভিল সার্ভিস আইনের খসড়া প্রণীত হলেও মন্ত্রিপরিষদের অনুমোদন পায়নি
'কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা' প্রণয়ন	কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণীত ও অনুসৃত; পদোন্নতিতে স্বচ্ছতা ও যৌক্তিক নীতিমালা অনুসৃত	মধ্যমেয়াদে	▪ সিভিল সার্ভিস আইন প্রণীত না হওয়ার কারণে এটির কোনো অগ্রগতি নাই
অংশগ্রহণমূলক সম্পাদিত কর্ম-মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রবর্তন	নতুনভাবে গৃহীত মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসৃত	স্বল্পমেয়াদে	▪ অংশগ্রহণমূলক সম্পাদিত কর্ম-মূল্যায়ন পদ্ধতির খসড়ার ওপর একটি পাইলট হলেও এখনও তা চূড়ান্ত হয় নি
বিধানানুসারে আয় ও সম্পদের বিবরণ নিয়মিতভাবে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের কাছে জমাদান	জমাকৃত বিবরণী-প্রতিবেদন	স্বল্পমেয়াদে	▪ ২০০৮ সাল থেকে নিয়ম করা হয়েছে যে, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা প্রতি পাঁচ বছরে একবার তাদের আয় ও সম্পদের বিবরণ জমা দেবে, কিন্তু এটি পালন করা হয় না। সরকারি কমকর্তাদের আয় করযোগ্য হওয়ায় তারা প্রতিবছর আয়কর বিবরণী জমা দেন। তাই তারা পৃথকভাবে আয় ও সম্পদের বিবরণ দিতে চান না। অন্যদিকে, কর্মকর্তারা যেহেতু দেন না, তাই তারা এটিকে বৈষম্যমূলক মনে করে তারাও দেন না। ফলে এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের কোনো অগ্রগতি নাই।
সরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারীদের জন্য উন্নততর বেতন ও সুবিধাদি প্রদান	স্থায়ী বেতন ও সার্ভিস কমিশন প্রতিষ্ঠিত	দীর্ঘমেয়াদে	▪ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য উন্নততর বেতন ও সুবিধা প্রদানে উদ্যোগ থাকলেও স্থায়ী বেতন কমিশন গঠিত হয় নি
ই-গভর্নেন্স প্রবর্তনের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা	ক) সকল মন্ত্রণালয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রচলন এবং ব্যবহার; (খ) ই-গভর্নেন্স-এর মাধ্যমে লব্ধ সরকারি সেবার সংখ্যা ও মান বৃদ্ধি	স্বল্পমেয়াদে	▪ সরকারের সকল পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বিশেষত ওয়েবসাইট প্রবর্তনের উদ্যোগ রয়েছে। এরই অংশ হিসেবে ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে যেখানে প্রায় ২৫,০০০ ওয়েবসাইট একই ফ্রেমওয়ার্কে কাজ করবে এবং হালনাগাদকৃত সরকারি তথ্য প্রদান করবে। ▪ ন্যাশনাল ই-সার্ভিস সিস্টেম চালু হয়েছে। ▪ সরকারের সকল পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তির বিশেষত ওয়েবসাইট প্রবর্তনের উদ্যোগ থাকলেও তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে সরকারি কার্যালয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয় নি
অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন	সরকারি দপ্তরসমূহে অভিযোগ ব্যবস্থাপনার জন্য 'ফোকাল পয়েন্ট' নির্ধারিত এবং জনসাধারণ সে সম্পর্কে অবহিত	স্বল্পমেয়াদে	▪ সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে অভিযোগ গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান। ▪ আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর একটি প্রক্রিয়া বিবেচনাধীন রয়েছে। ▪ জাতীয় সেবাপ্রদান ও অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রণয়নের উদ্যোগ রয়েছে। ▪ সরকারি দপ্তরসমূহে অভিযোগ গ্রহণে সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করে তার প্রেক্ষিতে কার্যকর ও প্রয়োজনীয় উদ্যোগের অভাব রয়েছে
মন্ত্রণালয়সমূহের গুচ্ছ (ক্লাস্টার) গঠন	গুচ্ছ গঠিত ও গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত	দীর্ঘমেয়াদে	▪ এ ব্যাপারে প্রাথমিক আলোচনা হলেও মন্ত্রণালয়সমূহে গুচ্ছ গঠনে কার্যকর কোনো উদ্যোগ নাই
'জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান (সুরক্ষা) আইন, ২০১১ প্রণয়ন'	গেজেটে আইন প্রকাশিত	বাস্তবায়িত	▪ এই আইনটি চূড়ান্ত হয়েছে
মামলা তদন্তে পৃথক তদন্ত বিভাগ প্রবর্তন	গেজেটে আইন প্রকাশিত	স্বল্পমেয়াদে	▪ মামলা তদন্তে পৃথক তদন্ত বিভাগ প্রবর্তন করা হয় নি

করা			
ভূমি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ও ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	ভূমি ব্যবস্থায় 'ডিজিটাইজড' পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত	মধ্যমেয়াদে	▪ ভূমি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের অংশ হিসেবে শুধুমাত্র সাভারে একটি পাইলট কর্মসূচি হয়েছে ▪ ভূমি ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিবের সভাপতিত্বে আট সদস্যবিশিষ্ট একটি উপকমিটি গঠিত হয়েছে
কঠোরভাবে খাদ্য ও পণ্যের ভেজাল প্রতিরোধ	ভেজাল প্রতিরোধ আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন	স্বল্পমেয়াদে এবং অব্যাহতভাবে	▪ নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ প্রণীত হলেও এখনও তা বাস্তবায়িত হচ্ছে না ▪ খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিবের সভাপতিত্বে এগার সদস্যবিশিষ্ট একটি উপকমিটি গঠিত হয়েছে ▪ আইনী দুর্বলতা, সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে সমন্বয়েরে অভাব ও দুর্নীতির কারণে খাদ্য ও পণ্যের ভেজাল প্রতিরোধ কার্যক্রম কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা হয় না

৫.২ জাতীয় সংসদ

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় জাতীয় সংসদ রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু। সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হলো সংসদে আলোচনা করে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দেশের স্বার্থে আইন প্রণয়ন, জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে ঐকমত্যে পৌঁছানো, এবং সেই সাথে দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্ব পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে দেশের নেতৃত্ব দেওয়া। জাতীয় সংসদ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এবং সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি অনুযায়ী মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে সংসদ সদস্যরা আইন প্রণয়ন, নির্বাহী বিভাগের কার্যক্রম তদারকি, তত্ত্বাবধান ও প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যসম্পাদন করছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে জাতীয় সংসদের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ, স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। জাতীয় সংসদ সংক্রান্ত কৌশলপত্রে বর্ণিত চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশের সাথে টিআইবি কর্তৃক চিহ্নিত আরো কিছু চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশ এবং কৌশলপত্রের কর্মপরিকল্পনার ওপর পর্যালোচনা নিম্নে সারণিতে (৬, ৭, ৮) উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ৬: জাতীয় সংসদের চ্যালেঞ্জ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে বর্ণিত চ্যালেঞ্জ	টিআইবি কর্তৃক চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ আরো কিছু চ্যালেঞ্জ
▪ **জাতীয় সংসদ ও নির্বাহী বিভাগের মধ্যে উন্নততর দায়বদ্ধতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা;** ▪ **সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসমূহের উন্নততর তত্ত্বাবধানকার্য সম্পাদন;** ▪ **কার্যকর 'ফাইনেনসিয়াল ওভারসাইট কমিটি' (সরকারি হিসাব কমিটি, সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি, অনুমিত হিসাব কমিটি) গঠন, তাদের পরিবীক্ষণ ও তদারকি কার্য সম্পাদন;** ▪ **সংসদের নিয়মিত অধিবেশনে বিরোধী দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;** ▪ **সংসদ সদস্য ও সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;** ▪ **সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসমূহকে উন্নততর লজিস্টিক সহায়তা প্রদান।**	▪ কার্যদিবসে সংসদ সদস্যদের কম উপস্থিতি এবং কোরাম সংকট; ▪ বিরোধী দল কর্তৃক অব্যাহতভাবে সংসদ বর্জন ও ওয়াক আউট; ▪ সংসদ সদস্য কর্তৃক মূল আলোচনার বাইরে দলীয় প্রশংসা, প্রতিপক্ষ দলের সমালোচনা, অপ্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ উপস্থাপন এবং অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার; ▪ আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় কম সময় ব্যয়; ▪ সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক চুক্তি বিষয়ক আলোচনা সংসদে অনুষ্ঠিত না হওয়া; ▪ কোরামের অভাবে সংসদীয় কমিটির বৈঠক ব্যাহত; ▪ সংসদীয় কমিটির সদস্যদের কমিটির সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থের সংঘাত; ▪ সংসদীয় কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের সময়সীমা এবং তা মানার বাধ্যবাধকতা না থাকা; ▪ সংসদের ওয়েবসাইটে সদস্যদের উপস্থিতিসহ সংসদ সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রকাশ না হওয়া।

সারণি ৭: জাতীয় সংসদের জন্য সুপারিশ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে উল্লিখিত সুপারিশ	টিআইবি কর্তৃক প্রস্তাবিত গুরুত্বপূর্ণ আরো কিছু সুপারিশ
▪ কার্যপ্রণালী-বিধির আওতায় প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীবৃন্দ এবং বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যদের জন্য যৌক্তিক সময় নিশ্চিতকরণ; ▪ সংসদ সদস্যবর্গ ও সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের (ক) আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া, (খ) সংসদীয় কমিটিসমূহের কার্যনির্বাহ, ও (গ) বাজেট প্রক্রিয়ায় সক্ষমতা বৃদ্ধি; ▪ সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সরকারের 'বার্ষিক আর্থিক হিসাব' ও সরকারের 'নির্দিষ্টকরণ হিসাব' তৎসম্পর্কিত মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের রিপোর্ট ও তৎপ্রণীত অন্যান্য রিপোর্ট পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন দপ্তরের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান জোরদারকরণ; ▪ সংসদের অধিবেশনে বিরোধী দলের নিয়মিত অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ; ▪ সংসদের প্রথম অধিবেশনেই বিভিন্ন দলের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসমূহ গঠনের রীতি অব্যাহত রাখা; ▪ প্রণীতব্য আইন কার্যকরভাবে পর্যালোচনা এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকল্পে সংসদ কর্তৃক স্থায়ী কমিটিসমূহকে পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্ত প্রদান নিশ্চিতকরণ; সেইসঙ্গে কার্যপ্রণালি বিধির আওতায় বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করে কমিটিসমূহকে শক্তিশালীকরণ; ▪ জাতীয় সংসদকে অধিকতর দক্ষ ও কার্যকর করার জন্য যথোপযুক্ত সহায়তা প্রদান।	▪ সংসদীয় স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত 'সংসদ সদস্য আচরণবিধি বিল, ২০১০' চূড়ান্ত অনুমোদন ও আইন হিসেবে প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে; ▪ আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সময় বেশি বরাদ্দ করতে হবে; ▪ আন্তর্জাতিক চুক্তিসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে সংসদে আলোচনা করার বিধান কার্যকর করতে হবে; ▪ সংসদীয় কমিটির সুপারিশের আলোকে মন্ত্রণালয় কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা লিখিতভাবে সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জানানোর বিধান করতে হবে; যেসব কমিটিতে কোনো সদস্যের অন্তর্ভুক্তির ফলে স্বার্থের সংঘাতের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে, সে সম্বন্ধে যথাযথ অনুসন্ধান ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ▪ সংসদ অধিবেশন ও স্থায়ী কমিটির সভায় সদস্যদের উপস্থিতিসহ সংসদ সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য সুনির্দিষ্টভাবে ও সময়মতো ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও হালনাগাদ করতে হবে।

সারণি ৮: জাতীয় সংসদের কর্মপরিকল্পনার ওপর পর্যবেক্ষণ

কর্মপরিকল্পনা	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	পর্যবেক্ষণ
সংবিধান ও কার্যপ্রণালী-বিধি অনুযায়ী সংসদের প্রথম অধিবেশনে বিরোধী দলসমূহের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সংসদীয় কমিটিসমূহ গঠন অব্যাহত রাখা	ভবিষ্যৎ নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম অধিবেশনে সকল সংসদীয় কমিটি গঠন সম্পন্ন করা	সংসদের প্রথম অধিবেশন চলাকালে	▪ নবম ও দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনেই সকল সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠিত হলেও দশম সংসদে বিরোধীদলের সাথে পরামর্শক্রমে স্থায়ী কমিটিগুলো গঠিত হয়েছে কিনা সে বিষয়ে বিতর্ক রয়েছে
বিরোধী দলীয় সদস্যগণের সংসদের অধিবেশনে নিয়মিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ	সংসদ অধিবেশনে বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যগণের নিয়মিত অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আইনি সংস্কার সাধিত; নিয়মিত উপস্থিতির সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত	চলমান ও দীর্ঘমেয়াদে	▪ দশম সংসদে বিরোধীদল নিয়মিত উপস্থিত থাকলেও সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার রীতি অনুসারে সরকারের গঠনমূলক সমালোচনার জায়গায় বিরোধী দলের ভূমিকা দৃশ্যমান নয়
প্রধানমন্ত্রী/মন্ত্রীগণের প্রশ্নোত্তর পর্বে কার্যপ্রণালি-বিধির আওতায় বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যসহ সকল সদস্যের জন্য যৌক্তিক সময় বরাদ্দকরণ	প্রধানমন্ত্রী/মন্ত্রীগণের প্রশ্নোত্তর পর্বে বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যগণের বর্ধিত হারে অংশগ্রহণ	চলমান	▪ এটি প্রচলিত প্রথায় চলমান রয়েছে ▪ প্রধানমন্ত্রী/মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে কার্যপ্রণালি-বিধির আওতায় বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যসহ সকল সদস্যের জন্য যৌক্তিক কত সময় বরাদ্দ হবে তা নির্ধারিত হয় নি
সংসদ সদস্যগণের সম্পদের বিবরণ	সংসদের প্রথম অধিবেশনে সম্পদ-	দীর্ঘমেয়াদে	▪ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা তাঁদের

জনসমক্ষে প্রকাশের ব্যবস্থা প্রবর্তন	বিবরণী সংক্রান্ত তথ্য সর্বসাধারণের নিকট উন্মুক্ত		সম্পদের বিবরণী নির্বাচন কমিশনে জমা দেন এবং তা সকলের অবগতির জন্য ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত করা হয় ▪ সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁরা আর কোনোরূপ সম্পদ-বিবরণী প্রকাশ করেন না ▪ সংসদ সদস্যদের সম্পদের বিবরণ জনসমক্ষে প্রকাশ করার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয় নি
সংবিধান ও কার্যপ্রণালি বিধিতে নির্ধারিত দায়িত্বের ভিত্তিতে নিয়মিতভাবে সরকারি হিসাব কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠান	অব্যাহতভাবে অনুসৃত	চলমান; সকল অধিবেশন	▪ নবম সংসদে মোট২৬২টি বৈঠক এবং দশম সংসদে এ পর্যন্ত একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে ▪ নবম সংসদে এ কমিটির কার্যকর ভূমিকা রয়েছে - মোট ৪১১৩টি নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তি করেছে এবং ১৩৯৬.৭৪ কোটি টাকা আদায় এবং ২৫৬৬.৬৮ কোটি টাকা আদায়ের নির্দেশনা দিয়েছে[১৬] ▪ ২৬২৭টি আপত্তি অনিষ্পন্ন ছিলো[১৭]
সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসমূহের নিয়মিত বৈঠক অব্যাহত রাখা	মাসিক বৈঠক অনুষ্ঠান, সুপারিশ প্রদান ও অব্যাহতভাবে অনুসরণ	চলমান	▪ নবম জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, কার্য-প্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, পিটিশন কমিটি ছাড়া অন্য সকল সংসদীয় স্থায়ী কমিটি নিয়মিত বৈঠক করেছে ▪ দশম সংসদে ২৭টি স্থায়ী ও সাব-কমিটি মোট ২৯টি বৈঠক করেছে[১৮]
বাজেট প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ এবং 'ফাইনেনশিয়াল ওভারসাইট' কমিটিসমূহের বৈঠক অনুষ্ঠানের বিষয়ে সংসদ সদস্যবৃন্দ ও সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি	সংসদ সচিবালয়ের বাজেট পর্যবেক্ষণ ইউনিট চালু; সংসদ সদস্য ও সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ/ কর্মশালা আয়োজিত	চলমান	▪ নবম সংসদে সংসদ সদস্য ও সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে
জনবল, সরঞ্জাম, অফিস সংস্থানের মাধ্যমে স্থায়ী কমিটিসমূহকে সহায়তা প্রদান	স্থায়ী কমিটিসমূহের চাহিদা অনুযায়ী জনবল, সরঞ্জাম ও অফিস প্রাপ্তি	চলমান	▪ স্থায়ী কমিটিসমূহের অবকাঠামোগত সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে
জাতীয় সংসদ ও সংসদীয় কার্যপদ্ধতিতে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার	ই-সংসদ প্রবর্তিত; সকল আইন, বিধি, নীতি এবং সার্কুলার ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ও আর্কাইভে সংরক্ষিত	চলমান	▪ ই-সংসদ প্রবর্তনের উদ্যোগ সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে[১৯] ▪ ওয়েবসাইটে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য হালনাগাদ থাকে না ▪ সংসদ অধিবেশনের সময় সংরক্ষণ ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার কম
জনগণের প্রতি সংসদ সদস্যগণের দায়িত্ব ও জবাবদিহি নিশ্চিতকল্পে তাঁদের জন্য একটি আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রতিপালন	জাতীয় সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণবিধি প্রণীত ও নিয়মিতভাবে প্রতিপালিত	দীর্ঘমেয়াদে	▪ বেসরকারি বিল হিসেবে সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণবিধি সংসদে উত্থাপিত হলেও তা অনুমোদিত হয় নি

[১৬] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ (২০১৩) "নবম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির চতুর্থ রিপোর্ট"
[১৭] প্রাগুক্ত
[১৮] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, কমিটি শাখা-২, নং-১১.০০.০০০০.৭০২.৬৫.০০৬.১৪.১০৪, তারিখ: ১২ মে ২০১৪
[১৯] রোজেটী, জুলিয়েট ও অনেকে, *পার্লামেন্ট ওয়াচ (২০১৪)*, ঢাকা: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

জাতীয় সংসদের পিটিশন কমিটিকে অধিকতর কার্যকর করা	পিটিশন কমিটির বৈঠক নিয়মিত অনুষ্ঠিত	চলমান	▪ নবম জাতীয় সংসদে এ কমিটির কোনো বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় নি

৫.৩ বিচার বিভাগ

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে আইনের শাসন। এছাড়া সংবিধান অনুযায়ী, বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিক আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।[২০] আর এই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। বিচার বিভাগ জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ যা গঠিত হয়েছে সুপ্রীম কোর্ট এবং অধস্তন আদালতসমূহ ও প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল নিয়ে। এর দায়িত্ব হলো আইনসভা কর্তৃক প্রণীত এবং বিদ্যমান আইন অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করা এবং নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও আইনের শাসন সমুন্নত রাখা। এই প্রেক্ষিতে বিচার বিভাগের গুরুত্ব বিবেচনা করে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে এর সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি, এবং স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। বিচার বিভাগ সংক্রান্ত কৌশলপত্রে বর্ণিত চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশের সাথে টিআইবি কর্তৃক চিহ্নিত আরো কিছু চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশ এবং কৌশলপত্রের কর্মপরিকল্পনার ওপর পর্যালোচনা নিম্নে সারণিতে (৯, ১০, ১১) উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ৯: বিচার বিভাগের চ্যালেঞ্জ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে বর্ণিত চ্যালেঞ্জ	টিআইবি কর্তৃক চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ আরো কিছু চ্যালেঞ্জ
▪ **স্বচ্ছ নিয়োগ পদ্ধতি প্রবর্তন;** ▪ **বিচার বিভাগের অধিকতর আর্থিক স্বায়ত্তশাসন;** ▪ **বিচারকগণের দায়বদ্ধতা অধিকতর দৃশ্যমান করা;** ▪ **নতুন বিষয়ে প্রণীত আইনের ক্ষেত্রে (যেমন, 'মানি লন্ডারিং') উন্নততর তথ্য-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা;** ▪ **বিচার বিভাগ সম্পর্কে জনগণের ধারণা উজ্জ্বলতর করা;** ▪ **বিচারক-মামলা অনুপাতের উন্নয়ন সাধন;** ▪ **যৌক্তিক সময়ে মামলার নিষ্পত্তি।**	▪ বিচার বিভাগের জন্য নিজস্ব সচিবালয় স্থাপন; ▪ বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের প্রভাব ও শাসনমুক্ত রাখা; ▪ বিচার বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও সামর্থ্য বৃদ্ধি; ▪ বিচার বিভাগকে দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখা; ▪ বিচার ব্যবস্থায় বিদ্যমান অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধ;

সারণি ১০: বিচার বিভাগের জন্য সুপারিশ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে উল্লিখিত সুপারিশ	টিআইবি কর্তৃক প্রস্তাবিত গুরুত্বপূর্ণ আরো কিছু সুপারিশ
▪ **জুডিশিয়াল কর্মকর্তাদের আচরণবিধির যথাযথ বাস্তবায়ন;** ▪ **সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুপ্রীম কোর্টের রেজিস্ট্রারের কার্যালয়কে শক্তিশালীকরণ;** ▪ **সুপ্রীম কোর্টে বিচারক নিয়োগের লক্ষ্যে আইন/বিধিমালা/ নীতিমালা প্রণয়ন;** ▪ **নিয়োগ ও পদোন্নতির জন্য সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ অনুসারে বিধি প্রণয়ন এবং যোগ্যতার মানদণ্ডের প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ;** ▪ **বিচারিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস, সরঞ্জাম ও লোকবল প্রদান;** ▪ **অব্যাহতভাবে বিচারকগণের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের আয়োজন করা;** ▪ **মামলার জট হ্রাসকরণ;** ▪ **বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ।**	▪ বিচার বিভাগের জন্য নিজস্ব সচিবালয় স্থাপন করতে হবে, যা বিচার বিভাগকে মন্ত্রণালয়ের প্রভাবমুক্ত রাখতে এবং বিচার ব্যবস্থায় পেশাগত উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে; ▪ বিচার-কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সকল প্রকার দলীয় প্রভাবের ঊর্ধ্বে থেকে স্বাধীন ও নির্মোহভাবে কাজ করার পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে; ▪ বিচারক এবং বিচার বিভাগ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাদের নিকটবর্তী পরিবারের সদস্যদের সম্পত্তির হিসাব প্রকাশ ও নির্দিষ্ট সময়ান্তে নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে; ▪ বিচারকদের দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পরিবীক্ষণ, তদারকি ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে; ▪ আদালতের বিভিন্ন সেকশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কার্যক্রম পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করতে হবে এবং সকল প্রকার অনৈতিক সুবিধা গ্রহণ বন্ধ করতে হবে; ▪ বিচার ব্যবস্থায় বিদ্যমান অনিয়ম দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

[২০] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ ২৭

সারণি ১১: বিচার বিভাগের কর্মপরিকল্পনার ওপর পর্যবেক্ষণ

কর্মপরিকল্পনা	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	পর্যবেক্ষণ
সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগের উদ্দেশ্যে মনোনয়নের জন্য আইন/বিধিমালা/নীতিমালা প্রণয়ন	আইন/বিধিমালা/ নীতিমালা প্রণীত	মধ্যমেয়াদে	▪ সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগের উদ্দেশ্যে মনোনয়নের জন্য আইন/ বিধিমালা/নীতিমালা এখনও প্রণীত হয় নি
বিধানানুসারে বৎসরান্তে বিচারক ও কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব-বিবরণী নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট জমাদান	সম্পদের হিসাব-বিবরণী জমাদান এবং তৎসম্পর্কিত প্রতিবেদন	মধ্যমেয়াদে	▪ প্রধান বিচারপতিসহ ১৯ জন বিচারপতি ২০১০ সালে সম্পদের বিবরণী দাখিল করলেও (এ সকল তথ্য জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয় নি), পরবর্তীতে আর কোনো বিচারপতি বা কর্মচারী জমা দেন নি। এছাড়া বিচারক ও কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব বিবরণী জমাদান ও প্রকাশের জন্য সুনির্দিষ্ট আইনগত বাধ্যবাধকতা নাই।[২১]
সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের ফলপ্রসূ কার্যনির্বাহের জন্য পদ্ধতি, নীতি ও কার্যপ্রণালি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন	সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের পদ্ধতি, নীতি, কার্যপ্রণালি প্রণীত	স্বল্পমেয়াদে	▪ সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের পদ্ধতি, নীতি, কার্যপ্রণালি প্রণীত হয় নি; বাংলাদেশে সংবিধানের ৯৬(৩) ও (৪) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন ও এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে ▪ সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি ও অন্যান্য সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে অপসারিত হওয়ার বিধান থাকলেও এই সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের ফলপ্রসূ কার্যনির্বাহের জন্য নিজস্ব স্থাপনা, পদ্ধতি, নীতি ও কার্যপ্রণালি প্রণীত হয় নি
বিচারকগণের সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা এবং বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট শক্তিশালীকরণ	প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রতিবেদন	স্বল্পমেয়াদে ও অব্যাহতভাবে	▪ বিচারকদের সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট থেকে নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়
প্রয়োজনের নিরিখে অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগ	বিচারক ও মামলার অনুপাতের উন্নয়ন	দীর্ঘমেয়াদে	▪ প্রয়োজনে অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগ করা হয়
রেজিস্ট্রারের কার্যালয়কে শক্তিশালীকরণ	রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ের সেবা-মানের উন্নয়ন	স্বল্পমেয়াদে	▪ রেজিস্ট্রারের কার্যালয় শক্তিশালীকরণে সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে
দেওয়ানি মামলার সময়সীমা নির্ধারণ	দেওয়ানি মামলা নিষ্পত্তিতে সময়সীমা হ্রাসপ্রাপ্ত	দীর্ঘমেয়াদে	▪ সময়সীমা নির্ধারিত না হওয়ার ফলে দেওয়ানি মামলাগুলো দীর্ঘদিন যাবৎ চলমান থাকে এবং নিম্ন আদালতগুলোতে ব্যাপক মামলাজট সৃষ্টি হচ্ছে। ▪ কিছু ক্ষেত্রে সময়সীমা নির্ধারণ করলেও তা অনেকে অনুসরণ করে না
আদালত অবমাননার সংজ্ঞা নির্ধারণ	আদালত অবমাননার সংজ্ঞা নির্ধারিত	মধ্যমেয়াদে	▪ আদালত অবমাননা বিল ২০১৩ চূড়ান্ত হয়েছে এবং এতে নতুনভাবে আদালত অবমাননাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে
বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ	বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি	চলমান ও অব্যাহতভাবে	▪ বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও এর মাধ্যমে আদালতের বাইরে বিরোধ নিষ্পত্তির সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক উদ্যোগ ও সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ কম

[২১] শারমিন, রুমানা ও অনেকে, *সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি: অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ*, ঢাকা: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ।

৫.৪ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে নির্বাচন কমিশনের ওপর সাংবিধানিকভাবে কেন্দ্রীয় ভূমিকা অর্পিত হয়েছে। জনগণের কাছে জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন ও জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচন, যেখানে নির্বাচন প্রক্রিয়া হতে হবে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ, যার প্রধান দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। নির্বাচন কমিশন সংবিধান-নির্দেশিত নির্বাচন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্য সম্পন্ন করার দায়িত্ব পালন করছে। সুতরাং শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় নির্বাচন কমিশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে নির্বাচন কমিশনের কমিশনারদের নিয়োগে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সংক্রান্ত কৌশলপত্রে বর্ণিত চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশের সাথে টিআইবি কর্তৃক চিহ্নিত আরো কিছু চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশ এবং কৌশলপত্রের কর্মপরিকল্পনার ওপর পর্যালোচনা নিম্নে সারণিতে (১২, ১৩, ১৪) উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ১২: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের চ্যালেঞ্জ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে বর্ণিত চ্যালেঞ্জ	টিআইবি কর্তৃক চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ আরো কিছু চ্যালেঞ্জ
▪ সর্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন কমিশন গঠন; ▪ নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা সমুন্নত রাখা; ▪ বিদ্যমান নির্বাচন আইন ও বিধিমালার সুষ্ঠু প্রয়োগ; ▪ সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে কার্যকর অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা; ▪ নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদার করা; ▪ নির্বাচনী বিরোধের দ্রুত নিষ্পত্তি।	▪ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সবার জন্য সমান ক্ষেত্র নিশ্চিত করা; ▪ প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর আস্থা বৃদ্ধি; ▪ স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয় প্রভাব বন্ধ; ▪ আইনি সীমাবদ্ধতা থেকে উত্তরণ; ▪ আইন প্রয়োগে দৃঢ়তা প্রদর্শন; ▪ নির্বাচনী সহিংসতা হ্রাস করা; ▪ নির্বাচনে পেশীশক্তি/বলপ্রয়োগ প্রতিহত করা; ▪ নির্বাচনী কাজে নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা;

সারণি ১৩: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের জন্য সুপারিশ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে উল্লিখিত সুপারিশ	টিআইবি কর্তৃক প্রস্তাবিত গুরুত্বপূর্ণ আরো কিছু সুপারিশ
▪ জাতীয় পরিচয়পত্র সংক্রান্ত কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; ▪ নির্বাচন ব্যবস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি; ▪ যথাযথ চাহিদা নিরূপণের ভিত্তিতে সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এবং নির্বাচন কমিশন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটকে শক্তিশালী করা; ▪ উন্নততর প্রযুক্তির মাধ্যমে কমিশনের কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নির্বাচন ব্যবস্থাপনায় উৎকর্ষ সাধন; ▪ কমিশনারদের নিয়োগ এবং তাঁদের সুবিধা বিষয়ক আইন/ বিধিমালা/ নীতিমালার সংস্কার সাধন; ▪ নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো সরকার কর্তৃক অনুমোদন; ▪ উন্নততর নির্বাচনী সংস্কৃতি চর্চা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নির্বাচকমণ্ডলী ও প্রার্থীদের সচেতনতা বৃদ্ধি; ▪ নির্বাচনী বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার।	▪ নির্বাচন কমিশনকে সকল অংশীজনের আস্থা অর্জন করতে হবে; ▪ নির্বাচন পরিচালনায় কমিশনের নিজস্ব জনবল ব্যবহার করতে হবে; ▪ নির্বাচনকে আরও বেশি প্রযুক্তিনির্ভর করতে হবে; ▪ নির্বাচন কমিশনের নির্বাচন সম্পর্কিত সকল তথ্য প্রকাশ করতে হবে; ▪ প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করতে হবে; ▪ নাগরিক সংগঠনগুলোকে নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

সারণি ১৪: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের কর্মপরিকল্পনার ওপর পর্যবেক্ষণ

কর্মপরিকল্পনা	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	পর্যবেক্ষণ
কমিশনারদের নিয়োগ ও সুবিধা সম্পর্কে খসড়া আইন/ বিধিমালা/ নীতিমালা প্রণয়ন	সংসদে বিবেচনার জন্য আইন-প্রস্তাব উপস্থাপিত	মধ্যমেয়াদে	▪ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক কমিশনারদের নিয়োগ সম্পর্কে একটি খসড়া প্রস্তাব করা হলেও সরকার তা বিবেচনায় নেয় নি
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন	সরকারের বিবেচনার জন্য	মধ্যমেয়াদে	▪ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে নির্বাচন কমিশনের

সচিবালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ	সাংগঠনিক কাঠামো উপস্থাপিত		অধীনে সচিবালয় আনা হয়েছে এবং একীভূত কর্মী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিয়োগ ও পদোন্নতি জনিত জটিলতা দূরকরণে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে
সকল উপজেলা ও জেলা এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে সক্রিয় সার্ভার স্টেশন, ডাটাবেইজ ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার এবং ঢাকায় ইলেকশন রিসোর্স সেন্টার নির্মাণ	সকল উপজেলা ও জেলা এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে সক্রিয় সার্ভার স্টেশন, ডাটাবেইজ ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার এবং ঢাকায় ইলেকশন রিসোর্স সেন্টার নির্মাণ	স্বল্পমেয়াদে	▪ ৪৭৯টির মধ্যে ৩৮৯টি উপজেলা ও জেলা এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে সার্ভার স্টেশন এবং একটি রিকভারি সেন্টার চালু হয়েছে ▪ রিসোর্স সেন্টার নির্মাণ হয় নি[২২]
নির্বাচন কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি	মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ কমিশনের সকল কর্মকর্তা নির্বাচন ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষিত	চলমান	▪ সব ধরনের নির্বাচন পরিচালনার জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা ও সুসজ্জিতকরণ	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষক; প্রশিক্ষণ সামগ্রীর লভ্যতা নিশ্চিত	স্বল্পমেয়াদে	▪ ইলেকশন রিসোর্স সেন্টার (ইআরসি) প্রকল্পের আওতায় ঢাকার আগারগাঁও-এ ২.৩৬ একর জমি বরাদ্দসহ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের জন্য ১১ তলাবিশিষ্ট ও ১২ তলাবিশিষ্ট নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবন নির্মাণের বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে[২৩]
নির্বাচনী বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত আইন সংশোধন; নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের সক্ষমতা বৃদ্ধি	নির্বাচনী বিরোধ দ্রুততর সময়ে নিষ্পন্ন	মধ্যমেয়াদে	▪ নির্বাচন অনুষ্ঠানকালীন কোনো বিরোধ হলে সাথে সাথে ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয় ▪ প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার কারণে বিরোধ নিষ্পত্তিতে বিলম্ব হয়
নির্বাচকমণ্ডলী, ভোটার ও ভোটপ্রার্থীদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা	উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী করণীয় সম্পর্কে অবহিত	স্বল্পমেয়াদে	▪ ভোটারদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য গণমাধ্যমে নানা ধরনের হালনাগাদকৃত তথ্য দেওয়া হয় ▪ ভোটার শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় ▪ শর্ট ফিল্ম, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি প্রচার করা হয়

৫.৫ অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়

অ্যাটর্নি জেনারেল একটি সাংবিধানিক পদ; এ পদের অধিকারী ব্যক্তি সরকারের মুখ্য আইন কর্মকর্তা। অ্যাটর্নি জেনারেল এবং তাঁর কার্যালয় রাষ্ট্রের স্বার্থ ও আইন সমুন্নত রাখার জন্য বিচার বিভাগকে সহায়তা দান করেন। অ্যাটর্নি জেনারেল বিভিন্ন মোকদ্দমায় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং তাঁর কাছে প্রেরিত বিভিন্ন বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করেন। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও গণমানুষের সুবিচার-প্রাপ্তি এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে অ্যাটর্নি জেনারেল ও অন্যান্য আইন কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাধীনভাবে এবং নিরপেক্ষতা ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন অত্যন্ত জরুরি হওয়ায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে গুরুত্বের সাথে অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এটি বাস্তবায়নের জন্য এ প্রতিষ্ঠানে কোনো নৈতিকতা কমিটি এখনও গঠিত হয় নি এবং কোনো ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করা হয় নি। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট এ প্রতিষ্ঠানকে কোনোরূপ দিক-নির্দেশনাও দেয়নি।

---

[২২] Cabinet Division, Government of the People's Republic of Bangladesh (2013). *An Independent Review of National Integrity Strategy (NIS)*.

[২৩] দাস, সাধন কুমার ও শাহজাদা এম আকরাম (২০১৩), *কার্যকর নির্বাচন কমিশন: অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়*, ঢাকা: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয় সংক্রান্ত কৌশলপত্রে বর্ণিত চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশের সাথে টিআইবি কর্তৃক চিহ্নিত আরো কিছু চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশ এবং কৌশলপত্রের কর্মপরিকল্পনার ওপর পর্যালোচনা নিম্নে সারণিতে (১৫, ১৬, ১৭) উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ১৫: অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়ের চ্যালেঞ্জ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে বর্ণিত চ্যালেঞ্জ	টিআইবি কর্তৃক চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ আরো কিছু চ্যালেঞ্জ
▪ অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়ের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখা এবং নিরপেক্ষ, দক্ষ ও 'টেনিউরভিত্তিক' পেশাদার আইন কর্মকর্তা নিয়োগ; ▪ অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়ের প্রতি উন্নততর বিশ্বাস ও আস্থার মনোভাব সৃষ্টি; ▪ দুর্নীতি ও 'মানি লন্ডারিং'-এর মামলায় প্রতিনিধিত্বের জন্য পর্যাপ্ত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন; ▪ দরিদ্র জনগণের আইনি সহায়তা নিশ্চিতকরণ।	▪ আইন কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে দলীয় রাজনৈতিক বিবেচনা; ▪ মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে দক্ষতা ও সক্ষমতার ঘাটতি; ▪ দুর্নীতি ও অনিয়মের সাথে সম্পৃক্ততা;

সারণি ১৬: অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়ের জন্য সুপারিশ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে উল্লিখিত সুপারিশ	টিআইবি কর্তৃক প্রস্তাবিত গুরুত্বপূর্ণ আরো কিছু সুপারিশ
▪ আইন কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ; ▪ আইন কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ; ▪ রাষ্ট্রস্বার্থ রক্ষার জন্য সুস্পষ্ট কার্যপরিধিসহ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ; অ্যাটর্নি জেনারেল ও অন্যান্য আইন কর্মকর্তার নিয়োগ ও সুবিধার বিষয়ে আইন/ বিধিমালা প্রণয়ন; ▪ দেওয়ানি, রীট ও ফৌজদারি শাখার মত বিশেষায়িত ইউনিট স্থাপনপূর্বক অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয় পুনর্গঠন; ▪ দরিদ্র জনগণের আইনি সহায়তা কার্যক্রম সম্প্রসারণ।	▪ আইন কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে দলীয় রাজনৈতিক বিবেচনা বন্ধ করতে হবে; ▪ বিভিন্ন দুর্নীতি ও অনিয়মের সাথে সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সারণি ১৭: অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়ের কর্মপরিকল্পনার ওপর পর্যবেক্ষণ

কর্মপরিকল্পনা	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	পর্যবেক্ষণ
বিশেষায়িত ইউনিট (রীট, দেওয়ানি, ফৌজদারি) সৃষ্টির জন্য অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়ের পুনর্গঠন	রীট, দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার জন্য পৃথক পৃথক ইউনিট গঠিত	মধ্যমেয়াদে	▪ কোনো উদ্যোগ নাই
অ্যাটর্নি সার্ভিসেস আইন প্রণয়ন	অ্যাটর্নি সার্ভিসেস আইন প্রণীত	মধ্যমেয়াদে	▪ বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় অ্যাটর্নি সার্ভিসেস আইনের একটি খসড়া প্রণীত হলেও এটি সংসদে এখনও অনুমোদিত হয় নি
অস্থায়ী নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য (পাঁচ বছর) অ্যাটর্নি, অ্যাডিশনাল, ডেপুটি ও অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাটর্নি জেনারেলদের নিয়োগ প্রদান	প্রস্তাবিত অ্যাটর্নি সার্ভিসেস আইন অনুসরণে নিয়োগদান	মধ্যমেয়াদে	▪ জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদের প্রথম বৈঠকে এ বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় এবং আইন ও বিচার বিভাগ এ নিয়ে কাজ করছে
আইন কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উন্নততর দক্ষতাসম্পন্ন আইন কর্মকর্তা	স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে	▪ সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কিছু পদক্ষেপ (যেমন, আইসিটি প্রশিক্ষণ) নেওয়া হয়েছে
দরিদ্র জনগণের আইনি সহায়তা কার্যক্রমের পরিসর বৃদ্ধি	অধিক সংখ্যক দরিদ্র মানুষের আইনি সহায়তা লাভ	স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে	▪ দরিদ্র মানুষের আইনি সহায়তা প্রাপ্তির সুযোগ তৈরির উদ্যোগ থাকলেও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম কম থাকায় এবং অভ্যন্তরীণ সমন্বয়ের দুর্বলতায় এ উদ্যোগ ক্ষেত্রবিশেষে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে

৫.৬ সরকারি কর্ম কমিশন

জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক জনপ্রশাসন প্রতিষ্ঠা এবং এর গুণগত মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৭-১৪১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তিদেরকে জনপ্রশাসনে নিয়োগের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষভাবে আয়োজনের দায়িত্ব পিএসসির। এটি প্রজাতন্ত্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের জন্য নিয়োগ-বিধি ও পদ্ধতি প্রণয়ন, কর্মকর্তাদের পদোন্নতি, বদলি ও শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দান, কর্মচারীদের দাবি-দাওয়া এবং সরকারি চাকুরি সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ দিয়ে থাকে। পিএসসির সততা, কার্যকরতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার ওপর জনপ্রশাসনের পেশাদারিত্ব, সততা, নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা বহুলাংশে নির্ভর করায় পিএসসিকে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে গুরুত্ব সহকারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সরকারি কর্ম কমিশন সংক্রান্ত কৌশলপত্রে বর্ণিত চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশের সাথে টিআইবি কর্তৃক চিহ্নিত আরো কিছু চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশ এবং কৌশলপত্রের কর্মপরিকল্পনার ওপর পর্যালোচনা নিম্নে সারণিতে (১৮, ১৯, ২০) উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ১৮: সরকারি কর্ম কমিশনের চ্যালেঞ্জ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে বর্ণিত চ্যালেঞ্জ	টিআইবি কর্তৃক চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ আরো কিছু চ্যালেঞ্জ
▪ আর্থিক ও ব্যবস্থাপনাগত প্রশাসনসহ সরকারি কর্ম কমিশনের অধিকতর স্বাধীনতা অর্জন; ▪ সরকারি কর্ম কমিশনের অধিকতর বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন; ▪ অধিকতর স্বচ্ছ ও ত্রুটিহীন নিয়োগ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা; ▪ প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতির মানদণ্ড নির্ধারণ; ▪ কমিশনের পরীক্ষাসমূহে আধুনিক পরীক্ষা কর্মকৌশল অনুসরণের ব্যবস্থা গ্রহণ; ▪ কমিশন সচিবালয়ের উন্নততর সক্ষমতা অর্জন; ▪ কমিশনের অভ্যন্তরীণ জবাবদিহি পদ্ধতির উন্নতি সাধন; ▪ প্রতি বছর নিয়মিতভাবে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডারে কর্মকর্তা নিয়োগ।	▪ সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনার নিয়োগে রাজনৈতিক প্রভাব বা সিদ্ধান্ত; ▪ কোটা পদ্ধতির যৌক্তিকীকরণ না হওয়ায় মেধা কোটা কমে যাওয়া এবং কোটা পদ্ধতিতে অনিয়ম; ▪ বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস; ▪ কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি;

সারণি ১৯: সরকারি কর্ম কমিশনের জন্য সুপারিশ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে উল্লিখিত সুপারিশ	টিআইবি কর্তৃক প্রস্তাবিত গুরুত্বপূর্ণ আরো কিছু সুপারিশ
▪ আধুনিক নিয়োগ প্রক্রিয়া বিষয়ে সরকারি কর্ম কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি; ▪ মেধাভিত্তিতে অধিকতর নিয়োগ ও কোটা পদ্ধতি যৌক্তিকীকরণ; ▪ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতি সংক্রান্ত মানদণ্ড নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে পদোন্নতি সুপারিশকরণ; ▪ সরকারি কর্ম কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যের নিয়োগের মানদণ্ড ও প্রক্রিয়া পুনর্বিবেচনা এবং অধিকতর স্বচ্ছ মনোনয়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ; ▪ তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক মনোনয়ন পদ্ধতি প্রবর্তন (আবেদন প্রক্রিয়াকরণ, প্রাথমিক ও লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠান); ▪ মৌখিক পরীক্ষায় স্বচ্ছতা ও বস্তুনিষ্ঠতা আনয়নের লক্ষ্যে ম্যানুয়েল প্রণয়ন; ▪ সাংবিধানিক অবস্থানের আলোকে কমিশনের ব্যবস্থাপনাগত ও আর্থিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান ও কমিশনের সচিবালয়কে শক্তিশালীকরণ; ▪ কমিশনের কর্মকাণ্ড একাধিক কমিশনের মধ্যে বিভাজনের মাধ্যমে প্রার্থী যাচাইকার্যে সুষ্ঠুতা ও দ্রুততা আনয়ন।	▪ সরকারি কর্ম কমিশনকে দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রেখে, পেশাগত সততার সাথে, স্বাধীনভাবে কাজ করার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে; ▪ আভ্যন্তরীণ পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে কমিশনের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে স্বচ্ছ ও সুনির্দিষ্ট জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে; ▪ কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে; ▪ বর্তমান বাস্তবতার প্রেক্ষিতে কোটা পদ্ধতি পুনর্বিবেচনা করতে হবে; ▪ কমিশনের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি দক্ষতা ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে;

সারণি ২০: সরকারি কর্ম কমিশনের কর্মপরিকল্পনা ওপর পর্যবেক্ষণ

কর্মপরিকল্পনা	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	পর্যবেক্ষণ
সরকারি কর্ম কমিশনের সভাপতি ও সদস্যদের মনোনয়ন নীতিমালা প্রণয়ন ও তদনুসারে কমিশনের সভাপতি ও অন্য সদস্যদের মনোনয়ন প্রদান	সভাপতি ও সদস্যদের মনোনয়ন নীতিমালা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত	মধ্যমেয়াদে	▪ সরকারি কর্ম কমিশনের সভাপতি ও সদস্যদের মনোনয়ন ও নিয়োগ নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নি
তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক পরীক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তন	নয় থেকে বারো মাসের মধ্যে পাবলিক পরীক্ষার প্রক্রিয়া সম্পন্ন	মধ্যমেয়াদে	▪ তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে অন লাইনে বিসিএসসহ অন্যান্য পরীক্ষার আবেদনপত্র জমা নেওয়া, প্রবেশপত্র ইস্যু, আসন বিন্যাস, ফল প্রকাশ, পরীক্ষার ফিস জমা নেওয়া ইতাদি কাজ করা হচ্ছে
সুনির্দিষ্ট মান অনুযায়ী মৌখিক পরীক্ষা পরিচালনার জন্য নির্দেশিকা প্রণয়ন ও অনুসরণ	মৌখিক পরীক্ষার নম্বর প্রদানে প্রমিতমান অর্জন	মধ্যমেয়াদে	▪ সুনির্দিষ্ট মান অনুযায়ী মৌখিক পরীক্ষা পরিচালনার জন্য নির্দেশিকা এখনও প্রণীত হয় নি
কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতির মানদণ্ড নির্ধারণ ও এর বাস্তবায়ন	কর্ম কমিশন কর্তৃক পদোন্নতির মানদণ্ড নির্ধারিত এবং বাস্তবায়িত	মধ্যমেয়াদে	▪ সরকারি চাকরি বিধিমালা অনুসরণ করেই কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতি দেওয়া হয়
কোটা পদ্ধতির যৌক্তিকীকরণের মাধ্যমে মেধা কোটা বৃদ্ধি	মেধাভিত্তিতে অধিকতর সংখ্যক মনোনয়ন লাভ	ধাপে ধাপে ও দীর্ঘমেয়াদে	▪ কোটা পদ্ধতির যৌক্তিকীকরণ না হওয়ায় সংরক্ষিত কোটা বেড়েছে এবং মেধা কোটা কমেছে
সরকারি কর্ম কমিশনের আর্থিক ও ব্যবস্থাপনাগত স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে নীতি প্রণয়ন	সরকারি কর্ম কমিশনের নির্ধারিত সুবিধা ও বাজেট লাভ এবং নিজস্ব কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সক্ষমতা অর্জন	স্বল্পমেয়াদে	▪ সরকারি কর্ম কমিশনের আর্থিক ও ব্যবস্থাপনাগত স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে নীতি প্রণীত হয় নিকমিশন সরকার থেকে বাজেট বরাদ্দ পায় কিন্তু তা খরচ করার জন্য সর্বদা অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিতে হয় যা কমিশনের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ
সরকারি কর্ম কমিশন কর্তৃক আধুনিক নিয়োগ পদ্ধতি বিষয়ে চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান	চাহিদা নিরূপণ সম্পন্ন প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণীত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত	স্বল্পমেয়াদে	▪ সরকারি কর্ম কমিশন কর্তৃক আধুনিক নিয়োগ পদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য কোনো প্রকার চাহিদা নিরূপণ করা হয় নি এবং এ ব্যাপারে কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় নি
একাধিক কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠা	একাধিক কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠিত	দীর্ঘমেয়াদে	▪ একাধিক কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাব্যতা সঠিকভাবে নিরূপণ না করে কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করায় তা এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নি

৫.৭ মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ (৫০% সরকারি শেয়ার বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানও এতে অন্তর্ভুক্ত) ও কর্মচারীর সরকারি হিসাব নিরীক্ষা করে এবং অনুরূপ হিসাব সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির নিকট রিপোর্ট প্রদান করে। কর্মবৃত্তের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় রাষ্ট্রের ‘ওয়াচডগ’ হিসেবে কাজ করে। মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক সম্পাদিত উল্লিখিত রিপোর্টসমূহে বিধিবিধানের অনুসরণ, আর্থিক নিরীক্ষা এবং কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে জনস্বার্থের সুরক্ষা সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ উল্লেখ থাকে, যা পরবর্তী সময়ে সংসদে উপস্থাপন করা হয়। সরকারি হিসাব সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এসব রিপোর্ট পর্যালোচনা করে নির্বাহী বিভাগকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সুপারিশ প্রদান করে। এটি একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক সংক্রান্ত কৌশলপত্রে বর্ণিত চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশের সাথে টিআইবি কর্তৃক চিহ্নিত আরো কিছু চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশ এবং কৌশলপত্রের কর্মপরিকল্পনার ওপর পর্যালোচনা নিম্নে সারণিতে (২১, ২২, ২৩) উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ২১: মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের চ্যালেঞ্জ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে বর্ণিত চ্যালেঞ্জ	টিআইবি কর্তৃক চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ আরো কিছু চ্যালেঞ্জ
▪ **গ্রহণযোগ্য ও স্বাভাবিক সময়ের ব্যবধানে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের রিপোর্ট লভ্য হওয়া, যাতে তাঁর কার্যালয় সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক দায়বদ্ধতা নিরূপণের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হয়;** ▪ **নিরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ পরিপালনের জন্য মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান এবং প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের অগ্রগতি অনুসরণ;** ▪ **আধুনিক নিরীক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের (প্রাযুক্তিক ভিত্তিসহ) সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দক্ষ জনবল গঠন;** ▪ **নিরীক্ষা ও হিসাব কার্যক্রমের পৃথকীকরণ।**	▪ ক্যাডার কর্মকর্তাদের স্বল্পতা এবং নিরীক্ষা কাজে অংশগ্রহণের সীমিত সুযোগ; ▪ বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়া; ▪ দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত না হওয়া; ▪ সোস্যাল অডিটের ক্ষেত্র সীমিত এবং নিরীক্ষার সময় অগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রাধান্য; ▪ সিজিএ অফিসের দুর্বল হিসাব প্রতিবেদন প্রস্তুত; ▪ মাঠপর্যায়ের হিসাব নিরীক্ষার ক্ষেত্রে যথাযথ পরিবীক্ষণ না হওয়ায় নিরীক্ষার মানে দুর্বলতা; ▪ নিরীক্ষাধীন সংস্থা কর্তৃক নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ পরিপালন না করা বা দীর্ঘায়িত করা;

সারণি ২২: মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের জন্য সুপারিশ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে উল্লিখিত সুপারিশ	টিআইবি কর্তৃক প্রস্তাবিত গুরুত্বপূর্ণ আরো কিছু সুপারিশ
▪ **শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে নিরীক্ষাধীন সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ পরিপালন নিশ্চিতকরণ;** ▪ **যথাসময়ে নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশ এবং সর্বসাধারণের অবগতির জন্য উন্মুক্তকরণ। এ-সম্পর্কিত আইন পরিবর্তন ও পরিমার্জন।** ▪ **নিজ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রককে সংবিধানে প্রদত্ত স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে আর্থিক, প্রশাসনিক ও কারিগরি ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে এ কার্যালয়কে একটি সাংবিধানিক সংস্থা হিসেবে শক্তিশালীকরণ;** ▪ **সর্বোৎকৃষ্ট আন্তর্জাতিক মানের নিরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের জনবল নিয়োগ ও তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি।**	▪ প্রস্তুতকৃত অডিটিং স্ট্যান্ডার্ড, অডিট কোড এবং বিভিন্ন ম্যানুয়াল-এর অডিট কাজে প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে; ▪ মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, অ্যাকাউন্টস অফিস ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের অ্যাকাউন্টস ব্যবস্থা ডিজিটালাইজড হতে হবে; ▪ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় আধুনিকতা আনয়ন ও দক্ষ প্রশিক্ষকের মাধ্যমে কার্যকর প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে; ▪ নিরীক্ষা করার পূর্বে যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং নিরীক্ষা কাজ তদারকি করতে হবে; ▪ প্রাথমিক নিরীক্ষা আপত্তির ওপর নির্ধারিত সময়ে জবাব না দিলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার পদক্ষেপ নিতে হবে; ▪ নিরীক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে জোরালো অবস্থান নিতে হবে এবং দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত পদক্ষেপ নিশ্চিত করতে হবে;

সারণি ২৩: মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কর্মপরিকল্পনার ওপর পর্যবেক্ষণ

কর্মপরিকল্পনা	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	পর্যবেক্ষণ
মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়কে আর্থিক, প্রশাসনিক ও কারিগরি দিকে হতে অধিকতর স্বশাসিত করার লক্ষ্যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ	জাতীয় সংসদ কর্তৃক নিরীক্ষা আইন পাশ	মধ্যমেয়াদে	▪ নিরীক্ষা আইনটি চূড়ান্ত না হওয়ায় সিএজি কার্যালয়ের স্বশাসনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না
নিরীক্ষার পুঞ্জীভূত অনিষ্পন্ন কাজ সম্পাদনের জরুরি কর্মসূচি গ্রহণ	সম্মত স্বাভাবিক বিলম্বিত সময়ের মধ্যে নিরীক্ষা প্রতিবেদনসমূহ দাখিল	স্বল্পমেয়াদে	▪ নবম জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটির পদক্ষেপের মাধ্যমে নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।[২৪]

[২৪] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক নবম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির অধিবেশনের ওপর প্রথম (২০১০), দ্বিতীয় (২০১১), তৃতীয় (২০১২) ও চতুর্থ (২০১৩) রিপোর্ট।

			▪ নিরীক্ষা প্রক্রিয়ায় পুরনোগুলোর সাথে নতুন নতুন পর্যবেক্ষণ যুক্ত হওয়ায় নিরীক্ষা আপত্তি পুঞ্জীভূত হচ্ছে
সর্বোৎকৃষ্ট আন্তর্জাতিক মানের নিরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের 'টেকনিক্যাল অডিটিং' ও 'পারফরমেন্স অডিটিং' ব্যবস্থা প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠা	'টেকনিক্যাল অডিটিং' ও 'পারফরমেন্স অডিটিং' ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত	মধ্যমেয়াদে	▪ পারফরমেন্স নিরীক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে এবং পারফরমেন্স অডিট অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ▪ টেকনিক্যাল অডিট ব্যবস্থা পাইলট ভিত্তিতে চালু হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে ▪ সকল স্তরের অফিসগুলোতে কম্পিউটারাইজড অ্যাকাউন্টস ব্যবস্থা চালু না হলে টেকনিক্যাল অডিটিং বা কম্পিউটারাইজড অডিটিং ব্যবস্থা চালু করা যাবে না
দণ্ডমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে নিরীক্ষাধীন সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ পরিপালন নিশ্চিত করার কার্যব্যবস্থা গ্রহণ	সকল নিরীক্ষাধীন সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণের জবাবদান এবং তা না করা হলে সরকার কর্তৃক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ	স্বল্পমেয়াদে	▪ সরকার কর্তৃক খুব কম ক্ষেত্রে দণ্ডমূলক ব্যবস্থা নেওয়ায় নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠান সিএজি'র আপত্তি বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা করে থাকে ▪ দণ্ডমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের সুযোগ নাই
'ভ্যালু ফর মানি' নিশ্চিতকরণের জন্য 'সোসাল পারফরমেন্স অডিট'-এর দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	কর্মপরিকল্পনা প্রণীত	স্বল্পমেয়াদে	▪ সোস্যাল পারফরমেন্স অডিট চালুর উদ্যোগ নিলেও জনবলের স্বল্পতার জন্য কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না
নিরীক্ষা ও হিসাব কার্যক্রমের পর্যায়ক্রমিক পৃথকীকরণ	নিরীক্ষা ও হিসাব পৃথক কার্যক্রম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত	মধ্যমেয়াদে	▪ কোনো উদ্যোগ নাই

৫.৮ ন্যায়পাল

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৭ অনুচ্ছেদের আওতায় ১৯৮০ সালে ন্যায়পাল আইন পাশ হয়েছে। তবে ন্যায়পাল নিয়োগ এবং ন্যায়পালের দপ্তর প্রতিষ্ঠা এখনও অসম্পন্ন রয়েছে। ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠার করতে প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো - ন্যায়পাল নিয়োগ ও ন্যায়পালের দপ্তর প্রতিষ্ঠার সাথে অন্যান্য সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের (যেমন, দুর্নীতি দমন কমিশন, মানবাধিকার কমিশন) দায়িত্ব ও কৃত্যের দ্বৈততা পরিহার।

ন্যায়পালের দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হলে তা একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসাবে সংক্ষুব্ধ নাগরিকদের অভিযোগ গ্রহণ করবে, সে-সম্পর্কে অনুসন্ধান পরিচালনা করবে এবং সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ন্যায়পালের দপ্তর যাতে স্বাধীন সত্তা নিয়ে কার্যকরভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে তার জন্য এই প্রতিষ্ঠানটিকে আর্থিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করতে হবে। ন্যায়পালের ক্ষমতা ও অধিক্ষেত্রও সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করতে হবে যেন এটি অন্যান্য সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের (যেমন, দুর্নীতি দমন কমিশন, মানবাধিকার কমিশন) সঙ্গে দায়িত্ব ও কৃত্যের দ্বৈততা পরিহার করা সম্ভব হয়।

প্রকৃত অর্থে ন্যায়পাল নিয়োগ এবং ন্যায়পালের দপ্তর প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে উল্লিখিত সকল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবে রূপ নিতে পারছে না। কার্যক্রমগুলো হলো, ন্যায়পাল, তাঁর দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের নিয়োগ, ন্যায়পালের কার্যালয়ের ভৌত সুবিধা এবং ঢাকা ও আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও সামগ্রী সরবরাহ, ন্যায়পালের দপ্তরের কর্মপরিচালনার বিধিবিধান ও কার্যপদ্ধতি প্রণয়ন এবং ন্যায়পালের দপ্তরের কার্যাবলী পর্যালোচনা ও পরিবর্তনের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন। যদিও প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদের প্রথম বৈঠকে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে

অগ্রাধিকার দেওয়া হয় তারপরও এখনও এ বিষয়ে এখনও কোনো কার্যকর পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায় নি। এখানে উল্লেখ্য, পৃথক একটি আইনে ২০০৫ সালে কর ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠিত হলেও অকার্যকর ভূমিকার অজুহাতে ২০১১ সালে তা বিলুপ্ত করা হয়।

৫.৯ দুর্নীতি দমন কমিশন

দুর্নীতির বিরুদ্ধে অব্যাহতভাবে লড়াই এবং শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। দেশে দুর্নীতি এবং দুর্নীতিমূলক কার্য প্রতিরোধের লক্ষ্যে দুর্নীতি এবং অন্যান্য সুনির্দিষ্ট অপরাধের অনুসন্ধান এবং তদন্ত পরিচালনার জন্য ২০০৪ সালে একটি স্বাধীন, স্বশাসিত এবং নিরপেক্ষ দুদক প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশে দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধের অন্যতম শর্ত দুদকের স্বাধীনতা ও কার্যকরতা প্রতিষ্ঠাসহ এর প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি সুদৃঢ় করা। আর তাই জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে গুরুত্ব সহকারে দুদককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দুদক সংক্রান্ত কৌশলপত্রে বর্ণিত চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশের সাথে টিআইবি কর্তৃক চিহ্নিত আরো কিছু চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশ এবং কৌশলপত্রের কর্মপরিকল্পনার ওপর পর্যালোচনা নিম্নে সারণিতে (২৪, ২৫, ২৬) উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ২৪: দুর্নীতি দমন কমিশনের চ্যালেঞ্জ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে বর্ণিত চ্যালেঞ্জ	টিআইবি কর্তৃক চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ আরো কিছু চ্যালেঞ্জ
▪ স্বাধীনভাবে এবং নিরপেক্ষতার সাথে কমিশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক ও আইনি ক্ষমতা লাভ; ▪ দুর্নীতি দমন কমিশনের নিরপেক্ষতা সমুন্নত রাখা এবং দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ; ▪ মানসম্পন্ন সেবাদান নিশ্চিত করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও জনবল-সংশ্লিষ্ট সক্ষমতা বৃদ্ধি; ▪ কমিশন কর্তৃক পর্যাপ্ত সম্পদ লাভ; ▪ তদন্তকার্য পরিচালনা ও অভিযোগ দাখিলের ক্ষেত্রে কমিশনের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি; ▪ দুর্নীতি দমনে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের দৃঢ়ভাবে শুদ্ধাচার অনুসরণ, তাদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ; ▪ দুর্নীতিবিরোধী অবস্থানে নাগরিক ও আইন-প্রণেতাদের দৃঢ় সমর্থন প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি।	▪ চেয়ারম্যান ও কমিশনার নিয়োগ, মামলা প্রত্যাহারে রাজনৈতিক প্রভাব বা সিদ্ধান্ত; ▪ দীর্ঘদিন ধরে চলমান অনিষ্পন্ন দুর্নীতি মামলা; ▪ সকল প্রকার ভয়-ভীতি ও প্রভাবের উর্ধ্বে থেকে দুর্নীতি বিরোধী কার্যক্রম, অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনা; ▪ অভ্যন্তরীণ দুর্নীতির অভিযোগ; ▪ দুর্নীতি বিরোধী জনসংযোগ ও প্রচারণায় ঘাটতি; ▪ আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয়;

সারণি ২৫: দুর্নীতি দমন কমিশনের জন্য সুপারিশ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে উল্লিখিত সুপারিশ	টিআইবি কর্তৃক প্রস্তাবিত গুরুত্বপূর্ণ আরো কিছু সুপারিশ
▪ কমিশনের দক্ষতা ও সক্ষমতা উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ; ▪ দুর্নীতি সম্পর্কে তথ্য-প্রদানকারীদের সুরক্ষায় সহায়তা প্রদান; ▪ দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি গঠনে নাগরিকদের সম্পৃক্ত করার জন্য যোগাযোগ কর্মকৌশল প্রবর্তন; ▪ নিয়মিতভাবে কমিশনের সদস্য ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব প্রদান এবং কমিশনের ওয়েবসাইটে তা প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ; ▪ দুর্নীতির তদন্ত পরিচালনায় কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ; ▪ দুর্নীতি দমন কমিশনের নিরপেক্ষতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ; ▪ সর্বোৎকৃষ্ট দুর্নীতি প্রতিরোধ পরাকৌশলের অনুকরণ ও অনুশীলন; ▪ দুর্নীতি প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টি ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নাগরিক গোষ্ঠী ও গণমাধ্যমের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ অব্যাহত রাখা।	▪ দুদককে দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রেখে, পেশাগত সততার সাথে, স্বাধীনভাবে কাজ করার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে; ▪ দুর্নীতি সম্পর্কে তথ্য-প্রদানকারীদের সুরক্ষায় সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশকারীর (সুরক্ষা) প্রদান আইন সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা করতে হবে; ▪ অন্তঃ- ও আন্তঃ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন ও জোরদার করতে হবে; ▪ দীর্ঘদিন ধরে চলমান অনিষ্পন্ন দুর্নীতির মামলা নিষ্পত্তিতে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ▪ কমিশনের সদস্য ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে আচরণ বিধি প্রণয়ন করতে হবে।

সারণি ২৬: দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মপরিকল্পনার ওপর পর্যবেক্ষণ

কর্মপরিকল্পনা	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	পর্যবেক্ষণ
আইনি কাঠামো সংস্কারের মাধ্যমে কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এবং তদন্ত পরিচালনায় পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান	বিদ্যমান আইন সংশোধিত	স্বল্পমেয়াদে	▪ ২০১৩ সালে দুদক আইন সংশোধনের মাধ্যমে দুদকের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিধান সংযোজন করা হয়েছে ▪ দুদককে সচিব নিয়োগের ক্ষেত্রে ক্ষমতা প্রদান, তদন্ত দ্রুত শেষ করা, দুর্নীতির তথ্য প্রদানকারীর নিজের পরিচয় গোপন রাখা, অভিযোগকারীর পরিচয় প্রকাশে বাধ্য না থাকা, তদন্ত চলাকালে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (পুলিশ, র‍্যাব, মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক ইত্যাদি) থেকে তথ্য সংগ্রহের ক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদির মাধ্যমে দুদককে শক্তিশালী করা হয়েছে ▪ কিছু ধারা সংশোধনের মাধ্যমে দুদককে দুর্বল করার চেষ্টা করা হয়েছিল। যেমন, প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির তদন্ত ও মামলা দায়েরে সরকারের পূর্বানুমতির বিধান। তবে দুদককে দুর্বল করতে পারে এমন সংশোধনীটিকে রহিত করে হাইকোর্ট নির্দেশনা জারি করেছে। ▪ দুদকের তদন্ত ও মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে[২৫] তবে তদন্ত পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়।[২৬]
কমিশনের কার্যক্রমের অধিকতর নিরপেক্ষতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ	বিদ্যমান আইন সংশোধিত	মধ্যমেয়াদে	▪ কমিশনের কার্যক্রমের অধিকতর নিরপেক্ষতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণে নানমুখী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যেমন, দুদকের তথ্য উন্মুক্ততা বৃদ্ধি ইত্যাদি ▪ বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক বিবেচনায় কমিশনার নিয়োগ এবং মামলা দায়ের ও প্রত্যাহার করার অভিযোগ রয়েছে[২৭]
কমিশনের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ	প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণীত ও তদনুসারে কার্যক্রম বাস্তবায়িত	চলমান	▪ কমিশনের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকার ও দাতাদের সহায়তায় ও নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় দুদক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য দেশে বিদেশে নানা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে[২৮]
বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন	কমিশন কর্তৃক চাহিবামাত্র তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ লাভ	স্বল্পমেয়াদে	▪ কমিশনের সাথে বিভিন্ন সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় কিছুটা উন্নয়ন হলেও আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয়ে ঘাটতি রয়েছে যার জন্য বিভিন্ন সংস্থা থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও সহায়তা পেতে দীর্ঘসূত্রতা বা জটিলতার শিকার হতে হয়[২৯]
প্রমাণিত উৎকৃষ্ট অনুশীলন (বেস্ট প্রাকটিস) অনুকরণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে	উৎকৃষ্ট অনুশীলন-পদ্ধতির উত্তরোত্তর বাস্তবায়ন	মধ্যমেয়াদে	▪ প্রমাণিত উৎকৃষ্ট অনুশীলন অনুসরণ করার ক্ষেত্রে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

---

[২৫] দুর্নীতি দমন কমিশন, বাংলাদেশ, বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৩

[২৬] আমিনুজ্জামান, অধ্যাপক সালাউদ্দিন এম ও অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, (২০১৪) *জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার বিশ্লেষণ: বাংলাদেশ*, ঢাকা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ।

[২৭] প্রাগুক্ত

[২৮] দুর্নীতি দমন কমিশন, বাংলাদেশ, বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৩

[২৯] ইসলাম, শাম্মী লায়লা ও সাধন কুমার দাস (২০১৩), *জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি*, ঢাকা: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এবং Zaman, Iftekhar, Shadhan Kumar Das, and Shammi Laila Islam (2011) *UN Convention against Corruption Civil Society Review: Bangladesh 2011*, Berlin: Transparency International.

প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার সাধন			
সরকারি প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যমের মাধ্যমে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ	কার্যকর দুর্নীতি-বিরোধী অভিযান বাস্তবায়িত	স্বল্পমেয়াদে এবং অব্যাহতভাবে	▪ স্থানীয় নাগরিকদের অংশগ্রহণে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি ও সততা সংঘ গঠন করে জনসচেতনতা তৈরির উদ্যোগ রয়েছে
দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার ইউনিট ও নৈতিকতা কমিটি গঠন ও শক্তিশালীকরণে সহায়তা প্রদান	'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' অনুযায়ী শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ইউনিটসমূহ গঠিত ও কার্যকর	স্বল্পমেয়াদে	▪ জাতীয় শুদ্ধাচার ইউনিট ও নৈতিকতা কমিটি গঠিত হয়েছে
দুর্নীতি প্রতিরোধে নিয়োজিত ব্যক্তিদের দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য মনিটরিং সেল প্রতিষ্ঠা	মনিটরিং সেল প্রতিষ্ঠিত	স্বল্পমেয়াদে	▪ একটি সেল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে
জনপ্রতিনিধিসহ রাজনৈতিক নেতাদের দুর্নীতি-বিরোধী কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা	নেতাদের দুর্নীতি-বিরোধী প্রচারণা ও কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ	স্বল্পমেয়াদে	▪ রাজনৈতিক নেতাদের দুর্নীতি বিরোধী প্রচারণায় ও কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণে দুদকের কার্যকর আনুষ্ঠানিক উদ্যোগের অভাব রয়েছে
অর্থসম্পদ পাচার রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ	'মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন' অব্যাহতভাবে বাস্তবায়িত	স্বল্পমেয়াদে এবং অব্যাহতভাবে	▪ আইনী কাঠামো তৈরি হয়েছে এবং কিছুক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যেমন, বিদেশে পাচারকৃত ২.০৪ মিলিয়ন সিঙ্গাপুর ডলার ও ০.৯৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাংলাদেশে ফেরত এসেছে[৩০] ▪ অর্থ পাচার অনুসন্ধান ও তদন্ত সংখ্যা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি ▪ প্রয়োগে প্রতিবন্ধকতা থাকায় বিদেশে পাচারকৃত অর্থ উদ্ধারে সাফল্য উল্লেখযোগ্য নয়

৫.১০ স্থানীয় সরকার

সংবিধানের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদবলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিষ্ঠা এবং তাদের কার্যাবলী পরিচালিত হয় এবং এই প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রশাসন ও সরকারি কর্মচারীদের কার্য, জনশৃঙ্খলা রক্ষা, এবং জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে। স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার সাথে জড়িয়ে আছে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, উন্নয়ন, সরকারি সেবাসমূহে সহজ প্রবেশযোগ্যতা ইত্যাদি। এই ভিত্তিতেই স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার বিকশিত হয়েছে এবং ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভার মতো নানা স্তর তৈরি হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে স্থানীয় সরকারের অন্তর্ভুক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত কৌশলপত্রে বর্ণিত চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশের সাথে টিআইবি কর্তৃক চিহ্নিত আরো কিছু চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশ এবং কৌশলপত্রের কর্মপরিকল্পনার ওপর পর্যালোচনা নিম্নে সারণিতে (২৭, ২৮, ২৯) উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ২৭: স্থানীয় সরকারের চ্যালেঞ্জ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে বর্ণিত চ্যালেঞ্জ	টিআইবি কর্তৃক চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ আরো কিছু চ্যালেঞ্জ
▪ **স্থানীয় পর্যায়ে সেবাসমূহের মান উন্নয়ন ও সমন্বয় সাধন;** ▪ **স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়বদ্ধতা-পদ্ধতির উন্নয়ন;** ▪ **স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা- কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি;** ▪ **সামাজিক-অর্থনৈতিক-ভৌগোলিক বাস্তবতার আলোকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে সম্পদ বরাদ্দ বৃদ্ধিকরণ;** ▪ **স্থানীয় সরকারের কেন্দ্রবিন্দু স্থিরীকরণ;**	▪ কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের তহবিল নির্ভরতা অধিক হওয়ায় স্থানীয় সরকারের এখতিয়ারে সরকারের জোরালো হস্তক্ষেপ; ▪ সংসদ সদস্য এবং আমলাতন্ত্রের প্রভাবে স্থানীয় সরকারের ধারণাগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীন সত্তা তৈরি হওয়ার পথে বাধা; ▪ জেলা পরিষদে এখনও নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া; ▪ স্থানীয় সরকারের প্রতিটি পর্যায়ে দুর্নীতির ব্যাপকতা;

[৩০] প্রাগুক্ত।

▪ **দায়িত্ব ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ;** ▪ **স্থানীয় রাজস্ব সংগ্রহ ও তার ভিত্তি বৃদ্ধি করার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালীকরণ;**	▪ স্থানীয় সরকারের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যকর কর্মকৌশলের অনুপস্থিতি; ▪ স্থানীয় পর্যায়ে রাজস্ব সংগ্রহের পরিধি খুবই সীমিত; ▪ কেন্দ্রীয় সরকারের রাজনীতির প্রভাব বলয় স্থানীয় সরকারে বিস্তৃত - যা স্থানীয় শাসনের মূল চেতনার পরিপন্থী।

সারণি ২৮: স্থানীয় সরকারের জন্য সুপারিশ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে উল্লিখিত সুপারিশ	টিআইবি কর্তৃক প্রস্তাবিত গুরুত্বপূর্ণ আরো কিছু সুপারিশ
▪ **স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ;** ▪ **উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সংসদ সদস্যদের এখতিয়ার সুনির্দিষ্টকরণ;** ▪ **জেলা পরিষদের কর্মপরিধি নির্দিষ্ট করা এবং জেলা-স্তরে কর্মরত অন্যান্য কর্মকর্তার সঙ্গে সম্পর্ক স্পষ্টকরণ;** ▪ **সরকারি সম্পদে জনগণের উন্নততর ও ন্যায্যতর অধিকার প্রতিষ্ঠা;** ▪ **স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির পদ্ধতিগত সংস্কার ও উন্নয়ন সাধন;** ▪ **স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সৃজনশীল এবং বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ;** ▪ **স্থানীয় সরকারে নিয়োজিত জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও ‘স্থানীয় সরকার সার্ভিস’ প্রতিষ্ঠা;**	▪ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্ষমতার বিকেন্দ্রায়ন করার জন্য এসব প্রতিষ্ঠানে সংসদ সদস্য ও সরকারি কর্মকর্তাদের প্রাধান্য হ্রাস করতে সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন করতে হবে; ▪ নির্বাচনী ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের প্রতিটি স্তরে নেতৃত্ব তৈরি করে স্থানীয় প্রশাসনকে তার নির্বাহীর দায়িত্ব পালন করতে হবে; ▪ স্থানীয় শাসনের মূল চেতনা তৈরিতে সরকার, সংসদ সদস্য, সরকারি কর্মকর্তা, এবং জনপ্রতিনিধিদের একক অবস্থান তৈরি করতে হবে; ▪ স্থানীয় সরকারের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

সারণি ২৯: স্থানীয় সরকারের কর্মপরিকল্পনার ওপর পর্যবেক্ষণ

কর্মপরিকল্পনা	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	পর্যবেক্ষণ
সামাজিক-অর্থনৈতিক-ভৌগোলিক বাস্তবতার আলোকে (জনসংখ্যা, আয়তন, অনগ্রসরতা) স্থানীয় সরকারসমূহে সম্পদ বরাদ্দ বৃদ্ধিকরণ	বাৎসরিকভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বরাদ্দ	স্বল্পমেয়াদে	▪ স্থানীয় সরকারে সম্পদ বরাদ্দ বৃদ্ধির উদ্যোগ রয়েছে, কিছুক্ষেত্রে বাজেট বেড়েছে। যেমন, ২০০৭-০৮ অর্থবছর থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছর পর্যন্ত জাতীয় বাজেট বিশ্লেষণ করে দেখা যায় জাতীয় বাজেটে স্থানীয় সরকার খাতের স্থানীয় সরকার বিভাগে বরাদ্দের পরিমাণ বাড়ছে।[৩১] ▪ যেহেতু স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক সক্ষমতা তৈরি হয় নি তাই তাদের অতিরিক্ত নির্ভর করতে হয় কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর, যেখান থেকেও তারা প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম বরাদ্দ পায়। যার ফলে তাদের স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের ভিত্তির পরিসর বৃদ্ধিকরণ	নতুন ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে কর সংগ্রহের সুযোগদান; ‘বিক্রয় কর’, ‘মূল্য সংযোজন কর’ আহরণ করার আইনি ভিত্তি প্রদান	মধ্যমেয়াদে	▪ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের আয় বৃদ্ধির বিভিন্ন প্রচেষ্টা করা হলেও ইউনিয়ন পরিষদসহ অন্যান্য পরিষদে খুব একটা কার্যকর পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না[৩২]
স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা, কর্মচারীদের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণের জন্য	সংগঠিত নাগরিকগোষ্ঠী কর্তৃক রিপোর্ট কার্ড দাখিল এবং স্থানীয় সরকারের সংস্থাসমূহ থেকে তথ্য লাভ	মধ্যমেয়াদে	▪ সুশীল সমাজের উদ্যোগে এবং তথ্যাধিকার আইনের ফলে তথ্যে জনগণের কিছুটা প্রবেশাধিকার তৈরি হলেও তা সামগ্রিক প্রেক্ষিতে এখনও উল্লেখযোগ্য নয়

[৩১] ইসলাম, রবিউল, নাহিদ শারমীন ও ফারহানা রহমান, *স্থানীয় সরকার খাত: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় (২০১৪)*, ঢাকা: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ।
[৩২] প্রাগুক্ত

নাগরিক উদ্যোগ গ্রহণ			▪ কিছু স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট থাকলেও সেখানে হালনাগাদকৃত তথ্য থাকে না
স্থানীয় সরকারে (বিশেষত উপজেলা ও জেলা পরিষদ) সংসদ সদস্য ও সরকারি কর্মকর্তাদের ভূমিকা ও এখতিয়ার সুনির্দিষ্টকরণ	গাইডলাইন প্রণীত	স্বল্পমেয়াদে	▪ উপজেলা ও জেলা পরিষদে সংসদ সদস্য, সরকারি কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধিরা অনেকক্ষেত্রে ত্রিমুখী স্বার্থ সম্পর্কিত দ্বন্দ্বে জড়িয়ে গেলেও তা থেকে উত্তরণে এখনও কার্যকর কোনো আইনী সংস্কার করা হয় নি[৩৩]
জেলা পরিষদের কর্মপরিধি নির্ধারণ এবং জেলাকে স্থানীয় সরকারের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে চিহ্নিতকরণ	কর্মপরিধি নির্ধারিত ও স্পষ্টীকৃত	মধ্যমেয়াদে	▪ আইনানুযায়ী জেলা পরিষদে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হওয়ার কথা থাকলেও এখনও তা বাস্তবায়িত হয় নি এবং জেলা পরিষদে সরকারি কর্মকর্তাদের কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে[৩৪]
স্থানীয় সরকার সার্ভিস প্রবর্তন	স্থানীয় সরকার সার্ভিস বিধি প্রণয়ন ও তদনুসারে লোকবল নিয়োগ	দীর্ঘমেয়াদে	▪ স্থানীয় সরকার সার্ভিস বিধি প্রণীত হয় নি
স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের প্রতিবেদন	চলমান	▪ স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় সংসদ সদস্য এবং সরকারি কর্মকর্তারা স্থানীয় শাসনের ওপর দেশে ও বিদেশে নিয়মিত প্রশিক্ষণ, সেমিনার বা অভিজ্ঞতা বিনিময়ে অংশগ্রহণ করেন যা স্থানীয় সরকারের কার্যক্রমে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে ▪ নিয়মিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের ফলে নারী প্রতিনিধিদের নিজ এখতিয়ার ও অংশগ্রহণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরি হচ্ছে

৬. প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিশ্লেষণ: অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান

৬.১ রাজনৈতিক দল

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ও ক্রিয়াশীলতা অপরিহার্য। রাষ্ট্র ও জনগণের মধ্যবর্তী অবস্থানে থেকে এবং দল কর্তৃক মনোনীত ও জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে রাজনীতিবিদরা রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গের কৃত্য পরিচালনা করেন। তাঁরা আইনসভার সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়ে আইন প্রণয়ন করেন, সরকার গঠন করে রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ পরিচালনা করেন। বাংলাদেশে বর্তমানে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ৩৬টি। বাংলাদেশে স্বাধীনতা অর্জন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক দলসমূহই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সার্বিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক দলসমূহের কর্মকাণ্ডে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠাও অত্যন্ত জরুরি। তবে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে উল্লিখিত রাজনৈতিক দলগুলোর প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ হলো: রাজনৈতিক দলসমূহে অধিকতর গণতন্ত্র-চর্চা; দলের তহবিল ব্যবস্থাপনায় অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়ন; নাগরিকদের প্রয়োজন সম্পর্কে অধিকতর সচেতনতা প্রদর্শন; এবং সাংঘর্ষিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিহার। এর সাথে টিআইবি আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ তুলে ধরে - হিসাব-রক্ষণ, আয়-ব্যয়ের প্রতিবেদন প্রণয়ন, জনগণের জন্য তথ্য প্রকাশ, তথ্যের সত্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা, নির্বাচন কমিশনের সাথে সম্পর্ক ইত্যাদি সূচকে রাজনৈতিক দলগুলোর গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিতামূলক আচরণ না করা; রাজনৈতিক দলের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় নির্বাচন কমিশনের দুর্বল ভূমিকা; রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় সুশীল সমাজ, উন্নয়ন সহযোগী, গণমাধ্যমের সক্রিয় ভূমিকা।

এ সকল চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে কতগুলো সুপারিশ দেওয়া হয়েছে - গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ গঠনতন্ত্র প্রণয়ন ও প্রবর্তন; সুস্পষ্ট নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়ন ও নির্বাচনের পর তার যথাযথ বাস্তবায়ন; রাজনৈতিক দলের তহবিল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা; রাজনৈতিক দলসমূহ কর্তৃক একটি সম্মত আচরণবিধি প্রণয়ন ও অনুসরণ। এর সাথে টিআইবি'র সুপারিশও উল্লেখ করা হলো - প্রতিটি রাজনৈতিক দলের গণতান্ত্রিক চর্চার প্রতিফলন হিসেবে স্বচ্ছ এবং সুসংগঠিত

[৩৩] শারমীন, নাহিদ (২০১৪), *স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় উপজেলা পরিষদ: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও করণীয়*, ঢাকা: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ।
[৩৪] প্রাগুক্ত।

আর্থিক ব্যবস্থাপনা থাকা উচিত। এই লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর তহবিল সংগ্রহ, বাজেট প্রণয়ন ও আয়-ব্যয়ের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা উচিত; নির্বাচন কমিশনের সাথে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত তাদের আয়-ব্যয়সহ সার্বিক হিসাবরক্ষণ ও প্রতিবেদন ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া; গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে রাজনৈতিক দলগুলোকে গোপনীয়তার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করা; এবং রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী আইন অনুযায়ী জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলীয় প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণার আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রদানের বাধ্যবাধকতা কার্যকর করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণসহ সক্রিয় ভূমিকা পালন করা।

সুপারিশ বাস্তবায়নে পরিকল্পিত কার্যক্রমসমূহ হলো, গণপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুসরণে দলসমূহের গঠনতন্ত্র বাস্তবায়ন, রাজনৈতিক দলের আচরণ সম্পর্কে সম্মত বিধি প্রণয়ন ও অনুসরণ, প্রার্থী মনোনয়ন ও দলীয় তহবিল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনয়ন, ট্রেড ইউনিয়ন, সুশীল সমাজ ও পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের পরামর্শ উৎসাহিতকরণ। এ সকল কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিশ্লেষণে স্বতন্ত্র পর্যালোচনায় পাওয়া যায়, অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্র গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ অনুসারে সংশোধিত, প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোতে প্রার্থী মনোনয়ন এবং তহবিল ব্যবস্থাপনায় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা, রাজনৈতিক দলের সাথে ট্রেড ইউনিয়ন, সুশীল সমাজ ও পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানসমূহের পরামর্শসভা বৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য কোনো আচরণবিধি না হওয়া। তবে টিআইবি পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, নির্বাচন কমিশনের সাথে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলো গঠনতন্ত্র সংশোধন করলেও দলের অভ্যন্তরে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রত্যাশিত পর্যায়ের গণতন্ত্র চর্চার ঘাটতি রয়েছে, রাজনৈতিক দলের আচরণবিধি প্রণীত না হওয়া, রাজনৈতিক দলগুলোর নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন নির্বাচন কমিশনে জমা দিলেও প্রার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত এবং অর্থের প্রভাব বিরাজমান এবং দলীয় তহবিল ব্যবস্থাপনায় পরিপূর্ণ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত নয়[৩৫] এবং রাজনৈতিক দল বা নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে দল-মতের ঊর্ধ্বে থেকে ট্রেড ইউনিয়ন, সুশীল সমাজ ও পেশাজীবীদের সাথে রাজনৈতিক দলের পরামর্শ সভার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয় নি।

রাজনৈতিক দলগুলোর এই সকল পরিবর্তন তাদের নিজস্ব প্রণোদনা বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের যেমন, নির্বাচন কমিশন সহযোগীর বা চাপসৃষ্টিকারীর ভূমিকার ফলে হয়েছে। কিন্তু জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিটের কোনো নির্দেশনা, বা সহায়তা ছিলো না। এখনও পর্যন্ত রাজনৈতিক দলে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে যথাযথ দিক-নির্দেশনা দেওয়ার পদ্ধতি বা উপায় নিরূপিত হয় নি।

৬.২ বেসরকারি খাতের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বেসরকারি খাত ক্রমবর্ধমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং স্বাধীনতার পর থেকে এর ভূমিকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। বিপুল সংখ্যক ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এখন ব্যবসায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করছে, সম্পদ সৃষ্টি ও তাতে মূল্যসংযোজনে নিয়োজিত রয়েছে এবং জনগণের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করছে। জিডিপিতে বেসরকারি খাতের অবদান ক্রমবর্ধমান। বিপুল আয়তনের এই সেক্টরের শুদ্ধাচার যেমন উন্নয়নের জন্য জরুরি তেমনই জনকল্যাণ ও জনসেবা নিশ্চিত করার জন্যও তা আবশ্যকীয়। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে এই খাতের কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করা হয়েছে।

ব্যাংক-ঋণখেলাপি সমস্যার সমাধান, উন্নততর কর্পোরেট ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন, কর্মচারীদের ন্যায্য ও কর্ম সম্পাদনভিত্তিক মজুরি ও বেতন প্রদান, ভোক্তা অধিকার ও দেউলিয়া আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ, মাল্টিলেভেল মার্কেটিং ব্যবসায়ে নিয়মনিষ্ঠা আনয়ন, ব্যবসায় প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়ন করে যোগসাজশমূলক আচরণ প্রতিরোধ, চেম্বার ও সমিতিসমূহের মধ্যে স্বনিয়ন্ত্রণ, স্বচ্ছতা ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা। এ থেকে উত্তরণে জন্য উল্লিখিত সুপারিশসূহ হলো, বেসরকারি খাতের নিয়ন্ত্রণকারী আইন যেমন, 'দেউলিয়া আইন', 'ভোক্তা সুরক্ষা আইন'-এর কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ, বেসরকারি খাতের উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, 'ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি সেন্টার'- প্রভৃতির কার্যক্রম জোরদারকরণ, মূল্য নির্ধারণে একাধিপত্য প্রতিরোধ, পরিবেশ সংরক্ষণ, শ্রম আইন অনুসরণ এবং ন্যূনতম ও ন্যায্য মজুরি প্রদানের বিষয়ে চেম্বার ও সমিতিসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও

[৩৫] Akram, Shahzada M., Shadhan Kumar Das, and Tanvir Mahmud (2010) *Political Financing in Bangladesh*, Dhaka: Transparency International Bangladesh এবং দাস, সাধন কুমার ও শাহজাদা এম আকরাম (২০১৩), *কার্যকর নির্বাচন কমিশন: অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়*, ঢাকা: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ।

তদারকি জোরদারকরণ, শুদ্ধাচারের অগ্রদূত হিসেবে চিহ্নিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহকে পুরস্কৃত করার মাধ্যমে উৎকৃষ্ট অনুশীলনকে উৎসাহিত করা, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথাযথ আয়কর প্রদানে উৎসাহিত ও বাধ্য করা, জাতীয় বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা পরিষদ গঠন, অনৈতিক উপায়ে ব্যবসা সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইনি ও প্রশাসনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা, এবং 'মাল্টিলেভেল মার্কেটিং' ব্যবসার ক্ষেত্রে সুষ্ঠু আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠা।

এ সকল সুপারিশ বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রমগুলো হলো, ব্যবসায় স্বনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদারকরণ, ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে দেউলিয়া আইনের কার্যকর প্রয়োগ, ব্যবসায় প্রতিযোগিতা আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, কর্পোরেট পরিচালন বিধি লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, ন্যায্যতা ও কৃতিভিত্তিক বেতন, মজুরি ও সুবিধা প্রদানের বিষয়ে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠা, যথাযথ ও নিয়মিত কর পরিশোধে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহিতকরণ এবং শ্রেষ্ঠ অনুশীলনকারীদের পুরস্কার প্রদান, ভোক্তা অধিকার আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, মাল্টিলেভেল মার্কেটিং ব্যবসার ক্ষেত্রে আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠা, 'মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি'র পরিবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা এবং 'ইনসিওরেন্স ডেভেলপম্যান্ট অ্যান্ড রেগুলেটরি অথরিটি'র (আইডিআরএ) কার্যক্রম জোরদার করা। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্বতন্ত্র পর্যালোচনায় এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, ব্যবসায় স্বনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদাকরণ অর্জিত হয়েছে, আর বাকি সকল কার্যক্রম চলমান। তবে এ সকল ক্ষেত্রে টিআইবি'র পর্যবেক্ষণ হলো, সরকারের সাথে যোগসাজশের মাধ্যমে ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর সুবিধা অর্জন ও সুস্থ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র প্রভাবিত করার সংস্কৃতি বন্ধ করতে ব্যর্থতা রয়েছে, খুব কম হলেও কিছুক্ষেত্রে দেউলিয়া আইনের প্রয়োগ হচ্ছে, প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ প্রণীত হলেও জাতীয় প্রতিযোগিতা কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয় নি, কর্পোরেট পরিচালনা বিধি লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে কিছু ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া হলেও দেশে এখনও কর্পোরেট গভর্নেন্স-এর সংস্কৃতি তৈরি হয় নি এবং স্বচ্ছ নীতি অনুসরণ করে আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হয় না, ভোক্তা অধিকার আইন ২০০৯ প্রণীত এবং খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধের লক্ষ্যে একটি উপ-কমিটি গঠিত হলেও বাস্তবায়নে অগ্রগতি কম, মাল্টিলেভেল মার্কেটিং কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৩ প্রণীত হলেও এখনও এর কার্যকর প্রয়োগ নাই এবং ইনসিওরেন্স কোম্পানির স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এখনও নিশ্চিত করা সম্ভব হয় নি।

স্বতন্ত্র পর্যালোচনায় শুধুমাত্র চলমান বিভিন্ন পদক্ষেপ বা কর্মকাণ্ড শুদ্ধাচার কৌশলের অধীনে এনে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত কোনো সূচক, প্রক্রিয়া, বাস্তবায়নকারী/সহযোগী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এসকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হবে তা এখনও ঠিক হয় নি।

৬.৩ এনজিও ও সুশীল সমাজ

বাংলাদেশে মানবহিতৈষী ও স্বেচ্ছাসেবামূলক জনকল্যাণকর কাজের একটি ঐতিহ্য রয়েছে। ১৯৭১ সালে যুদ্ধোত্তর বিপর্যস্ত অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সহায়তা এবং স্বতঃপ্রণোদিত ও নিবেদিতপ্রাণ কিছু মানুষের জনসেবার মনোবৃত্তি এনজিও খাতের পরিচিতি ও প্রসার ঘটায়। গত ৪২ বছরে দেশের উন্নয়নে, সমাজ পরিবর্তনে ও অধিকার আদায়ে এনজিও খাতের অর্জন সর্বমহলে স্বীকৃত। দারিদ্র্য বিমোচন, মানবাধিকার, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, নারীর ক্ষমতায়ন, সুশাসন, দুর্নীতি প্রতিরোধ, তথ্যাধিকার, পরিবেশ সংরক্ষণ, কর্মসংস্থান, আদিবাসী ও ক্ষুদ্র ধর্মীয় ও জাতিগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষা সহ অনেক বিষয়ে এনজিও খাত সরকারের সম্পূরক শক্তি হিসেবে নিরন্তর কাজ করছে। এনজিও খাতের ব্যাপক বিস্তৃতি, এর সাফল্য ও সার্বিকভাবে উন্নয়ন ও সমাজ পরিবর্তনে এর প্রভাব যেরূপ সর্বজনবিদিত, তেমনি দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় এই খাতেও জমেছে সুশাসনের বহুমুখী সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ। তাই এনজিও ও সুশীল সমাজে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন থেকেই জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে এই খাতের অন্তর্ভুক্তি।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে উল্লিখিত চ্যালেঞ্জসমূহ হলো, এনজিও ও সুশীল সমাজে প্রযোজ্য আইনি কাঠামের মধ্যে এনজিওসমূহের কার্যক্রম পরিচালনা, সুশীল সমাজের দলনিরপেক্ষ ভূমিকা পালন, সরকার, সুবিধাভোগী ও কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী এনজিওদের দায়বদ্ধতার উন্নয়ন, এনজিও-র কার্যকর পরিবীক্ষণ, আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং যাবতীয় কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, এনজিওর কার্যক্রমে আমলাতান্ত্রিকতা হ্রাস ও তার প্রসার উৎসাহিতকরণ। তবে টিআইবি তার গবেষণায় আরো কিছু চ্যালেঞ্জ উঠে আসে। তা হলো, সরকারের বিধিবহির্ভূত হস্তক্ষেপ, তহবিল ছাড়করণে দীর্ঘসূত্রতা, প্রশাসনিক অসহযোগিতা, মৌলবাদ ও গোঁড়ামি, সন্ত্রাসীদের হুমকি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজনৈতিক চাপ এবং অস্থিতিশীলতা, দাতাদের অনুদানে করারোপ, যোগ্য কর্মীর অভাব এবং দক্ষ কর্মী ধরে রাখতে না পারা, নিজস্ব সম্পদ ও অবকাঠামোর অভাব, এনজিওর মধ্যে পারস্পরিক সংহতির অভাব-বৃহৎ 'আমব্রেলা বডি' ভেঙ্গে যাওয়া, স্থায়িত্বের অনিশ্চয়তা এবং স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসনের অভাব।

এ সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে উল্লিখিত সুপারিশ হলো, আইনপ্রণেতা, নীতিনির্ধারক ও গণমাধ্যমের সঙ্গে অধিকতর মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ সৃষ্টি, এনজিওদের নিবন্ধনের জন্য একক নিবন্ধন-সংস্থা প্রতিষ্ঠা, এনজিও সংক্রান্ত আইন ও বিধিসমূহের কার্যকর বাস্তবায়ন, এনজিওসমূহের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ, এনজিওদের কর্মকাণ্ডে অধিকতর দায়বদ্ধতার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নাগরিকদের মতামত প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি, প্রত্যন্ত এলাকায় অতিদরিদ্রদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এনজিওদের কার্যক্রমের সম্প্রসারণ, এবং এনজিওদের গভর্নেন্স পদ্ধতিতে সংস্কার সাধন ও তাদের কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়ন। এ সকল সুপারিশের আলোকে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এনজিও প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা সভার আয়োজন করে। এ খাতে নৈতিকতা কমিটি গঠন এবং উল্লিখিত কার্যক্রম পর্যালোচনা, কার্যক্রমের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত কর্ম-পরিকল্পনা তৈরির জন্য এনজিও প্রতিনিধিদের ওপর দায়িত্ব অর্পন করে। এনজিও খাতের একটি স্বাধীন সত্ত্বা থাকায় এবং সুদীর্ঘ সময়ে স্বেচ্ছাসেবার মানসিকতা নিয়ে বেড়ে ওঠায় এই খাতের নিজস্ব কর্মপদ্ধতি এবং তহবিল সংগ্রহ ও তার যথোপযুক্ত ব্যবহারের নিজস্ব কৌশল রয়েছে। এপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর উদ্যোগে এবং টিআইবি'র সমন্বয়ে কয়েকটি এনজিও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে উল্লিখিত কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা করে একটি বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন করেছে যার ওপর জনসাধারণের মতামত সংগ্রহে ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত করা হয়েছে। সর্বোপরি এখনও পর্যন্ত এ খাতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কার্যক্রম বাস্তবায়নের কোনো পদ্ধতি, বা কৌশল চূড়ান্ত করা হয় নি এবং কোনো নৈতিকতা কমিটি বা ফোকাল পয়েন্ট গঠিত হয় নি। এনজিও ও সুশীল সমাজ সংক্রান্ত কৌশলপত্রের কর্মপরিকল্পনার ওপর পর্যালোচনা নিম্নে সারণিতে উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ৩০: এনজিও ও সুশীল সমাজের কর্মপরিকল্পনার ওপর পর্যবেক্ষণ

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	পর্যবেক্ষণ
সরকারি নীতিনির্ধারণমূলক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি ও কর্মকাণ্ডের বিষয়ে এনজিও'র সঙ্গে অধিকতর মিথস্ক্রিয়ার (ইন্টারঅ্যাকশন) সুযোগ সৃষ্টি	আয়োজিত সেমিনার, কর্মশালা, সিম্পোজিয়ামে সুশীল সমাজের সদস্যবৃন্দ, এনজিও ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ; সুশীল সমাজের পরামর্শদান, তাদের গবেষণামূলক কাজ ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার বিকাশ	চলমান ও দীর্ঘমেয়াদে	▪ সরকারি প্রতিষ্ঠান কোনো কোনো এনজিও প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় করে ▪ জিও ও এনজিও'র যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো প্রণয়নের উদ্যোগ চলমান রয়েছে
এনজিওদের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়ন	এনজিও ও স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট দাখিলকৃত রিপোর্ট কার্ড; বাৎসরিক বাজেট জনসমক্ষে প্রকাশ; ওয়েবসাইটে নিয়মিতভাবে কার্যক্রম উপস্থাপন	স্বল্পমেয়াদে	▪ কিছু এনজিও নিজ ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও তাদের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা আনয়নে সার্বিক কোনো কাঠামো বা পদ্ধতি তৈরি নাই
এনজিও'র অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উন্নয়ন	এনজিওদের সেবাপ্রদানকারী, সেবাগ্রহীতাদের সংগঠনের পদ্ধতি, উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুষ্ঠু তথ্য লাভ ও অনুসরণ	দীর্ঘমেয়াদে	▪ কিছু এনজিও নিজ উদ্যোগে উন্নত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ কাঠামো অনুসরণ করলেও এনজিও খাতের জন্য সার্বিক কোনো কাঠামো বা পদ্ধতি নাই
এনজিওসমূহের প্রমিত হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তন	প্রমিত হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তিত	মধমেয়াদে	▪ কিছু এনজিও নিজ উদ্যোগে উন্নত হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তন করলেও সকল ধরনের এনজিওতে প্রমিত হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করা সম্ভব হয় নি
এনজিও-র নিয়োগে স্বচ্ছতা বিধানে প্রয়োজনীয় আইন/বিধি/ নীতিমালা প্রণয়ন	স্বচ্ছ নিয়োগনীতি প্রতিপালিত	মধ্যমেয়াদে	▪ এনজিও'র কর্মী নিয়োগে নিজস্ব প্রক্রিয়া অনুসরণ করলেও এ ব্যাপারে সকল এনজিও এখনও কোনো প্রমিত নীতিমালা অনুসরণ করে না

এনজিও ও সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমের অপ্রয়োজনীয় দ্বৈততা পরিহার করে সম্পূরকতা ও সমন্বয় সাধন	সরকার ও এনজিওর উন্নয়ন কর্মসূচি সম্পূরক কার্যক্রম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত	দীর্ঘমেয়াদে	▪ অপ্রয়োজনীয় দ্বৈততা রোধে সরকার বা এনজিওদের দিক থেকে পর্যাপ্ত উদ্যোগ গ্রহণের ঘাটতি রয়েছে

৬.৪ পরিবার

সমাজ গঠনের অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে পরিবার। মানব জীবনের নৈতিকতা ও মূল্যবোধ গড়ে ওঠে পরিবার থেকে। পারিবারিক তথা সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে সমাজে দুর্নীতির প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। তাই মানুষের মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনে পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম হওয়ায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে পারিবারিক মূল্যবোধের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আর এটা অর্জনে প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো হলো, পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ়করণ, পরিবারে নৈতিক শিক্ষাদানকে প্রসারিত ও জোরদারকরণ এবং রোল মডেলদের কার্যক্রম উৎসাহিতকরণ। এগুলো থেকে উত্তরণে শুদ্ধাচার কৌশলে প্রদত্ত সুপারিশগুলো হলো:

- শিশুদের মধ্যে নৈতিক শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব প্রদান করার ক্ষেত্রে পিতা-মাতাদের উৎসাহ জোগানো;
- নাগরিকদের স্বেচ্ছা-উদ্যোগে উৎসাহ প্রদান;
- 'রোল মডেলদের' কর্ম ও কীর্তি প্রচার ও প্রসার ঘটানো;
- শিশু-কিশোর, পিতামাতা এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠান তথা বিদ্যালয়, ধর্ম ও ন্যায়ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, শিল্প ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর মধ্যকার অধিকতর যোগাযোগ উৎসাহিতকরণ।

এ সকল সুপারিশ বাস্তবায়নে কতগুলো কর্মপরিকল্পনা নির্দেশিত রয়েছে। সেগুলো হলো: শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মাতাপিতাদের মত বিনিময়ের আয়োজন করা, শিশু-কিশোর ও তরুণ-তরুণীদের স্বেচ্ছাসেবা, দেশপ্রেম ও জনসেবামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান, 'রোল মডেলদের' কর্ম ও কীর্তি প্রচার প্রসার ঘটানো, শিক্ষাগত ও পেশাগত উন্নয়ন বিষয়ে কমিউনিটিভিত্তিক শিশু ও যুব কল্যাণ কেন্দ্রসমূহকে সহায়তা দান। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্বতন্ত্র পর্যালোচনায় বর্তমানে চলমান বিভিন্ন উদ্যোগের যেমন, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে মাতা-পিতাদের মতবিনিময়, শিশুদের জনসেবা ও স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধকরণ সাথে এই সকল কর্মপরিকল্পনার একটি যোগসূত্র তৈরি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে টিআইবি'র পর্যবেক্ষণ হলো, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কিছু ক্ষেত্রে মতবিনিময় হলেও সেখানে শুদ্ধাচারের বিষয়টি অগ্রাধিকারমূলকভাবে আলোচিত হয়না, স্বেচ্ছাসেবায় শিশু-কিশোর ও তরুণ-তরুণীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের আওতায় সুনির্দিষ্ট ও ব্যাপকভিত্তিক কোনো পদক্ষেপ দৃশ্যমান না, রোল-মডেলদের কীর্তি প্রচারের বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে কিছু উদ্যোগ রয়েছে। তবে শিক্ষাগত ও পেশাগত উন্নয়ন বিষয়ে কমিউনিটিভিত্তিক শিশু ও যুবকল্যাণ কেন্দ্রসমূহকে সহায়তা দানে সুনির্দিষ্ট কোনো পদক্ষেপ নাই।[৩৬]

এ সকল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কে, কোন ধরনের ভূমিকা পালন করে, তা কিভাবে পরিমাপ করা হবে, কিভাবে প্রণোদনা তৈরি করা হবে ইত্যাদি বিষয়ে এখনও কোনো পদ্ধতি বা উপায় বা প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা হয় নি।

৬.৫ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান

'প্রত্যেক মানুষের শিক্ষার অধিকার' জাতিসংঘ মানবাধিকার ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত একটি অন্যতম অধিকার। সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে (ক ও গ) প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে যে, "রাষ্ট্র একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন"।[৩৭] বাংলাদেশ সরকার সে লক্ষ্যে ১৯৯২ সাল থেকে সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে; এরপর ১৯৯৩ সালে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কার্যক্রম এবং ২০০২ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমে সামাজিক তত্ত্বাবধান নিশ্চিতকরণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। একইসাথে এক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে।

---

[৩৬] Cabinet Division, Government of the People's Republic of Bangladesh (2013). *An Independent Review of National Integrity Strategy (NIS).*

[৩৭] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ১৭ (ক ও গ)।

- শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকর সামাজিক তত্ত্বাবধান;
- নৈতিকভাবে শুদ্ধ জীবন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষা ও ধর্মবিশ্বাসভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বতঃতৎপর ভূমিকা পালন;
- সহায়ক শিক্ষণ পদ্ধতিসহ পর্যাপ্ত সামগ্রী ও সম্পদ প্রদান।

এ অবস্থা থেকে উত্তরণে সুপারিশগুলো হলো: নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে সাধারণ ও ধর্মভিত্তিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে অধিকতর সক্ষম করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়তা দান; সাধারণ শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে নৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটানো; উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে স্থানীয় প্রতিনিধি ও সুশীল সমাজের তদারকি বৃদ্ধি ও তাদের সুপারিশ বাস্তবায়ন; এবং মেয়েদের উপবৃত্তির পরিসর বৃদ্ধি। এছাড়াও ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে শিক্ষাকে সামাজিক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্র হিসেবে দেখতে হবে।

সুপারিশ বাস্তবায়নে পরিকল্পিত কর্মসূচিগুলো হলো, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল বিদ্যালয়ে নৈতিক শিক্ষা কার্যক্রম জোরদারকরণ, সাধারণ শিক্ষায় নৈতিক শিক্ষার পাঠক্রম ও উপযুক্ত শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তন, বিদ্যায় ও ধর্মভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তদারকিতে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সম্পৃক্তকরণ এবং মেয়ে-শিশুদের উপবৃত্তির পরিসর বৃদ্ধি। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্বতন্ত্র পর্যালোচনা প্রতিবেদনে শিক্ষা খাতে চলমান বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত করে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে। সেখানে তুলে ধরা হয়েছে, বিদ্যালয়গুলোতে জাতীয় সংগীত গাওয়ার পর নৈতিকতার শিক্ষা দেওয়া, বিদ্যালয়গামী বালক-বালিকাদের বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রমে নিয়োজিত করা, ধর্মীয় ও নৈতিকতার শিক্ষা বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা, স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধিদের বিদ্যালয় কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা ইত্যাদি কার্যক্রম। তারপরও এ সকল কার্যক্রম সারা দেশে বিস্তৃত বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থায় (যেমন, সাধারণ শিক্ষা, মাদ্রাসা ভিত্তিক শিক্ষা, ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা) সমানভাবে অনুসরণ বা প্রতিপালন করা হচ্ছে না। কারণ এ বিষয়ে সরকারের দিক থেকে ব্যাপকভিত্তিক নীতিগত কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নি। টিআইবি'র আরো কয়েকটি পর্যবেক্ষণ হলো, সকল প্রকার বিদ্যালয়ে নৈতিক শিক্ষাদানে ঘাটতি রয়েছে, পাঠ্যসূচিতে নৈতিক শিক্ষা থাকলেও দুর্নীতি রোধ ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিফলিত হয় না, বিদ্যালয় ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের তদারকিতে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সম্পৃক্তকরণের বিষয়টি কাঠামোগতভাবে এখনও নির্ধারিত নয়।, তবে উপবৃত্তির আওতায় মেয়েশিশুদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সার্বিকভাবে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে এখনও কোনো পদ্ধতি বা উপায় বা প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা হয় নি।

৬.৬ গণমাধ্যম

গণমাধ্যম রাষ্ট্রের জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। তথ্য অবহিতকরণ, শিক্ষাদান, বিনোদন এবং জনমত গঠনে গণমাধ্যমের ভূমিকা অপরীসীম। এছাড়া রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, কার্যকর আইন ও নীতি প্রণয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও আইনের শাসন নিশ্চিতকরণে, সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায়, দুর্নীতি প্রতিরোধে, তথ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সর্বোপরি জনগণ ও রাষ্ট্রের মধ্যে সেতুবন্ধন স্থাপনে গণমাধ্যমের ভূমিকা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। বর্তমানে বাংলাদেশে ৪৭১টি দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক ও ষাণ্মাসিক পত্রিকা মিডিয়া-লিস্টভুক্ত। এছাড়া ১১টি বেসরকারি এফ.এম. বেতারকেন্দ্র, ১৪টি কমিউনিটি রেডিও, বেশ কয়েকটি কেন্দ্রের মাধ্যমে সরকারি রেডিও এবং ৩টি সরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এবং ২৭টি বেসরকারি চ্যানেল সম্প্রচারের কাজ করছে। এই বিপুল আকারের গণমাধ্যমের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং ব্যবসায়িক স্বার্থের ঊর্ধ্বে থেকে গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিতকরণে গণমাধ্যমে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত জরুরি। গণমাধ্যম সংক্রান্ত কৌশলপত্রে বর্ণিত চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশের সাথে টিআইবি কর্তৃক চিহ্নিত আরো কিছু চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশ এবং কৌশলপত্রের কর্মপরিকল্পনার ওপর পর্যালোচনা নিম্নে সারণিতে (৩১, ৩২, ৩৩) উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ৩১: গণমাধ্যমের চ্যালেঞ্জ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে বর্ণিত চ্যালেঞ্জ	টিআইবি কর্তৃক চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ আরো কিছু চ্যালেঞ্জ
▪ **তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আওতায় গণমাধ্যম কর্তৃক যাচিত তথ্য লাভ;** ▪ **গণমাধ্যমের বিচ্যুতি সম্পর্কে প্রেস কাউন্সিলের স্বতঃপ্রবৃত্ত ব্যবস্থা গ্রহণ;** ▪ **ব্যবসায়িক ও দলগত স্বার্থমুক্ত নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ গণমাধ্যমের প্রতিষ্ঠা;**	▪ গণমাধ্যমের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোতে সুশাসনের ঘাটতি - নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব, অর্গানোগ্রাম ও গভর্নিং বডির অনুপস্থিতি; কাজের নির্দিষ্ট সময় না থাকা; কর্মীর পাওনা পরিশোধে অনীহাসহ নানা প্রাতিষ্ঠানিক অনিয়ম ও দুর্নীতি; ▪ আইনী সীমাবদ্ধতা - অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য আচরণবিধি না থাকা, সংবাদপত্রের জন্য প্রযোজ্য নিরীক্ষা আইন না থাকায়

▪ **সাংবাদিকদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন এবং এর অনুসরণ;** ▪ **সাংবাদিকদেরকে সার্বিক নিরাপত্তা বিধান;**	প্রয়োজনীয় আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারা, লিখিত নীতিমালার অভাব; ▪ সংবাদকর্মীদের অধিকার রক্ষিত না হওয়া - ওয়েজবোর্ড সংক্রান্ত সমস্যা ও অনিয়ম, ওয়েজবোর্ড বাস্তবায়ন না হওয়া; ▪ ক্ষেত্রবিশেষে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন ও পেশাদারিত্বে সক্ষমতার ঘাটতি; ▪ গণমাধ্যমে নারীদের জন্য অনুপযুক্ত কর্ম-পরিবেশ এবং তারা বেতন-ভাতা-প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার; ▪ বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতিতে গণমাধ্যম কর্মীদের সম্পৃক্ততা;

সারণি ৩২: গণমাধ্যমের জন্য সুপারিশ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে উল্লিখিত সুপারিশ	টিআইবি কর্তৃক প্রস্তাবিত গুরুত্বপূর্ণ আরো কিছু সুপারিশ
▪ **সংবাদকর্মীদের সংবাদ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও পরিবেশনার ক্ষেত্রে পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন;** ▪ **গণমাধ্যমের সহায়তায় নিবিড় পরামর্শক্রমে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন;** ▪ **সরকারি বিজ্ঞাপন নীতি পর্যালোচনা এবং এতে অধিকতর স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ;** ▪ **সাংবাদিকদের পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন;** ▪ **গণমাধ্যম-প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য প্রমিত সম্পাদকীয় নীতি এবং এ পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য আচরণবিধি প্রবর্তন;** ▪ **জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে যথাযথ পারিতোষিক ও সুবিধাদি প্রদান;** ▪ **গণমাধ্যমের সম্পাদনা ও ব্যবস্থাপনার পৃথকীকরণের মাধ্যমে সম্পাদকীয় স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ;**	▪ গণমাধ্যমের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে; ▪ বিদ্যমান আইনী সীমাবদ্ধতা দূর করতে হবে যেমন, সংবাদপত্রের জন্য প্রযোজ্য নিরীক্ষা নীতিমালাকে আইনে পরিণত করতে হবে যেখানে সব সংবাদপত্র নিরীক্ষার আওতাভুক্ত হবে; ▪ ওয়েজবোর্ড গঠনে নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করতে হবে এবং সংবাদপত্রের আর্থিক স্বচ্ছলতার ক্যাটাগরি ভিত্তিক ওয়েজবোর্ড ঘোষণা করতে হবে; ▪ মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সম্পাদকীয়, সাংবাদিকতা, জেন্ডার নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে; ▪ ব্যবসায়িক ও দলগত স্বার্থমুক্ত নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ, রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

সারণি ৩৩: গণমাধ্যমের কর্মপরিকল্পনার ওপর পর্যবেক্ষণ

কর্মপরিকল্পনা	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	পর্যবেক্ষণ[৩৮]
তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ	বিধি ও পদ্ধতি অনুসারে সরকারি দপ্তর থেকে নাগরিক ও গণমাধ্যমের তথ্য লাভ	চলমান	▪ তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হওয়ায় গণমাধ্যমসহ সকলের তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে ▪ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন এবং তথ্য প্রকাশ কার্যক্রমকে জোরদার করতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিবের সভাপতিত্বে আট সদস্যবিশিষ্ট একটি উপ-কমিটি গঠিত
পক্ষপাতহীন ও স্বচ্ছ সরকারি বিজ্ঞাপন নীতি অনুসরণ	উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সরকারি বিজ্ঞাপন প্রচারিত	স্বল্পমেয়াদে	▪ সরকারি বিজ্ঞাপন নীতি থাকলেও অনেকক্ষেত্রে এটি অনুসরণ না করে রাজনৈতিক বিবেচনায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় ▪ এছাড়াও সরকারি বিজ্ঞাপন নীতিটি এখনও হালনাগাদ করা হয় নি
গণমাধ্যমে শুদ্ধাচার নিশ্চিতকরণ	গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন, প্রতিপালন ও বাস্তবায়ন	স্বল্পমেয়াদে	▪ জাতীয় প্রেস কাউন্সিল কর্তৃক গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য আচরণবিধি থাকলেও এর প্রয়োগ ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা দুর্বল ▪ ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কর্মীদের জন্য এখনও

[৩৮] এই পর্যবেক্ষণে উল্লিখিত তথ্যসমূহ মূলত নাহার, নীনা শামসুন (অপ্রকাশিত), *বাংলাদেশের সংবাদপত্র: সুশাসনের সমস্যা ও উত্তরণের উপায়*, ঢাকা: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ থেকে নেওয়া হয়েছে।

			কোনো আচরণ বিধি নাই
সাংবাদিকদের জন্য 'ওয়েজ বোর্ডের' সুপারিশ বাস্তবায়ন	গণমাধ্যম কর্মীদের ওয়েজ বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি লাভ	মধ্যমেয়াদে	▪ গণমাধ্যম কর্মীদের ওয়েজ বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী সবসময় বেতন ও অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা হয় না
সংবাদকর্মীদের সংবাদ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজতকরণ ও পরিবেশনার ক্ষেত্রে পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন	বহুমুখী প্রশিক্ষণ কোর্সে কর্মী ও সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ লাভ। ভ্রান্তিপূর্ণ ও পক্ষপাতদুষ্ট সংবাদ প্রচার নিরসন	চলমান ও দীর্ঘমেয়াদে অধিকতর কার্যক্রম গ্রহণ	▪ সংবাদকর্মীদের জন্য সরকারি (পিআইবি) ও বেসরকারি পর্যায়ে নানা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে ▪ পিআইবি'র জনবল সংকট ও বাজেট স্বল্পতা রয়েছে এবং প্রশিক্ষণের জন্য যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল নাই
গণমাধ্যমের 'ওয়াচডগ' হিসাবে প্রেস কাউন্সিলের জোরদারকরণ	গণমাধ্যমের কার্যক্রম সম্পর্কে প্রেস কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	স্বল্পমেয়াদে এবং অব্যাহতভাবে	▪ প্রেস কাউন্সিলের আইনী সীমাবদ্ধতা সহ পর্যাপ্ত জনবল, আর্থিক বরাদ্দ ও লজিস্টিকস-এর ঘাটতি রয়েছে
সাংবাদিকদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি	গণমাধ্যম কর্মীদের বিরুদ্ধে সহিংসতার ঘটনার নিরসন	স্বল্পমেয়াদে এবং অব্যাহতভাবে	▪ সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হয়
তথ্য কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি	তথ্য কমিশনের জন্য পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ ও উপকরণ সরবরাহ	মধ্যমেয়াদে এবং অব্যাহতভাবে	▪ আইন প্রণীত ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সকলের তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি ▪ মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে তথ্য অধিকার ও তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত উপ-কমিটি গঠিত

৭. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রের উল্লেখযোগ্য সবল দিক

এই কৌশলপত্রে দুর্নীতি বিরোধী কার্যক্রমকে জোরদার করতে সরকারের সমন্বিত প্রচেষ্টার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, রাষ্ট্র ও সমাজে সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব প্রতিফলিত হয়েছে, দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চলমান কার্যক্রম ও সংস্কার-উদ্যোগের মধ্যে সমন্বয় সাধনের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের উন্নয়ন সাধনের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বিশেষত পরিবার, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে, প্রতিষ্ঠানভিত্তিক আলোচনায় প্রতিষ্ঠানের চ্যালেঞ্জসমূহ গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় এনে সে অনুযায়ী সুপারিশ ও কর্মপরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে এবং এটি বাস্তবায়নে কয়েক স্তর বিশিষ্ট বাস্তবায়ন কাঠামো দেওয়া হয়েছে, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন ও আইনী সংস্কারের কথা বলা হয়েছে, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের জনবল বৃদ্ধি, তাদের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে, সর্বক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা, দায়বদ্ধতা, কার্যকরতা নিশ্চিতকরণে গুরুত্ব আরোপ এবং সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার প্রেক্ষিতে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে এই কৌশলপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৮. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রের সার্বিক ঘাটতি

কৌশলপত্র প্রণয়নের মাধ্যমে দুর্নীতি রোধে এবং শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও এই দলিলে বিদ্যমান ঘাটতি কৌশলপত্র বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে। সুতরাং এখানে কৌশলের প্রধান ঘাটতিসমূহ উদাহরণসহ উল্লেখ করা হলো:

ক) শুদ্ধাচারভিত্তিক মৌলিক সূচকসমূহের অনুপস্থিতি

প্রতিষ্ঠানভিত্তিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার জন্য শুদ্ধাচার সম্পর্কিত মৌলিক সূচকসমূহ যেমন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, অংশগ্রহণ, সংবেদনশীলতা, ন্যায়পরায়ণতা সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। যেমন, নির্বাহী বিভাগ ও জনপ্রশাসনের কর্মপরিকল্পনায় মূলত আইন প্রণয়ন, আয় ও সম্পদের বিবরণী প্রকাশ, বেতন ও আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধি, ই-গভর্নেন্স প্রবর্তন, অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, মন্ত্রণালয়ের গুচ্ছ গঠন, পৃথক তদন্ত বিভাগ, ভূমি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধ থাকলেও এ প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা, সকল অংশীজনের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, কর্মকাণ্ডে সংবেদনশীলতা ও ন্যায়পরায়ণতা বৃদ্ধিতে কোনো অগ্রাধিকারমূলক কর্মপরিকল্পনা দেওয়া হয় নি।

খ) দুর্নীতিরোধে অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রমের অনুপস্থিতি

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রটির পটভূমিতে দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার কথা যৌথভাবে একাধিকবার বলা হয়েছে কিন্তু প্রতিষ্ঠানভিত্তিক আলোচনায় রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার নিশ্চিত করতে সেই সকল প্রতিষ্ঠানের চলমান দুর্নীতি রোধে দুদক ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের আলোচনায় অগ্রাধিকারমূলক কোনো কার্যক্রম বা সুপারিশ প্রদান করা হয় নি। কৌশলপত্রে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার পথে দীর্ঘমেয়াদী প্রয়াস থাকলেও বর্তমানে সুবিস্তৃত দুর্নীতি রোধে তড়িৎ কোনো পদক্ষেপ দৃশ্যমান নয়।

তথ্যদাতাদের মতে এ কৌশলপত্রে সুশাসন নিশ্চিতকরণ বা প্রশাসনিক ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানসমূহে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চলমান শাসন পদ্ধতিতে কাঠামোগত পরিবর্তন আসবে যা দুর্নীতির সুযোগ বন্ধ করতে সহায়ক হবে। এর ফলে সকল প্রতিষ্ঠানে সর্বোপরি দেশে দুর্নীতির মাত্রা কমে আসবে। এই যুক্তিতে দুর্নীতির নেতিবাচক প্রভাবকে বিবেচনায় আনা হয় নি। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির সুবিধাভোগীরা এই শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় প্রণীত কর্মকৌশল বাস্তবায়নে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে না বা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে দীর্ঘসূত্রতা করে। তাই দুর্নীতি বিরোধী প্রতিরোধ বা শাস্তিমূলক কার্যক্রম যেমন, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পত্তির হিসাব বিবরণী যাচাই-বাছাই এবং তা প্রকাশ, দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স, সকল প্রতিষ্ঠানে ই-গভর্নেন্স চালু, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বার্থের দ্বন্দ্ব যাচাই ইত্যাদি থাকা জরুরি।

গ) জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত না হওয়া

জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রতিষ্ঠান যেমন, তথ্য কমিশন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে কৌশলপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। এ সকল প্রতিষ্ঠানসমূহ কৌশলপত্রে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। তাই এ সকল প্রতিষ্ঠানের অনুপস্থিতি অন্য প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমন্বয়ের অভাব তৈরি করতে পারে।

তথ্যদাতাদের মতে, রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা একটি বৃহৎ ও দীর্ঘমেয়াদী উদ্যোগ। এই প্রয়াসে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র প্রণয়নকে একটি প্রারম্ভিক পর্যায় হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। এছাড়া এটি একটি বিকাশমান দলিল হিসেবে এর অনুশীলন ও অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে এই কৌশলপত্রে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে পরবর্তীতে সংযোজনের সুযোগ রয়েছে।

ঘ) কৌশলপত্রে আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনী ও সামরিক বাহিনীর অনুপস্থিতি

নির্বাহী বিভাগের অধীনে আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনী ও সামরিক বাহিনী থাকলেও তাদের গুরুত্ব বিবেচনায় পৃথক প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। নির্বাহী বিভাগ ও জনপ্রশাসনের আওতায় শুধুমাত্র জনপ্রশাসন সম্পর্কিত বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে কর্মপরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু নির্বাহী বিভাগের অধীনস্থ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিভাগ, পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর চ্যালেঞ্জ, সুপারিশ ও কর্মপরিকল্পনা নিয়ে কোনোরূপ আলোচনা করা হয় নি।

ঙ) কৌশলপত্রে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের অনুপস্থিতি

আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। অন্যান্য দেশের বিশেষত মালয়েশিয়ার শুদ্ধাচার কৌশল বা পরিকল্পনা পর্যালোচনায় দেখা যায়, ব্যক্তিজীবন ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশে প্রকৃতই সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে মিথষ্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একটি শিশুর সামাজিকীকরণ শুরু হয়। এই সকল প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘ ঐতিহ্য যা আমাদের ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন এমনকি রাজনৈতিক জীবনকে সরাসরি প্রভাবিত করে। এই প্রেক্ষিতে আমাদের সমাজে দুর্নীতি প্রতিরোধে ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় এই সকল প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অনুধাবন করে ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা, তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণের মাধ্যমে শুদ্ধাচারের সাথে তাদের সরাসরি সংযুক্ত করা হয় নি।

চ) মন্ত্রণালয়ের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান এবং অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে অস্পষ্টতা

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের বাস্তবায়ন, অগ্রগতি, পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনার বিষয়টি কৌশলপত্রের শেষে সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করা হলেও এখানে কিছু বিষয়ে এখনও অস্পষ্টতা রয়েছে। যেমন, মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভাগ, দপ্তর, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর বা অনুবিভাগ থাকলে তাদের ক্ষেত্রে কর্মপরিকল্পনা কবে, কীভাবে প্রণীত হবে, সেগুলোর বাস্তবায়নে কে বা কারা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে,

দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় সাধন কীভাবে করা যাবে, সাংবিধানিক বা সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সমন্বয় কীরূপ হবে, কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময় স্বল্প বা মধ্য বা দীর্ঘমেয়াদ বলা হলেও তা কোন প্রক্রিয়ায় অনুসরণ করা হবে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কোন প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি অনুসরণ করে এসকল প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন মূল্যায়ন করবে এবং প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিবে, প্রতিষ্ঠানসমূহ উপস্থাপিত প্রতিবেদনসমূহ কীভাবে ও কোন প্রক্রিয়ায় মূল্যায়ন করা হবে এই সকল বিষয়ে একদিকে যেমন কৌশলপত্রে বিস্তারিত কোনো নির্দেশনা দেওয়া নাই, আবার অন্যদিকে জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিটের দিক থেকেও এসকল বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো নির্দেশনা দেওয়া হয় নি।

ছ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের কর্মসূচি বাস্তবায়নের এখতিয়ার মূল্যায়িত না হওয়া

কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ/প্রতিষ্ঠান তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সক্ষম কিনা বা তাদের এখতিয়ার আছে কিনা অনেকক্ষেত্রে তা বিবেচনা করা হয় নি। যেমন, নিরীক্ষা আইন প্রণয়ন করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় ও অর্থ বিভাগকে এবং সহায়তাকারী হিসেবে রয়েছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় আরো রয়েছে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সুতরাং দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কোনো ভাবেই অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহায়তা ছাড়া তাদের ওপর অর্পিত কাজ সম্পাদন করতে পারবে না। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, অনেকক্ষেত্রে কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে পুরোপুরি নির্ভর করতে হয় সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের ওপর। সেক্ষেত্রে সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তথ্যদাতাদের মতে, এই ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান সচরাচর সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানকে তাদের সহায়তা চেয়ে বা সংশ্লিষ্ট কাজকে দ্রুত সম্পন্ন করতে কোনো রূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এতে প্রকৃত অর্থে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের থেকে অনেক বেশি সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান। এছাড়া আইন প্রণয়নের মতো বিষয়গুলোতে দলীয় বা রাজনৈতিক বিবেচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

আবার অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব ও সহায়তাকারীর ভূমিকা দেওয়া হলেও তারা এ সকল কাজের জন্য কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম কিনা তার কোনো মূল্যায়ন করা হয় নি। এছাড়া এ সকল প্রতিষ্ঠান কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নেও কোনো তৎপরতা শুরু করে নি।

জ) কৌশলপত্রে চলমান ও নিয়মিত কার্যক্রমের প্রাধান্য

কৌশলপত্রে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানভিত্তিক কর্মপরিকল্পনার ধরন বিশ্লেষণে দেখা যায়, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব কর্মপরিকল্পনায় বর্তমানে চলমান ও নিয়মিত কার্যক্রমকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন, নির্বাচন কমিশনের চলমান কার্যক্রমকে একটি ছকে ফেলে কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রমের গুরুত্ব কমে গেছে।

তথ্যদাতাদের মতে, এই দলিল প্রণয়নের পূর্বে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের মতামত চাওয়া হয়। তখন তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে চলমান কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দিয়ে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে যা এই কর্মকৌশলে সন্নিবেশিত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় এবং অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতির ব্যাপকতা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা করা জরুরি বিবেচনায় এই দলিল তৈরি করলেও কর্মপরিকল্পনাসমূহে তার প্রকৃত প্রতিফলন দেখা যায় না। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মপরিকল্পনায় নতুন কোনো চিন্তা, কৌশল, বা পদ্ধতি অনুসরণের দৃষ্টান্ত খুব একটা দৃশ্যমান নয়। এর ফলে কর্মকৌশল বাস্তবায়নের পথে প্রতিষ্ঠানসমূহের গতানুগতিক কার্যক্রমের ধারায় কোনো নতুনত্ব আসে নি।

ঝ) সুপারিশের সাথে কর্মপরিকল্পনার সামঞ্জস্যহীনতা

এই কৌশলপত্রে উল্লিখিত সুপারিশের সাথে অনেকক্ষেত্রে কর্মপরিকল্পনার সামঞ্জস্যতা পাওয়া যায় না। অর্থাৎ কোনো প্রতিষ্ঠানের চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করে সুপারিশ দেওয়া হলেও তা অর্জনে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রদান করা হয় নি। যেমন, বিচার বিভাগের আলোচনায় স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ করা হয়েছে, 'জুডিশিয়াল কর্মকর্তাদের আচরণবিধির যথাযথ বাস্তবায়ন' এবং নির্বাহী বিভাগ ও জনপ্রশাসনের আলোচনায় স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ করা হয়েছে 'প্রতিবছর নিয়মিতভাবে শূন্য পদে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ নিশ্চিত করা' কিন্তু এই সকল কার্যক্রম অর্জনে কোনো সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদক সূচক প্রদান করা হয় নি। আবার অনেকক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশে কোনোরূপ আলোচনা না করে কার্যক্রম কর্মপরিকল্পনায় আনা হয়েছে। যেমন, নির্বাহী বিভাগ ও জনপ্রশাসনের কর্মপরিকল্পনায় 'ভূমি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ও ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন' এবং 'কঠোরভাবে খাদ্য ও পণ্যের ভেজাল প্রতিরোধ' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

তথ্যদাতাদের মতে, প্রতিষ্ঠানসমূহে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় উল্লিখিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে তারা কাজ করছে। কিন্তু কর্মপরিকল্পনার সাথে চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশের সমন্বয়ের বিষয়টি সম্পর্কে তারা খুব একটা অবগত নয়। যেহেতু কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশের সমন্বয় করা হয় নি, তাই এগুলোর মধ্যে বিরাজমান ঘাটতিগুলো সম্পর্কে নৈতিকতা কমিটি অনেকক্ষেত্রেই অবগত নয়।

ঞ) গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশের অনুপস্থিতি

কৌশলপত্রে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের আলোচনায় চ্যালেঞ্জ, সুপারিশ ও কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে দুর্নীতির বিস্তার রোধে কোনো সুপারিশ করা হয় নি। এছাড়া শুদ্ধাচারের প্রধান সূচকসমূহ অর্জনের জন্যও কোনো সুপারিশ নাই। যেমন, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, অংশগ্রহণ, ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি বিষয়ে সুপারিশ নাই। সরকারি কর্ম কমিশনে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ হলো 'দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রেখে, পেশাগত সততার সাথে, স্বাধীনভাবে কাজ করার পরিবেশ সৃষ্টি করা' যা এখানে নাই।

ট) চ্যালেঞ্জ হতে উত্তরণে দিক-নির্দেশনার অনুপস্থিতি

কৌশলপত্রে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের আলোচনায় গুরুত্ব সহকারে চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করা হলেও কিছুক্ষেত্রে তা হতে উত্তরণে কোনো সুপারিশ বা কর্মকাণ্ড দেওয়া হয় নি। যেমন, জাতীয় সংসদের আলোচনায় চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে 'জাতীয় সংসদ ও নির্বাহী বিভাগের মধ্যে উন্নততর দায়বদ্ধতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা'। কিন্তু কিভাবে এটা হতে উত্তরণ সম্ভব তা সুপারিশ বা কর্মপরিকল্পনায় আলোচিত হয় নি। আবার রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য দুর্নীতির বিস্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ, যা কৌশলপত্রে উল্লেখ করা হয় নি।

ঠ) কর্মসম্পাদনের নির্ধারিত সময়সীমা সুস্পষ্ট ও বাস্তবসম্মত নয়

কৌশলপত্রে উল্লিখিত কর্মপরিকল্পনা অর্জনে নির্ধারিত সময়সীমা অনেকক্ষেত্রে সুস্পষ্ট এবং বাস্তবসম্মত নয়। এখানে স্বল্পমেয়াদী বলতে একবছর, মধ্যমেয়াদী বলতে তিন বছর এবং দীর্ঘমেয়াদী বলতে পাঁচ বছর সময়কাল নির্দিষ্ট করা হলেও নির্ধারিত সময়সীমাকে লক্ষ্য করে কোনো কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না।

কৌশলপত্র প্রণয়নের পর দেড় বছর পেরিয়ে গেলেও অনেক স্বল্পমেয়াদী কার্যক্রম এখনও বাস্তবায়িত হয় নি। এ প্রসঙ্গে তথ্যদাতাদের নিকট থেকে জানা যায়, কৌশলপত্রটি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের ইতিবাচক মনোভাব ও পরিবেশ তৈরির জন্য আপাতত পরিচিতিমূলক পর্ব চলছে। এই অবহিতমূলক কর্মসূচি শেষ হওয়ার পর কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দিকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। এছাড়া প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে তাদের অগ্রাধিকার ও কর্মক্ষেত্র অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনার আলোকে নতুন কোনো কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যেখানে নির্ধারিত মেয়াদ অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের কোনো তাগিদ দেওয়া হয় নি।

কৌশলপত্রের কর্মপরিকল্পনায় সময় নির্ধারণে অনেকক্ষেত্রে অস্পষ্টতা থেকে গেছে। যেমন, অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ের পাঁচ নম্বর কর্মপরিকল্পনা 'দরিদ্র জনগণের আইনি সহায়তা কার্যক্রমের পরিসর বৃদ্ধি' বাস্তবায়নে একই সাথে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদ নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় সংসদের দুই নম্বর কর্মপরিকল্পনা 'বিরোধী দলীয় সদস্যগণের সংসদের অধিবেশনে নিয়মিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ' বাস্তবায়নে চলমান ও দীর্ঘমেয়াদ নির্ধারণ করা হয়েছে।

ড) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা না করে কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত

কৌশলপত্রে উল্লিখিত কিছু কর্মপরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা না করেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন, সিএজি কার্যালয়ের সাথে আলোচনা না করে নিরীক্ষা ও হিসাব পৃথক কার্যক্রম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলা হয়েছে। তথ্যদাতাদের মতে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ না থাকলেও এই কার্যক্রমটি শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করায় এটি কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ইতিবাচক মনোভাব দেখা যায় নি। তাদের মতে, সকল কর্মপরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতা তৈরি করে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। আর তা না হলে, তা বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রণোদনার অভাব তৈরি হতে পারে।

ঢ) কিছু ক্ষেত্রে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থার অনুপস্থিতি

এই কৌশলপত্রে ন্যায়পাল, রাজনৈতিক দল, পরিবার ও গণমাধ্যমের বিষয়ে সুপারিশ ও কর্মপরিকল্পনার উল্লেখ থাকলেও এ সকল কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ সম্পর্কে স্পষ্ট দিকনির্দেশনা নাই। ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠা একটি সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং

১৯৮০ সালে একটি ন্যায়পাল আইনও চূড়ান্ত হয়। কিন্তু এখনও আমাদের দেশে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠিত হয় নি। অথচ ন্যায়পাল সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনায় ন্যায়পালকেও কিছু কার্যক্রমের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

কৌশলপত্রে রাজনৈতিক দল, পরিবার এবং গণমাধ্যমে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় যথাক্রমে নির্বাচন কমিশন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, তথ্য মন্ত্রণালয়কে প্রধান দায়িত্ব থাকলেও প্রকৃতপক্ষে এর বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা নির্ধারিত নয়। ফলে তাদের কাছে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট কোনো নির্দেশনা যায় নি।

৯. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের প্রায় দেড় বছর অতিবাহিত হয়েছে। এটি বিভিন্নমুখী রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে নীতিগত সংস্কার ও তার কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত সময়সীমার নিরিখে খুব বেশি সময় না হলেও যেকোনো সংস্কারমূলক কার্যক্রমের শুরুতেই তার চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। এতে সেই সকল কার্যক্রমের দুর্বলতা রোধ করা সম্ভব হয়, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সমন্বয় বৃদ্ধি পায় এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে গৃহীত নীতি ও তার বাস্তবায়নে নতুন দিক-নির্দেশনা দেওয়া সম্ভব হয় যা প্রকৃতই নীতি বাস্তবায়নে গতি আনা সম্ভব হয়। এই প্রেক্ষিতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ এখানে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হলো।

ক. শুদ্ধাচার বাস্তবায়নাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তার অভাব

এই কৌশলপত্র বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন এ সব প্রতিষ্ঠানকে কারিগরি সহায়তা দেবে এবং সম্পদ সরবরাহ করবে বলা হলেও এখন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ কোনো ধরনের আর্থিক সহায়তা পায়নি। অন্যদিকে, এই কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব কোনো আর্থিক বরাদ্দ নাই। তাই তাদের পক্ষে এটি বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্মিলিত কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। যেমন, শুদ্ধাচার সম্পর্কে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবহিতকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হলে একটি বাজেট দরকার কিন্তু তাদের তা না থাকায় ইচ্ছা থাকলেও এই ধরনের কর্মসূচি নিতে পারে না। তবে কিছু মন্ত্রণালয় অফিসের চলমান বিভিন্ন সভায় শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করেছে।

আবার, কারিগরি সহায়তার দিকগুলো মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে এখনও বিবেচনাধীন। তারা বাস্তবায়নের দিকগুলো নিয়ে একটি গবেষণা করার পরিকল্পনা করছে। এই গবেষণার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেওয়া হবে। এ কারণে প্রতিষ্ঠানসমূহ কৌশলপত্র সম্পর্কে অবহিত হলেও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নানামুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কী কী ধরনের পদক্ষেপে গ্রহণ করা যায় বা কী ধরনের সহায়তা জনপ্রশাসন থেকে পাবে তা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা পাচ্ছে না।

খ. অংশীজনদের মধ্যে শুদ্ধাচার সম্পর্কিত সচেতনতার অভাব

এই কৌশলপত্র বাস্তবায়নে অত্যন্ত ধীরগতির পেছনে রয়েছে এটি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশীজনদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সচেতনতার অভাব, দুর্নীতি প্রতিরোধ বা শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে নিস্পৃহতা, দীর্ঘদিনের আমলাতান্ত্রিক কর্ম-সংস্কৃতির বাইরে নতুন কোনো উদ্যোগ গ্রহণ না করার মানসিকতা, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, তথ্যের অবাধ প্রবাহে বাধা, তথ্য সংরক্ষণের অভাব, সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের কাজের চাপ বা তার অজুহাতে শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কাজে অংশগ্রহণ না করা বা আগ্রহ না দেখানো, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অধীনস্থ বাস্তবায়ন অনুবিভাগের কাজের পরিধি, এখতিয়ার, জনবল, পদ্ধতি, পুরস্কার বা শাস্তি সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা না থাকা।

গ. শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়ের অভাব

রাষ্ট্রীয় বা অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের একক কোনো বিষয় নয়, বরং এটি একটি সামষ্টিক উদ্যোগ। সরকারের একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড নির্ভর করতে পারে অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের ওপর। তাই কোনো একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা করতে হলে অবশ্যই সেই প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক, সমন্বয়, এবং যোগাযোগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হলেও আমাদের দেশে এ ধরনের সমন্বয়ের যথেষ্ঠ অভাব রয়েছে। এর পেছনে প্রধানত রয়েছে, আমলাদের গতানুগতিক মানসিকতা, মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন, কাজের চাপ, সময়ের অভাব, প্রয়োজনীয় তথ্য ব্যবস্থাপনা ও সরবরাহের অভাব এবং মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ।

ঘ. কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রশাসনিক বাধ্যবাধকতাকে প্রতিষ্ঠানসমূহের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্ব না দেওয়া

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রটি আইনের মত বাধ্যকরী নয়- অনেকে এটিকে সামাজিক দলিল বা দিকনির্দেশনামূলক নীতিগত দলিল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাই এটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রশাসনিক বাধ্যবাধকতা থাকায় কিছু ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছে এটি অগ্রাধিকার পায় না। কোনো প্রতিষ্ঠান যদি কৌশলপত্রের কর্মপরিকল্পনায় উল্লিখিত কর্মকাণ্ড নির্দিষ্ট মেয়াদে বাস্তবায়ন করতে না পারে বা কোনো উদ্যোগ গ্রহণ না করে, তবে তাদের প্রশাসনিক ব্যর্থতা হিসেবে বিবেচিত হবে। এজন্য কোনো শাস্তিমূলক বা বাধ্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে শুদ্ধাচার সম্পর্কিত উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টিকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এসকল ক্ষেত্রে জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট কী ধরনের পদক্ষেপ নিবে বা সংশ্লিষ্ট নৈতিকতা কমিটি কিভাবে তাদের জবাবদিহি করবে এ সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট দিক-নির্দেশনা নাই।

ঙ. ফোকাল পয়েন্টদের বদলী/ভিন্ন পদে পদায়ন

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে নৈতিকতা কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে। এই কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে একজন ফোকাল পয়েন্ট হবেন, যিনি বাস্তবায়ন অনুবিভাগের সাথে সমন্বয় সাধন করবেন, নিজ প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় কর্মসূচি নিবেন, প্রয়োজনীয় চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সহায়তা ও পরামর্শ দিবেন। সর্বোপরি, প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় করে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবেন। এ সমস্ত দিকগুলো বিবেচনায় ফোকাল পয়েন্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী। তবে একটি প্রতিষ্ঠানের ফোকাল পয়েন্ট নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে বদলী হয়ে অন্য প্রতিষ্ঠানে চলে যান। এটিতে তার কর্ম-এলাকা, বিষয়, এখতিয়ার ইত্যাদি পরিবর্তিত হয়ে যায়। এমনকি তিনি নব্য পদায়িত প্রতিষ্ঠানে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে নাও দায়িত্ব পেতে পারেন। এতে করে অর্জিত অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, ওরিয়েন্টেশন ইত্যাদি সরাসরি কোনো কাজে আসে না। অন্যদিকে, তিনি যে প্রতিষ্ঠান বদল করে যাচ্ছেন সেখানে একটি শূন্যতা তৈরি হয়। তার নেতৃত্বে যেভাবে শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের কাজ চলছিল, সেখানে নতুন নেতৃত্ব আসাতে কিছুটা ভাটা পড়তে পারে। আবার নতুন কোনো কর্মকর্তাকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে এবং নতুন কর্মকর্তার সদ্য পদায়িত প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব বুঝে নিতে বা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে অনেক সময় লাগতে পারে।

চ. বাস্তবায়ন ইউনিটের জনবল ও লজিস্টিকস-এর স্বল্পতা

'জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট' এর জনবল ও লজিস্টিকস কম থাকায় শুদ্ধাচার সম্পর্কিত নীতি-নির্ধারণ, কার্যক্রম-বাস্তবায়ন ও তাদের সমন্বয়, অগ্রগতি মূল্যায়ন এবং নতুন নীতি ও কৌশল প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রে নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়। এছাড়া কৌশলপত্রে অন্তর্ভুক্ত সকল রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং তাদের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের জন্য এই ইউনিটের সক্ষমতা পরিমাপ করা হয় নি অর্থাৎ এই বৃহৎ কর্মপরিকল্পনা সমৃদ্ধ কৌশল বাস্তবায়নে মাত্র ৫ জন কর্মকর্তা দিয়ে পরিবীক্ষণ, কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা, সম্পর্ক ও যোগাযোগ উন্নয়ন এবং প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা ও সমন্বয় সাধন করা আদৌ সম্ভব কিনা তার মূল্যায়ন করা হয় নি। উল্লেখ্য, এই ইউনিটের জনবল বৃদ্ধির উদ্যোগ ইতিমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে।

ছ. জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিটের এখতিয়ার ও সক্রিয়তার অভাব

এই কৌশলপত্রে বলা হয়েছে, 'জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট' বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে নৈতিকতা ফোকাল পয়েন্ট-এর মাধ্যমে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে বিধৃত কর্মপরিকল্পনা অনুসরণে বিস্তারিত কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় এই ইউনিট কিছু প্রতিষ্ঠান যেমন, সুপ্রিম কোর্ট, অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়কে কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করে নি। এর কারণ জানা যায়, সুপ্রিম কোর্ট রাষ্ট্রের একটি পৃথক ও স্বাধীন বিভাগ হওয়ায় 'জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট' সুপ্রিম কোর্টকে নির্দেশনা দিতে দ্বিধান্বিত বোধ করছে।

জ. কিছু প্রতিষ্ঠানে নৈতিকতা কমিটি গঠন ও ফোকাল পয়েন্ট নিযুক্ত না হওয়া

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রের বাস্তবায়ন ব্যবস্থা অংশে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও উল্লিখিত সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে 'নৈতিকতা কমিটি' গঠন করা হবে। নৈতিকতা কমিটির একজন কর্মকর্তাকে 'ফোকাল পয়েন্ট' হিসেবে মনোনীত করে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে 'শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট' প্রতিষ্ঠা করা হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, কিছু প্রতিষ্ঠানে এখনও এই 'নৈতিকতা কমিটি' গঠন ও 'ফোকাল পয়েন্ট' নিযুক্ত করা হয় নি। যেমন, বিচার বিভাগ (সুপ্রীম কোর্ট) এবং অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়ে। এ সম্পর্কে জানা যায়, এ দুটি প্রতিষ্ঠান সাংবিধানিক হওয়ায় আপাতত তাদের সাথে যোগাযোগ করা হয় নি এই বিবেচনায় যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পরামর্শ বা দিক-নির্দেশনা সেই সকল প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বিবেচনা হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তবে বাস্তবায়ন অনুবিভাগের দায়িত্ব সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা।

অন্যদিকে, অনেক মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানসমূহে 'নৈতিকতা কমিটি' গঠন ও 'ফোকাল পয়েন্ট' নিযুক্ত করা হলেও উক্ত মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানসমূহে 'শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট' এখনও গঠিত হয় নি। এছাড়া কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে দেখা গেছে, নিযুক্ত ফোকাল পয়েন্ট বদলি হয়ে অন্য প্রতিষ্ঠানে চলে যাওয়ায় তৎক্ষণাৎ নতুন ফোকাল পয়েন্ট নিযুক্ত করা হয় নি।

ঝ. নৈতিকতা কমিটির এখতিয়ার সুনির্দিষ্ট নয় এবং তাদের সক্রিয়তার অভাব

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র অনুযায়ী এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগের নির্দেশনায় বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হলেও অনেকক্ষেত্রে এই কমিটি শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারছে না। কমিটির সকল সদস্য এই কৌশলপত্রের বিষয়ে অবহিতকরণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের সুযোগ পাননি বা তারা অংশগ্রহণ করেননি। তাছাড়া তারা কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিজ প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি যাচাইয়ে নিয়মিত অভ্যন্তরীণ সভার আয়োজন করেন না বা কাজের চাপ ও অন্য অগ্রাধিকারমূলক কাজের কারণে বা অজুহাতে নিজেদের আয়োজিত সভায় তারা অংশগ্রহণ করেন না। মূলত বাস্তবায়ন ইউনিট কোনো সভা আহ্বান করলে সে অনুযায়ী তারা তাদের এজেন্ডা তৈরি করে অংশগ্রহণ করে।

ঞ. মূল দায়িত্বের চাপে বা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে নৈতিকতা কমিটি নিয়মিত সভা করতে না পারা

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র বাস্তবায়নে কোনো প্রতিষ্ঠানের নৈতিকতা কমিটি তাদের নিয়মিত কাজের চাপে অনেকক্ষেত্রেই শুদ্ধাচার সম্পর্কিত কাজ করতে পারে না, এমনকি সভাও করতে পারে না। তাছাড়া নৈতিকতা কমিটির ফোকাল পয়েন্টকে সর্বদা তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতির অপেক্ষা করতে হয় এবং অগ্রাধিকার কম থাকায় অনেকক্ষেত্রেই তারা এ সম্পর্কিত অনুমতি পান না।

ট. নৈতিকতা কমিটি কর্তৃক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রেরণ না করা বা দীর্ঘসূত্রতা

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানসমূহে গঠিত নৈতিকতা কমিটি তাদের কার্যক্রমের বাস্তবায়ন এবং অগ্রগতি জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিটে রিপোর্ট করবে বলে এই কৌশলপত্রে উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে দেখা যায় যে এখনও অনেক প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ইউনিটে জমা দেয়নি। অনেকক্ষেত্রে এমনও দেখা গেছে, বাস্তবায়ন ইউনিট প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিলেও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান তা করতে পারেনি।

ঠ. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অঙ্গপ্রতিষ্ঠানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রে কয়েকটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা নির্দেশ করা হয়েছে। এর আলোকে এবং কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্র অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের কর্মপরিকল্পনা পরিবর্তন ও সংযোজন করতে পারবে। কৌশলপত্রের এই নির্দেশনা ও ফরমেট অনুসরণ করে পরবর্তীতে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। তবে এই সকল প্রতিষ্ঠানের অধীনস্থ বিভাগ, দপ্তর, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর থাকলে তার জন্য খুব কমক্ষেত্রেই কর্মপরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে। এছাড়া এসকল অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আওতার বাইরে থেকে যাচ্ছে।

ড. শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়হীনতা

কৌশলপত্রে পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা অংশে উল্লেখ আছে যে, এনজিওসমূহে ও বেসরকারি শিল্প ও বাণিজ্যিক খাতে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ফোকাল পয়েন্ট গঠনের জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় গাইডলাইন প্রণয়ন করবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এ ধরনের কোনো গাইডলাইন প্রণীত হয় নি। তবে এনজিও ও সুশীল সমাজ সম্পর্কিত অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কয়েকজন এনজিও ব্যক্তিত্বকে সম্পৃক্ত করে উদ্যোগ গ্রহণ করলেও

এখন পর্যন্ত খুব কম অগ্রগতি হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো, এনজিও খাতের বিভিন্নমুখী নেতৃত্বের ক্ষমতা কাঠামো, এনজিও নেতৃত্বের এখতিয়ার নিয়ে নিজেদের মধ্যে সমঝোতার অভাব, স্বতঃপ্রণোদিত ও স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রমের অবাধ বিস্তারে আমলাতন্ত্রের হস্তক্ষেপের ভীতি, এবং এনজিও খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব। এ সকল কারণে এনজিও খাতের কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নে দীর্ঘসূত্রতা দেখা যাচ্ছে।

অন্যদিকে, বেসরকারি শিল্প ও বাণিজ্যিক খাতে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় কোন কোন পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে তা সম্পর্কে এখনও কোনো পরিকল্পনা করা হয় নি। এক্ষেত্রে একটি গবেষণা পরিচালনার পরিকল্পনা রয়েছে যার মাধ্যমে পরবর্তিতে একটি সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা পাওয়া যাবে বলে তথ্যদাতারা জানান। আরো একটি চ্যালেঞ্জ হলো, বেসরকারি শিল্পখাত অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরাসরি সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে থেকে নিজ সৃজনশীলতা, মূলধন, ব্যবসায়িক প্রচেষ্টা, দুরদৃষ্টিতাকে কাজে লাগিয়ে তারা বিস্তৃত হয়েছে এবং দেশের উন্নয়নে অবদান রাখছে। এক্ষেত্রে বৃহৎ এই খাতকে একটি শুদ্ধাচার কাঠামোর অধীনে এনে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা ও তা বাস্তবায়নে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত কঠিন।

ঢ. অংশীজনদের মধ্যে কৌশলপত্রের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা

কৌশলপত্রে অন্তর্ভুক্ত বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানে 'নৈতিকতা কমিটি' গঠন ও 'ফোকাল পয়েন্ট' নিযুক্ত করা হলেও এই কৌশলপত্র প্রণয়নের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে নৈতিকতা কমিটির অনেক সদস্য এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে খুব স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় নি। এর কারণ হিসেবে প্রথমেই আসে তাদের অনেকে এ সম্পর্কে কোনো ওরিয়েন্টেশন পাননি। তাছাড়া এটি কোনো অবশ্যই করণীয় কোনো কর্তব্য না হওয়ায় সকল শ্রেণীর কর্মকর্তার মধ্যেই এটি সম্পর্কে জানার উৎসাহের অভাব দেখা যায়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ শুধুমাত্র কিছু সংখ্যক কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন দিলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। আবার যারা ওরিয়েন্টেশন পেয়েছেন তাদের অনেকে নিজ প্রতিষ্ঠানের সহকর্মীদের সাথে তা শেয়ার করেননি। আবার এই বিষয়টির গুরুত্ব সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একই রূপ দেখা যায় নি। কেউ এটিকে বাস্তবায়নের জন্য সোচ্চার ও কার্যকর ভূমিকা পালন করছে, আবার কেউ কেউ বিষয়টিকে কম গুরুত্ব দিচ্ছেন।

ণ. স্বল্পমেয়াদী কার্যক্রমের সময়সীমা শেষ হলেও এখনও তার মূল্যায়ন না হওয়া

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র প্রণয়নের প্রায় দেড় বছর পার হলেও জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট কর্মকৌশলে উল্লিখিত স্বল্পমেয়াদী কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি মূল্যায়ন করে নি। তবে কৌশলপত্রে উল্লিখিত অনেক প্রতিষ্ঠান মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ আয়োজিত কর্মশালা ও ওরিয়েন্টেশনে অংশগ্রহণ করে তারা তাদের নানামুখী সমস্যা যেমন, বাস্তবায়ন সমস্যা, কর্মপরিকল্পনায় নতুন বিষয় যুক্ত করা, কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা, মেয়াদভিত্তিক কার্যক্রমে মেয়াদের পুনর্বিন্যাস সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত ও চ্যালেঞ্জ তুলে ধরেছে। এ সকল আলোচনায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কিছু দিক-নির্দেশনা দিলেও সার্বিকভাবে সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন করে সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা প্রদান করে নি।

ত. শুদ্ধাচারে উল্লিখিত দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং সহায়তাকারী সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা ও সহায়তাকারী সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। যেমন, কৌশলপত্রে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে জন্য মূলত দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাচন কমিশন আবার রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়কারীর প্রতিষ্ঠান হলো নির্বাচন কমিশন। একইভাবে স্থানীয় সরকার বিভাগ কৌশলপত্রের স্থানীয় সরকার সংশ্লিষ্ট কর্মপরিকল্পনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং পরিবার সংশ্লিষ্ট কর্মপরিকল্পনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে উল্লিখিত। কিন্তু নির্বাচন কমিশন বা স্থানীয় সরকার বিভাগ তাদের এই দ্বৈত ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন বা ওয়াকিবহাল নয়, অর্থাৎ তারা মূলত তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন। যেমন, জাতীয় সংসদের কার্যক্রম বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত হলো স্পিকার, সরকারি হিসাব কিমিটি, সংসদ সচিবালয় বা স্থায়ী কমিটির সভাপতিরা। কিন্তু কোনো ক্রমেই তারা উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে পারবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলীয় নেতা, এবং সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয় যেমন, অর্থ মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন, তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সহায়তা না করবেন। এই সকল বহিস্থ প্রতিষ্ঠানের ওপর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদেরও কোনো প্রশাসনিক প্রভাব রাখার সুযোগ নাই।

থ. প্রতিষ্ঠানভিত্তিক চ্যালেঞ্জ, সুপারিশ ও কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে অংশীজনদের মধ্যে সচেতনতার অভাব

এই কর্মকৌশলে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব বাস্তবায়নে বর্তমানে যে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে তা নিরসনে কিছু সুপারিশ দেওয়া হয়েছে এবং এই সুপারিশ বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের জন্য

চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনায় তথ্যদাতাদের নিকট থেকে তাদের চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশ সম্পর্কে কোনো বক্তব্য পাওয়া যায় নি। তারা শুধুমাত্র কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে অবহিত।

দ. জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক নিয়মিত না হওয়া

কৌশলপত্রে এই উপদেষ্টা পরিষদের বছরে ন্যূনতম দুটি সভা করার কথা থাকলেও এই দীর্ঘ দেড় বছরে একটি মাত্র সভা হয়েছে। এছাড়া এ পরিষদের নির্বাহী কমিটিও একটি মাত্র সভা করেছে।

১০. উপসংহার ও সুপারিশ

বাংলাদেশে দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার জন্য একদিকে যেমন শক্তিশালী আইনগত ভিত্তি ও নীতিগত কৌশল রয়েছে যেমন, সংবিধান, দুদক আইন, রুপকল্প ২০২১, পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ২০১১-২০১৬, অন্যদিকে রয়েছে সামাজিক শক্তি যেমন, মূল্যবোধ, আদর্শ, নৈতিক শিক্ষা এবং স্বাধীনতা যুদ্ধজয়ের সাহসিকতা। কিন্তু এই দীর্ঘ চল্লিশোর্ধ সময়ে দুর্নীতি সমাজ, রাষ্ট্র ও ব্যক্তিজীবনকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলেছে, যা দুর্নীতি নির্দেশন বিভিন্ন সূচকে ও জরিপে (দুর্নীতির ধারণা সূচক, জাতীয় খানা জরিপ ২০১০) স্পষ্টভাবে উঠে আসে। বর্তমান সরকার স্বল্পমেয়াদ বা দীর্ঘমেয়াদী দুর্নীতিবিরোধী বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে, বিভিন্ন নীতি ও পরিকল্পনায় দুর্নীতি রোধে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা দিয়েছে, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার আনয়ন করেছে, দুর্নীতি দমনের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার প্রদানে নির্বাচনী ইজহেতারে গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরেছে, এবং দুর্নীতিবিরোধী রাজনৈতিক অবস্থান তুলে ধরতে দেশে ও বিদেশের বিভিন্ন সভা-সেমিনার বা জনসভায় রাষ্ট্রনায়ক ও জনপ্রতিনিধিরা বক্তব্য দিয়েছে। তারপরও দুর্নীতিরোধে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি না হওয়ার পেছনে রয়েছে দুর্নীতি সম্পর্কিত আইন, নীতি ও পরিকল্পনার মধ্যে সমন্বয়হীনতা, দুর্নীতি রোধে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব, দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হওয়া, দুর্নীতিকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থতা এবং সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধে অবক্ষয়। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে সরকারের সময়োচিত সিদ্ধান্ত এই জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন। কিন্তু এই কৌশলপত্রটি কী শুধুমাত্র একটি সামাজিক দলিল হিসেবে থাকবে, না দুর্নীতিরোধে ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় কার্যকরি ভূমিকা রাখবে তা নির্ভর করবে এর বাস্তবায়নের ওপর।

এই কৌশলপত্র প্রণীত হওয়ার পর ইতিমধ্যে প্রায় দেড় বছর অতিবাহিত হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর ওপর ভিত্তি করে ২০১৩ সালের মে মাসে একটি স্বাধীন পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদেরও সদিচ্ছা রয়েছে এই দলিলটিকে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের দিকে নিয়ে যাওয়ার। তাই সুশীল সমাজের অংশ হিসেবে টিআইবি এই কৌশলপত্রটির পর্যালোচনা ও গ্যাপ বিশ্লেষণ করে। একটি বিকাশমান দলিল হিসেবে বাস্তবায়নের প্রথমেই কৌশলপত্রে উল্লিখিত কর্মপরিকল্পনার যথার্থতা ও যৌক্তিকতা বিচার, প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিকানাবোধ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি যাচাই, এবং বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের ভূমিকা নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব হলে, তা থেকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এই দলিলটিকে আরো বেশি বাস্তবায়নযোগ্য করে তোলার জন্য উপযুক্ত দিকনির্দেশনা পাবে।

সার্বিক পর্যালোচনার ভিত্তিতে টিআইবি কয়েকটি সুপারিশ প্রদান করছে:

১) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সম্পর্কে সকল রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে ব্যাপকভিত্তিক প্রচার করতে হবে, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে অবহিতকরণ সভা, কর্মশালা আয়োজন করতে হবে এবং এটি সম্পর্কে সুশীল সমাজ ও জনগণকে অবহিত করতে হবে।

২) জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিটের জনবল বৃদ্ধি, পর্যাপ্ত লজিসটিকস সরবরাহ, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দান করে কাঠামোগত ও ধারণাগত সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অতিদ্রুত প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী করতে হবে।

৩) যে সকল রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে নৈতিকতা কমিটি ও শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কমিটি গঠিত হয় নি এবং ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারিত হয় নি তা দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। এ সকল কমিটির সদস্যদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়মিত সভা আয়োজন করবে, সদস্যদের সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে এবং কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করে তা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে এবং তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।

৪) সকল অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের পদ্ধতি, উপায় বা প্রক্রিয়া অতিদ্রুত প্রণয়ন করতে হবে।

৫) প্রতিটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার সম্পর্কিত কার্যক্রমের জন্য আর্থিক বরাদ্দ এবং নিয়মিত প্রতিবেদন প্রণয়নের বিধান রেখে নৈতিকতা কমিটির কার্যক্রমকে প্রশাসনিক কার্যক্রমের আওতায় আনতে হবে।

৬) জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদ, নির্বাহী কমিটি, এবং প্রতিষ্ঠানভিত্তিক নৈতিকতার কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হতে হবে।

৭) জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার সকল স্তম্ভগুলোকে যেমন, তথ্য কমিশন, মানবাধিকার কমিশন, আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনী কৌশলপত্রে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৮) রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিকল্পনায় শুদ্ধাচারের প্রধান সূচক এবং দুর্নীতি রোধের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৯) শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বিবেচনায় এনে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে তা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১০) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলটির চিহ্নিত চ্যালেঞ্জ, সুপারিশ ও কর্মপরিকল্পনার আলোকে অতিদ্রুত সেটিকে হালনাগাদ করতে হবে।

-০-

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

ইসলাম, রবিউল, নাহিদ শারমীন ও ফারহানা রহমান (২০১৪), *স্থানীয় সরকার খাত: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়*, ঢাকা: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ।

ইসলাম, শাম্মী লায়লা ও সাধন কুমার দাস (২০১৩), *জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি*, ঢাকা: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ।

করিম, মো. রেজাউল (২০০৭), *বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন: একটি ডায়াগনস্টিক স্টাডি*, ঢাকা: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ।

জাতিসংঘ (২০০৮), জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (২০০২), *মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক-এর অফিস: তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন*।

দাস, সাধন কুমার (২০০৭), এনজিও খাতে সুশাসনের সমস্যা: উত্তরণের উপায়, ঢাকা: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ।

দাস, সাধন কুমার ও শাহজাদা এম আকরাম (২০১৩), *কার্যকর নির্বাচন কমিশন: অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়*, ঢাকা: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ।

নাহার, নীনা শামসুন (অপ্রকাশিত), *বাংলাদেশের সংবাদপত্র: সুশাসনের সমস্যা ও উত্তরণের উপায়*, ঢাকা: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫)*।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০১২), *বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১*।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (২০১৩), *নির্বাচনী ইশতেহার (এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ) ২০১৪*।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (২০০৮), *নির্বাচনী ইশতেহার (দিন বদলের সনদ) ২০০৮*।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০১২) *জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল*।

রোজেটী, জুলিয়েট ও অনেকে, *পার্লামেন্ট ওয়াচ (২০১৪)*, ঢাকা: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

শারমীন, নাহিদ (২০১৪), *স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় জেলা পরিষদ: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও করণীয়*, ঢাকা: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ।

শারমিন, রুমানা ও অনেকে, *সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি: অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ*, ঢাকা: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ।

Akram, Shahzada M., Shadhan Kumar Das, and Tanvir Mahmud (2010) *Political Financing in Bangladesh*, Dhaka: Transparency International Bangladesh.

Akram, Shahzada M. et al. (2012) *Corruption in the Service Sectors: National Household Survey 2012*. Dhaka: TIB.

Cabinet Division, Government of the People's Republic of Bangladesh (2013). *An Independent Review of National Integrity Strategy (NIS)*.

Cabinet Division, Government of the People's Republic of Bangladesh (2008). *Framework of National Integrity Strategy: An Inclusive Approach to Fight Corruption.*

Cabinet Division, Government of the People's Republic of Bangladesh (2009). *National Integrity Strategy*.

Chowdhury AMR, Bhuiya A, Chowdhury ME, Rasheed S, Hussain Z, Chen LC. *The Bangladesh Paradox: Exceptional Health Achievement despite Economic Poverty*. Lancet 2013; published online 21 November 2013. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)62148-0 (accessed April 1, 2014).

Das, Shadhan Kumar (2013). *Anti-Corruption Commission of Bangladesh: Diagnosis of a Fading Hope.* The Hague: ISS. Publised on www.iss.nl.

Dolowitz, David P. and David Marsh (2000) 'Learning from Abroad: The Role of Policy Transfer in Contemporary Policy-making' in *Governance: An International Journal of Policy and Administration* 13(1). USA: Blackwell Publishers.

Institute of Governance Studies (2007). *Concept Note. Towards a Citizen-Centered National Integrity Strategy.*

Parnini, S.N. (2011) ‘Governance Reforms and Anti-Corruption Commission in Bangladesh’ in *Romanian Journal of Political Sciences* (01). Romania: CEEOL.

Sen, Amartya (2013). *What’s happening in Bangladesh*? published online 21 November 2013. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)62162-5 (accessed April 1, 2014).

The Economist. *Bangladesh and Development: The Path through the Fields*. 3 November 2012. http://www.economist.com/node/21565617 (accessed April 1, 2014).

The Economist. *Bangladesh: Out of the Basket*. The Economist (USA), Nov 2, 2012; http://www.economist.com/blogs/feastandfamine/2012/11/bangladesh (accessed April 1, 2014).

Zaman, Iftekhar, Shadhan Kumar Das, and Shammi Laila Islam (2011) *UN Convention against Corruption Civil Society Review: Bangladesh 2011*, Berlin: Transparency International.

পরিশিষ্ট ক: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়নে আইজিএস আয়োজিত পরামর্শ সভা

প্রথম ধাপের পরামর্শসভা

তারিখ	পরামর্শসভার স্থান	সংখ্যা	সহযোগী সংস্থা	পর্যায়
৮ এপ্রিল	যুবক-যুবতী			জাতীয়
১৩ এপ্রিল	গণমাধ্যম	১		জাতীয়
১৭ এপ্রিল	শিক্ষাবিদ, অর্থনীতিবিদ, গবেষক	১	সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ	জাতীয়
২৩ এপ্রিল	রাজনীতিবিদ	১		জাতীয়
২৬ এপ্রিল	আইনজীবী	১	ব্লাস্ট	জাতীয়
৫ মে	আমলা	১		জাতীয়
২৯ মে	প্রথম এপেক্স বডি মিটিং, ঢাকা	১		জাতীয়
২১ এপ্রিল	সরকারি কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ	১		জেলা
২১ এপ্রিল	সুশীল সমাজ, ময়মনসিংহ	১		জেলা
৮ মে	সরকারি কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি	১		জেলা
৮ মে	সুশীল সমাজ, রাঙ্গামাটি	১		জেলা
১২ মে	সরকারি কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম	১		বিভাগ
১২ মে	সুশীল সমাজ, চট্টগ্রাম	১		বিভাগ
২০ মে	সরকারি কর্মকর্তা, রাজশাহী	১		জেলা
২০ মে	সুশীল সমাজ, রাজশাহী	১		বিভাগ
২৫ মে	সরকারি কর্মকর্তা, খুলনা	১		জেলা
২৫ মে	সুশীল সমাজ, খুলনা	১	মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন	বিভাগ
মোট পরামর্শসভা		১৬		

দ্বিতীয় ধাপের পরামর্শসভা

তারিখ	পরামর্শসভার স্থান	সংখ্যা	সহযোগী সংস্থা	পর্যায়
১৯ জুন	টেকনাফ, কক্সবাজার	১		উপজেলা
২০ জুন	শাহ পরী আইল্যান্ড, সবরং, টেকনাফ, কক্সবাজার	১		ইউনিয়ন
২১ জুন	মহেশখালী, কক্সবাজার	১		উপজেলা
২১ জুন	ছোট মহেশখালী, মহেশখালী, কক্সবাজার	১		ইউনিয়ন
২৩ জুন	চকোরিয়া, কক্সবাজার	১		উপজেলা
২২ জুন	সুশীল সমাজ, কক্সবাজার	১		জেলা
২৫ জুন	কুহালাং, সদর, বান্দরবান	১		ইউনিয়ন
২৫ জুন	সুশীল সমাজ, বান্দরবান	১		জেলা
২৫ জুন	সরকারি কর্মকর্তা, বান্দরবান	১		জেলা
২৬ জুন	সরকারি কর্মকর্তা, কক্সবাজার	১		জেলা
৩ জুলাই	বড় উরা ইউনিয়ন, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	১		ইউনিয়ন
৩ জুলাই	শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	১		উপজেলা
৪ জুলাই	তেনতাইগাঁও, আদমপুর, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার	১		ইউনিয়ন
৫ জুলাই	তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ	১		উপজেলা
৫ জুলাই	উত্তর শ্রীপুর, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ	১		ইউনিয়ন
৬ জুলাই	সরকারি কর্মকর্তা, সুনামগঞ্জ	১		জেলা
৭ জুলাই	সুশীল সমাজ, সুনামগঞ্জ	১		জেলা
৭ জুলাই	সরকারি কর্মকর্তা, সিলেট	১		জেলা
৭ জুলাই	সুশীল সমাজ, সিলেট	১	ব্লাস্ট	বিভাগ
১১ জুলাই	দহগ্রাম, লালমনিরহাট	১		ইউনিয়ন
১২ জুলাই	মোগল হাট, লালমনিরহাট	১		ইউনিয়ন
১৩ জুলাই	পাটগ্রাম, লালমনিরহাট	১		উপজেলা

তারিখ	পরামর্শসভার স্থান	সংখ্যা	সহযোগী সংস্থা	পর্যায়
১৩ জুলাই	সরকারি কর্মকর্তা, লালমনিরহাট	১		জেলা
১৪ জুলাই	বাংলাবান্ধা, পঞ্চগড়	১		ইউনিয়ন
১৫ জুলাই	সুশীল সমাজ, পঞ্চগড়	১		জেলা
১৬ জুলাই	তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়	১		উপজেলা
২২ জুলাই	বাগওয়ান ইউনিয়ন, মুজিবনগর, মেহেরপুর	১		ইউনিয়ন
২৩ জুলাই	মুজিবনগর উপজেলা, মেহেরপুর	১		উপজেলা
২৩ জুলাই	সরকারি কর্মকর্তা, মেহেরপুর	১		জেলা
২৬ জুলাই	অম্বিকাপুর ইউনিয়ন, সদর, ফরিদপুর	১		ইউনিয়ন
২৬ জুলাই	সুশীল সমাজ, ফরিদপুর	১	ব্লাস্ট	জেলা
২৭ জুলাই	সরকারি কর্মকর্তা, ফরিদপুর	১		জেলা
২৯ জুলাই	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	১		উপজেলা
৩০ জুলাই	লতিফপুর ইউনিয়ন, সদর, গোপালগঞ্জ	১		ইউনিয়ন
৩০ জুলাই	সুশীল সমাজ, গোপালগঞ্জ	১		জেলা
২ আগস্ট	আমতলী, বরগুনা	১		উপজেলা
৪ আগস্ট	বালিয়াতালি ইউনিয়ন, সদর, বরগুনা	১		ইউনিয়ন
২৮ আগস্ট	দ্বিতীয় এপেক্স বডি মিটিং, ঢাকা	১		জাতীয়
১৫ সেপ্টেম্বর	সরকারি কর্ম কমিশন সচিব	১		জাতীয়
১৬ সেপ্টেম্বর	নির্বাচন কমিশন সচিব	১		জাতীয়
১৬ সেপ্টেম্বর	সুপ্রিম কোর্ট রেজিস্টার	১		জাতীয়
১৭ সেপ্টেম্বর	ভারপ্রাপ্ত সচিব, দুর্নীতি দমন কমিশন	১		জাতীয়
১৮ সেপ্টেম্বর	জাতীয় সংসদ সচিব	১		জাতীয়
২২ সেপ্টেম্বর	মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক	১		জাতীয়
২৪ সেপ্টেম্বর	স্থানীয় সরকার বিভাগ	১		জাতীয়
মোট পরামর্শসভা		৪৫		
সর্বমোট পরামর্শসভা (প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপে)		৬১		

পরিশিষ্ট খ: টিআইবি প্রণীত খসড়া প্রতিবেদনের ওপর জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট কর্তৃক প্রেরিত লিখিত ফিডব্যাক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
প্রশাসনিক সংস্কার অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বরঃ ০৪.২২১.০১৪.০০.০৫.০১৯.২০১০.৫৯৪

তারিখঃ ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২১ / ২৫ মে ২০১৪

বিষয়: 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল: বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি' শীর্ষক গবেষণার খসড়া প্রতিবেদনের ওপর মতামত সংক্রান্ত।

সূত্র: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর ১৮ মে ২০১৪ তারিখের পত্র।

'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল: বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি' শীর্ষক গবেষণার খসড়া প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনার ওপর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মতামত পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদ্‌সঙ্গে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

২৫।০৫।২০১৪
(ড. আবু শাহীন মো: আসাদুজ্জামান)
উপসচিব
ফোন: ৯৫১৩৬০২
ই-মেইল: *asad6531@gmail.com*

জনাব ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
বাড়ি # ১৪১, রোড # ১২, ব্লক # ই
বনানী, ঢাকা-১২১৩।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) কর্তৃক সম্পাদিত 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল: বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি' শীর্ষক গবেষণা-এর ওপর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মতামত

'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল: বাস্তবায়ন অগ্রগতি' শীর্ষক গবেষণাটি সম্পাদনের জন্য এবং খসড়া প্রতিবেদনের ওপর মতামত প্রদানের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। এ প্রতিবেদনটির মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যাবে। পাশাপাশি শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিতকরণ, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ও সুশাসনের জন্য সামাজিক চাহিদা বৃদ্ধিতে এটি সহায়ক ভূমিকা রাখবে। গবেষণাপদ্ধতির বর্ণনা অনুসারে গবেষণাটি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং অংশীজনের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্য ও মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তুতকৃত বিধায় এতে উত্তরদাতাগণের ধারণা ও মতামত প্রাধান্য পেয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য এবং উত্তরদাতাগণের ধারণা সম্পর্কে এ বিভাগের কোন বক্তব্য নেই। তবে গবেষণাপদ্ধতি, গবেষণার কিছু বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-সংশ্লিষ্ট কিছু তথ্য সম্পর্কে এ বিভাগের নিম্নরূপ মতামত উপস্থাপন করা হল:

গবেষণাপদ্ধতি:

২। গবেষণাটিতে তথ্যের অন্যতম প্রত্যক্ষ উৎস হিসাবে প্রতিষ্ঠানসমূহের ফোকাল পয়েন্টকে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করা থাকলেও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে কোন ফোকাল পয়েন্ট এখন পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়নি। সে ক্ষেত্রে এ সকল প্রতিষ্ঠানের তথ্য অন্য উৎস হতে সংগ্রহ করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। চূড়ান্ত প্রতিবেদনে বিষয়টি সংশোধন করা যেতে পারে।

শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ:

৩। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে প্রদত্ত সুপারিশ ও কর্ম-পরিকল্পনাসমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা স্বীয় উদ্যোগে বাস্তবায়ন করবে মর্মে কৌশল-দলিলে উল্লেখ রয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এ কাজের সমন্বয় ও মূল্যায়ন করবে। সে আলোকে এ বিভাগ হতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট কর্তৃক মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণকে নিয়ে তিন পর্যায়ে আটটি (মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে দুই/তিন গ্রুপে বিভক্ত করে) কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। এ ছাড়া, মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাগণকে নিয়ে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তথ্য মন্ত্রণালয় ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় যথাক্রমে গণমাধ্যম ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের নিয়ে আরও দুটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা পর্যায়ে একটি মতবিনিময় সভাও এ ইউনিট কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। এ ছাড়া বিভাগীয় কমিশনারগণ এবং কোন কোন জেলায় জেলা প্রশাসকগণ স্থানীয় পর্যায়ে মতবিনিময় সভা করেছেন। মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহকে পত্র প্রদান ছাড়াও এ

সকল কর্মশালা/সভার মাধ্যমে শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের বিস্তারিত করণীয় ও কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় দিক্-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। চূড়ান্ত প্রতিবেদনে এ সকল তথ্য সন্নিবেশিত করা যেতে পারে।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও পর্যবেক্ষণ:

৪। নির্বাহী বিভাগ ও জনপ্রশাসন সংক্রান্ত কর্ম-পরিকল্পনাসমূহের মধ্যে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য উন্নততর বেতন ও সুবিধাদি প্রদান, জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান (সুরক্ষা) আইন প্রণয়ন, ভূমি ব্যবস্থাপনার আধুনিকীকরণ ও ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, এবং কঠোরভাবে খাদ্য ও পণ্যের ভেজাল প্রতিরোধ সংক্রান্ত কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অগ্রগতি রয়েছে, যা খসড়া প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়নি। অনুরূপভাবে দুর্নীতি দমন কমিশন সংক্রান্ত কর্ম-পরিকল্পনায় কমিশনের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ, বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রমাণিত উৎকৃষ্ট অনুশীলন (best practices) অনুকরণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার সাধন, দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার ইউনিট ও নৈতিকতা কমিটি গঠন ও শক্তিশালীকরণে সহায়তা প্রদান এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে নিয়োজিত ব্যক্তিদের দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য মনিটরিং সেল প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে অগ্রগতি রয়েছে, যেগুলি খসড়া প্রতিবেদনে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়নি।

৫। মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় সংক্রান্ত কর্ম-পরিকল্পনার অগ্রগতি আলোচনাকালে নিরীক্ষা আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণের উল্লেখ রয়েছে এবং পর্যবেক্ষণে আইনটি চূড়ান্ত না হওয়ায় সিএজি এখনও স্বশাসিত নয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল-এর কর্ম-পরিকল্পনায় উক্ত প্রতিষ্ঠানকে 'আর্থিক, প্রশাসনিক ও কারিগরি দিক হতে অধিকতর স্বশাসিত করার লক্ষ্যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ' উল্লেখ থাকলেও নিরীক্ষা আইন প্রণয়নের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। গবেষণাটির খসড়া প্রতিবেদনে সিএজি কার্যালয়কে অধিকতর স্বশাসিত করার লক্ষ্যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণকে নিরীক্ষা আইন প্রণয়নের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে যা, যৌক্তিক বলে প্রতীয়মান হয় না।

৬। চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়নকালে উপর্যুক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করা যেতে পারে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রের সার্বিক ঘাটতি:

৭। চলমান দুর্নীতি রোধে অগ্রাধিকারমূলক কোন কার্যক্রম প্রদান করা হয়নি বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল দলিলটি প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্যই হল দুর্নীতি প্রতিরোধ করা এবং যে সকল কারণে দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হয় সেগুলি বন্ধ করা। চলমান দুর্নীতি রোধে দুর্নীতি দমন কমিশন প্রচলিত আইনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

৮। কোন পরিকল্পনা-দলিলই পূর্ণাঙ্গ বা প্রশ্নাতীত হতে পারে না। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলটি একটি বিকাশমান দলিল। প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সুপারিশ ও কর্ম-পরিকল্পনা-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। দলিলটি

প্রণয়নকালে বিরাজমান প্রেক্ষাপটে যে সকল প্রতিষ্ঠান, সুপারিশ ও কর্ম-পরিকল্পনা বা বিষয় এতে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন ছিল সেগুলিই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা, মতবিনিময় ও পরামর্শের মাধ্যমে দলিলটি প্রণয়ন ও চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং মন্ত্রিসভা কর্তৃক এটি অনুমোদিত হয়েছে বিধায় এ সম্পর্কে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এ পর্যায়ে কোন মন্তব্য নেই।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ:

৯। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট প্রতি তিনমাস অন্তর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার নৈতিকতা কমিটির ফোকাল পয়েন্টগণের অংশগ্রহণে কর্মশালা আয়োজন করে আসছে। এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নানাবিধ নির্দেশনা, পরামর্শ ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে এবং সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব উপলব্ধি ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠাকে টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী করার লক্ষ্যে বাধ্যবাধকতা আরোপ ও চাপ প্রয়োগের পরিবর্তে সচেতনতা বৃদ্ধি ও উপলব্ধির মাধ্যমে এটি বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

সার্বিক মন্তব্য:

১০। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে বিরাজমান চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধসমূহ সম্পর্কে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট অবহিত আছে। ক্রমাগতভাবে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অব্যাহত সমন্বয়ের মাধ্যমে এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সংস্কার সাধনের মাধ্যমে শুদ্ধাচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার কৌশল নিয়ে জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট কাজ করে চলেছে। সকল সীমাবদ্ধতা থেকে উত্তরণে এ ইউনিট প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে প্রকল্প গ্রহণ এবং ইউনিটে জনবল বৃদ্ধির উদ্যোগ ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। এ কাজে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সম্পৃক্ত করার প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। সম্প্রতি এ বিভাগ হতে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহে শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ও সুশাসন পরিস্থিতি পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে একটি গবেষণা সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া, সরকারি দপ্তরের সেবার মানোন্নয়ন এবং জবাবদিহি বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় সেবাপ্রদান ও অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা (GRS guideline) প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং কয়েকটি মন্ত্রণালয়/বিভাগে ই-সেবা কার্যক্রম (National e-service System-NESS) চালু করা হয়েছে। এরূপ নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণের ফলে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে।

১১। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল একটি দীর্ঘমেয়াদি কর্ম-পরিকল্পনা। সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা নিয়ে পর্যায়ক্রমে এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব হবে বলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ আশা করে।